পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1646, Saturday, September 13, 2025 *FREE* www.parichoy.com

চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রে কি রাজনৈতিক বিভাজন আরও গভীর হচ্ছে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে - ৫ম পাতায়
- হামাস-মুক্ত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাশ জাতিসংঘে, সমর্থনে ভোট দিল বাংলাদেশসহ ১৪২ দেশ- ৫ম পাতায়
- কোনো ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে না সাফ জানিয়ে দিলেন নেতানিয়াহু- ৫ম পাতায়
- কাতারে ইজরায়েলি হামলার নিন্দা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে, প্রস্তাব সমর্থন করল আমেরিকাও! - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত দক্ষিণ কোরিয়ার কম্পানিগুলো, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ধরপাকড়ের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ২৭ বছরের জন্য জেলে যেতে হবে! আদালতের রায় শুনেই ক্ষুব্ধ 'বন্ধু' ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ডাকসুতে শিবিরের বিজয় মৌলবাদের প্রতি সমর্থন নয়, বিকল্প খোঁজার আকুতি - ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশী থারুর - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার যেন দিনের আলোয় চুরি - ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের তথ্যচিত্র - ৮ম পাতায়

নোবেলের স্বপ্নভঙ্গ! 'চাপ দিয়ে লাভ নেই'

ট্রাম্পকে স্পষ্ট বার্তা কমিটির

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে 'বিড়ম্বনা'

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

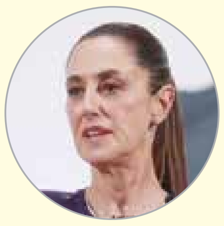

● যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে হুন্দাইয়ের একটি কারখানায় ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনায় মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার কম্পানিগুলো 'খুবই দ্বিধাগ্রস্ত' - দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং

● মাদক বাণিজ্য ও অবৈধ অভিভাসন রোধে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি চাই, অধীনতা নয় - মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউম

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় মৌলবাদের প্রতি সমর্থন নয়, বিকল্প খোঁজার আকুতি - ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশী থারুর

● 'বাংলাদেশের কথা যখন আমরা বলি, তখন সস্তা কিছু আত্মতুষ্টি এসে যায়। আমরা বলি দেশ আগাচ্ছে। এখনকার সময়ে বাংলাদেশ আগাচ্ছে, এই বয়ান ফেলে দিতে হবে। আগাচ্ছে এটা বিষয় নয়, কী গতিতে আগাচ্ছে সেটা হলো বিষয়।' - সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান

● আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হবে - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

● নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরবেন - দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু

● সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন পরস্পর নির্ভরশীল নয়- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

● ডাকসুতে ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাত করেছে শিবির- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস

● যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে হুন্দাইয়ের একটি কারখানায় ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনায় মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার কম্পানিগুলো 'খুবই দ্বিধাগ্রস্ত' - দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং

নোবেলের স্বপ্নভঙ্গ! ‘চাপ দিয়ে লাভ নেই’, ট্রাম্পকে স্পষ্ট বার্তা কমিটির

পরিচয় ডেস্ক : তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষও বটে। ফলে তাঁকে খুশি করতে তাবেদারের সংখ্যা কম নেই বিশ্বে। এহেন ট্রাম্প চান চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠুক তাঁর হতে। তবে চাইলেই তো আর হল না ঝক্কি অনেক। শান্তির লক্ষ্যে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তর তালিকা চাই। তবে শর্টকাট-বিলাসি ট্রাম্প এসব শুনবেন কেন? তাবেদারদের সঙ্গী করে তিনি ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন নোবেল কমিটির উপর। তাঁর নিজেরও দাবি ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় পাল্টা বিবৃতি এল কমিটির তরফে। স্পষ্ট জানানো হল, নোবেল কমিটির উপর চাপ বাড়িয়ে বিশেষ লাভ হবে না। কমিটি সর্বদা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।

একাধিকবার ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী। পূর্বসূরী বারাক ওবামার উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের দাবির সপক্ষে তাঁর যুক্তি ক্ষমতায় আসার পর ৬-৭ যুদ্ধ থামিয়েছেন। এমনকী রুশ-ইউক্রেন ও হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ থামাতেও প্রস্তুত তিনি। এহেন পরিস্থিতির মাঝে সংবাদমাধ্যম এএফপিকে দেওয়া নোবেল কমিটির সচিব ক্রিশ্চিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেন, “এটা সত্যি যে একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা চলছে। তবে এটাও সত্য যে সংবাদমাধ্যমের আলোচনা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না। আমরা ঝাড়াই বাছাই করে যোগ্যতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের উপর কোনও চাপ নেই। বাইরের কোনও চাপ আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না।”

তবে বার্তা স্পষ্ট হলেও চেষ্টার কোনও খামতি রাখছেন না ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাতে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান তার জন্য তাবেদারদের ব্যবহার করছেন। আগামী ১০ অক্টোবর নোবেল শান্তির প্রাপকের নাম ঘোষণা হবে। তার আগে ট্রাম্পের হয়ে নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু,

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে গত আগষ্ট মাসে গ্যাস, খুচরা পণ্য, হোটেল কক্ষ, বিমান ভাড়া, পোশাক এবং ব্যবহৃত (রিকন্ডিশন) গাড়ির দাম বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। দেশটির শ্রম দপ্তরের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এ তথ্য জানিয়েছে। শ্রম বিভাগ ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জানিয়েছে, আগস্টে ভোক্তা মূল্যবৃদ্ধি এক বছর আগের তুলনায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়েছে, যা আগের মাসের ২ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেশি এবং জানুয়ারির পর থেকে এটি সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি। অস্থির খাদ্য ও জ্বালানি বিভাগ বাদ দিলে, মূল মূল্যবৃদ্ধি ৩ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে, যা জুলাইয়ের মতোই। উভয় পরিসংখ্যানই ফেডারেল রিজার্ভের ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। এই পরিসংখ্যানগুলো ফেডারেল ব্যাংককে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে তুলে ধরেছে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে সুদের হার কমানোর জন্য অবিরাম চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি উচ্চতর হওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার এখন ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। গত সপ্তাহে সাপ্তাহিক বেকারত্বের হার বেড়েছে। এরইমধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইঙ্গিত দিয়েছে, নতুন করে কর্মী ছাঁটাইয়ের সংখ্যা বাড়তে পারে।

হামাস-মুক্ত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাশ জাতিসংঘে, সমর্থনে ভোট দিল বাংলাদেশসহ ১৪২ দেশ

পরিচয় ডেস্ক : ১২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। তবে এই শান্তি-উদ্যোগের মূল অভিমুখ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের স্বশাসিত প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেওয়া।

জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ সদস্যপদের পক্ষে ভোট দিল ভারত। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ সভা (জেনারেল অ্যাসেম্বলি)-য় মোট বাংলাদেশসহ১৪২টি দেশ ওই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবে ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্য দীর্ঘ সংঘাতের অবসানের জন্য দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

ইজরায়েল-সহ ১০টি দেশ শুক্রবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ১২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। তবে এই শান্তি-উদ্যোগের মূল অভিমুখ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের স্বশাসিত প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

কোনো ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে না সাফ জানিয়ে দিলেন নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক : কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।তিনি বলেছেন, ‘এই জায়গা আমাদের।’ কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়,

পশ্চিম তীরে নতুন করে অবৈধ বসতি স্থাপন শুরু করেছে ইসরায়েল। এতে করে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব হয়ে পড়ল। বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর নেতানিয়াহু এই প্রকল্পে সই করেন, যা পশ্চিম তীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। মা’লে আদুমিম বসতিতে এক অনুষ্ঠানে নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছিড় কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হবে না। এ জায়গা আমাদের।’

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন! ফের বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : ওরাকল কোম্পানীর ল্যারি এলিসনকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছেন টেসলা কর্তা।মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির শিরোপা হারিয়েছিলেন। তবে আবারও স্বমহিমায় ফিরলেন এলন মাস্ক। বুধবার রাতের দিকেই ফের জানা

যায়, মাস্কের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে। ল্যারি এলিসনকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছেন টেসলা কর্তা। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালেও এইভাবে কয়েকঘণ্টার জন্য বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির শিরোপা মাস্কের হাতছাড়া হয়েছিল।

ব্লুমবার্গের সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, গত ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় সকালে ১০টা নাগাদই সম্পত্তির নিরিখে মাস্ককে টপকে গিয়েছেন ল্যারি। ব্লুমবার্গ সূত্রে খবর, বর্তমানে মাস্কের সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৩৮৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ল্যারির সম্পত্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৩ বিলিয়ন ডলারে। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালেই ল্যারির ওরাকল কোম্পানীর শেয়ারের মুল্যমান অন্তত ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। তার কারণ, ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারই ওরাক্যালের তরফ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনে আশাতীত উন্নতি করতে চলেছে সংস্থাটি।

তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই লাফিয়ে বৃদ্ধি পায় মাস্কের সম্পদের পরিমাণ। সকালে ওরাক্যালের শেয়ার বেশ কিছুটা বাড়লেও বেলার দিকে বৃদ্ধির হার অনেকটা কমে যায়। সেই সুযোগেই হারানো জমি ফিরে পান মাস্ক। বুধবার দিনের শেষে দেখা যায়, মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮৪ বিলিয়ন ডলারে। তার থেকে এলিসনের সম্পত্তির পরিমাণ ১ বিলিয়ন ডলার কম। অর্থাৎ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আবারও বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির তকমা ফিরে পেয়েছেন এক্স কর্তা।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের শেষদিকে টুইটার কেনার পর থেকেই মাস্কের শেয়ারের পরিমাণ নিম্নমুখী। ডিসেম্বর মাসেই মাস্কের সংস্থা টেসলার শেয়ার প্রায় ৬৫ শতাংশ পড়ে যায়। তার জেরেই বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির জায়গা হারান

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY
সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

কাতারে ইজরায়েলি হামলার নিন্দা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে, প্রস্তাব সমর্থন করল আমেরিকাও!

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার নেতৃত্বাধীন উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি)-এর অন্যতম সদস্য কাতার। পেন্টাগনের সেন্ট্রাল কমান্ডের আঞ্চলিক সদর দফতর (সেন্টকম) দোহার অদূরে।

কাতারের রাজধানী দোহায় ইজরায়েলি বিমানহানার নিন্দা করল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পরিষদের বৈঠকে ইজরায়েলি হানার বিরোধিতা করে নিন্দাপ্রস্তাব পাশ হয়েছে। পাশাপাশি, কাতারের সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সমর্থন জানানো হয়েছে ওই প্রস্তাবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আনা ওই প্রস্তাব সমর্থন করেছে আমেরিকাও।

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিমানবাহিনী গত মঙ্গলবার (০৯ সেপ্টেম্বর) দোহার একটি বাড়িতে বোমাবর্ষণ করে। তেল আভিভের দাবি, কাতারে আশ্রয় নেওয়া প্যালেস্টাইনি জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের কয়েক জন নেতাকে নিশানা করা হয়েছিল। তাঁরা ওই ডেরায় ছিলেন। কাতার সরকারের তথ্য জানাচ্ছে, হামলায় ছ'জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে এক জন কাতারের নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তবে হামাসের শীর্ষ কোনও নেতা

নিহত হননি বলে কাতার পুলিশের দাবি।

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি)-এর অন্যতম সদস্য কাতার। পেন্টাগনের সেন্ট্রাল কমান্ডের আঞ্চলিক সদর দফতর (সেন্টকম) দোহার অদূরে। সেখানে আট হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। গত মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দোহা সফরের সময় কাতারের রাজপরিবারের তরফে তাঁকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার একটি বোয়িং ৭৪৭-৮ বিমান উপহার দেওয়া হয়েছিল। তবে নিরাপত্তা পরিষদে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব পাশ হলেও রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদে তা গৃহীত হয়নি। শুক্রবার পাকিস্তানের আনা প্রস্তাবটির নিন্দা করে রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলের আইনজীবী পাল্টা সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগ তোলের ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে।

অন্য দিকে, শুক্রবারই (১২ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ সদস্যপদের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত। ১৯৩ সদস্যের সাধারণ সভা (জেনারেল অ্যাসেম্বলি)-য় মোট ১৪২টি দেশ ওই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবে ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্য দীর্ঘ সংঘাতের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত দক্ষিণ কোরিয়ার কম্পানিগুলো হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ধরপাকড়ের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে হুন্দাইয়ের একটি কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনায় মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার কম্পানিগুলো 'খুবই দ্বিধাগ্রস্ত' বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং।

মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আইসের গত সপ্তাহের অভিযানে আটক হওয়া তিন শতাধিক দক্ষিণ কোরিয়ান নাগরিক শুক্রবার দেশে ফিরছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জটিলতার কারণে তাদের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিরেছে তিন শতাধিক কর্মী

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সংক্রান্ত এক অভিযানে আটক হওয়ার পর শত শত দক্ষিণ কোরিয়ান কর্মী শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দেশে ফিরেছেন। হুন্দাই জানিয়েছে, এ ঘটনায় তাদের ব্যাটারি কারখানার নির্মাণকাজে বিলম্ব হবে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্মাণাধীন হুন্দাই-এলজি ব্যাটারি কারখানায় চালানো অভিযানে আটক হওয়া ৪৭৫ জনের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। এই ঘটনার পর ওয়াশিংটন ও সিউলের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়। সিউলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কোরিয়ান এয়ারের একটি বিশেষ বোয়িং ৭৪৭-৮আই বিমানে ৩১৬ জন দক্ষিণ কোরিয়ান এবং ১৪ জন বিদেশি কর্মী বৃহস্পতিবার দেশে রওনা দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা শুক্রবার বলেন, আটলান্টায় সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই বিমানটি নির্ধারিত যাত্রী নিয়ে ছেড়ে গেছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

নাসার কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে না মার্কিন ভিসাধারী চীনা গবেষকরা

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে চীনা নাগরিকদের কাজ করা থেকে বিরত রাখছে। বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে নাসা। এই ঘটনার মধ্য মধ্য দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠা মহাকাশ প্রতিযোগিতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষয়টি জানেন এমন সূত্রগুলো বলছে, যখন ওয়াশিংটন বেইজিংবিরোধী কৌশল আরো জোরদার করছে এবং দুই *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ২৭ বছরের জন্য জেলে যেতে হবে! আদালতের রায় শুনেই ক্ষুব্ধ 'বন্ধু' ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পরেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, "এটা ব্রাজিলের জন্য ভাল হল না।" আরও এক ধাপ এগিয়ে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, এই 'অন্যায্য রায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ' করবে আমেরিকা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকিও কাজে এল না। অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে ব্রাজিলেরপ্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোকে সাজা দিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। বোলসোনারোকে দোষী সাব্যস্ত করে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ২৭ বছর তিন মাস জেলের ভিতরেই থাকতে হবে তাঁকে। অভ্যুত্থান ঘটানোয় অভিযুক্ত বোলসোনারো এত দিন গৃহবন্দি ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে আউটসোর্সিং কর প্রস্তাব, উদ্বেগে ভারতের আইটি খাত

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের যেসব কোম্পানি বিদেশ থেকে আউটসোর্সিং সেবা নেয়, তাদের ওপর ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর আরোপ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে ভারতের বিশাল আইটি খাত দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এ কারণে গ্রাহকরা চুক্তি বিলম্বিত বা নতুনভাবে আলোচনার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষক ও আইনজীবীরা।

তাদের মতে, যদিও এই কর প্রস্তাবটি এখনই আইন হিসেবে পাশ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তবুও এই বিলের কারণে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চার্লি কার্কের হত্যাকান্ডে যুক্তরাষ্ট্রে কি রাজনৈতিক বিভাজন আরও গভীর হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে গত বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) প্রতিনিধি পরিষদে যে মুহূর্তটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মিত্র চার্লি কার্ককে নিয়ে নীরবতা পালন হওয়ার কথা, তখন সেখানে চিৎকার-চেঁচামেচি হয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এ ঘটনায় দেশটির রাজনৈতিক বৈরিতা এবং বিভাজন তিক্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গত বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে কার্ক নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি পরিষদের আইনপ্রণেতারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সঠিক উপায় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ সময় কলোরাডোর রিপাবলিকান প্রতিনিধি লরেন বোবার্ট হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কাউকে দিয়ে প্রার্থনা করানোর প্রস্তাব দেন।

এ সময় প্রতিনিধি পরিষদে কয়েকজন ডেমোক্র্যাট সদস্য প্রশ্ন তোলেন, কেন কম পরিচিত মানুষদের হত্যার ঘটনাগুলোকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রতিনিধি পরিষদে আইনপ্রণেতাদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগও ওঠে। গত বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থিত ছিলেন এমন এক আইনপ্রণেতা রয়টার্সকে এসব তথ্য দিয়েছেন।

প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান স্পিকার মাইক জনসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। আর ওই সময় এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'একটা আগ্নেয়াস্ত্র আইন পাস করুন।'

৩১ বছর বয়সী কার্ক রক্ষণশীল সংগঠন টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএর সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোর সমর্থক ছিলেন। গত বুধবার ইউটাহর ওরেম শহরে ইউটাহ ভ্যালি বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

অবশেষে ধরা পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কির্কের খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তি!

পরিচয় ডেস্ক : ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার 'ফক্স নিউজ'কে এক সাক্ষাৎকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, কার্কের খুনে সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাবা। ধৃতের বিষয়ে আরও কিছু তথ্যও প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি, ট্রাম্প জানিয়েছেন, চার্লির খুনের সেই ভিডিয়ো তিনি কখনও দেখতে পারবেন না। নিহত চার্লিকে নিজের 'পুত্রসম' বলেও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এফবিআই (ফেডেরাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) জানিয়েছে, চার্লির হত্যাকারীর নাম টাইলার রবিনসন। তাঁর বয়স ২২ বছর।

১০ সেপ্টেম্বর বুধবার আমেরিকার ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৩১ বছরের চার্লি। সেখানে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। সেই চার্লির খুনে অভিযুক্ত কি ধরা পড়েছে? শুক্রবার ট্রাম্পকে সেই প্রশ্নই করেছিল 'ফক্স নিউজ'। তিনি বলেন, ''ওঁকে (সন্দেহভাজন) হেফাজতে পেয়েছি। অনেকটাই নিশ্চিত বলে মনে করি।'' তিনি জানান, সাক্ষাৎকার দিতে আসার পাঁচ মিনিট আগেই তিনি এই বিষয়ে জানতে পেরেছেন। এর পরে তিনি স্থানীয় প্রশাসনেরও প্রশংসা করেন। তিনি জানান, প্রাথমিক ভাবে খুনের বিষয়ে কোনও তথ্যই ছিল না পুলিশ-প্রশাসনের কাছে। তাঁর কথায়, ''আমাদের কাছে শুধু একটা ক্লিপ ছিল, যেখানে সন্দেহভাজনকে একটা পিঁপড়ের মতো দেখতে লাগছিল। ওই ক্লিপ সে ভাবে কোনও কাজেই আসেনি।''

শেষ পর্যন্ত কী ভাবে ধরা পড়েন সন্দেহভাজন, তা-ও জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, সন্দেহভাজনের 'ঘনিষ্ঠ' এক জনই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছেন। ওই সন্দেহভাজন নিজের বাবার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকার মার্শালের কাছে যান। ট্রাম্পের কথায়, ''পুত্রকে বুঝিয়েছেন বাবা। আমি যা শুনেছি, তা-ই বললাম।'' আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানান, সন্দেহভাজনকে এর পরে পুলিশের সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত সেখানেই রয়েছেন তিনি। ধৃতের বয়স ২৮-২৯ বছর বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। এফবিআই পরে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, অভিযুক্তের বয়স ২২ বছর।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, তিনি আশা করেন চার্লির খুনে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড পাবেন। চার্লি যুবসমাজের 'কণ্ঠ' ছিলেন। তাঁকে নিজের 'পুত্রসম' বলেও বর্ণনা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''চার্লি মেধাবী ছিলেন। আমাকে টিকটকে সাহায্য করতেন।'' চার্লির খুনের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, সেই ভিডিয়ো তিনি কোনও দিন দেখতে পারবেন না।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্ককে কেন খুন? এফবিআই-এর জেরার মুখে কী জবাব দিলেন ধৃত আততায়ী রবিনসন?

পরিচয় ডেস্ক :আমেরিকার ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বরবুধবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৩১ বছরের চার্লি কির্ক। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তাঁকে স্নাইপার রাইফেলের গুলিতে খুন করেন টাইলার রবিনসন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কির্কের খুনি টাইলার রবিনসনকে হত্যাকান্ডের প্রায় ৩৩ ঘন্টা পর ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবারই গ্রেফতার করেছে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। ২২ বছর বয়সি ওই যুবককে জেরা করে চেষ্টা চলছে হত্যার 'কারণ' (মোটিভ) অনুসন্ধানের। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে এফবিআই জানিয়েছে, রক্ষণশীল চার্লিকে খুনের কারণ জানাতে গিয়ে রবিনসন বলেছেন, ''উনি ঘৃণা ছড়াতেন।'' ইতিমধ্যেই মোবাইল ফোনে কথোপকথনের সূত্র ধরেও বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। গভর্নর স্পেন্সার কক্স বলেন, ''বেশ কিছু দিন ধরেই খুনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ধৃত ব্যক্তি।

পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে কথে াপকথনে, রবিনসন উল্লেখ করেছিলেন যে চার্লি ১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন। সে সময়ও চার্লির বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কথা বলেছিলেন তিনি।'' প্রসঙ্গত, বুধবার আমেরিকার ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৩১ বছরের চার্লি।

সম্প্রতি আমেরিকার কলোরাডো থেকে ভার্জিনিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সফর করার পরিকল্পনা করেছিলেন নিহত রক্ষণশীল নেতা। নাম দিয়েছিলেন, 'দ্য আমেরিকান কামব্যাক ট্যুর'।

ওই সফরসূচির অংশ ছিল ইউটার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রুভ মি রং' শীর্ষক আলোচনাসভায় যোগদান। সেখানে সমবেত পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন চার্লি। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে 'মৃত' বলে ঘোষণা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

চার্লি কার্ককে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম দেবেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি শিগগির চার্লি কার্ককে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করবেনড়্যা যুক্তরাষ্ট্রে একজন নাগরিককে দেওয়া সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। ট্রাম্প জানান, আততায়ীর গুলিতে নিহত কর্মী চার্লি কার্ককে সম্মান জানিয়ে আয়োজিত এই পদক প্রদান অনুষ্ঠান হবে বিশাল জনসমাগমপূর্ণ।

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড, বামপন্থীদের দুষছেন ট্রাম্প ও মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী কর্মী ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র চার্লি কার্ক ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। ঘটনার পরপরই এ ঘটনায় 'কট্টর বামপন্থীদের' দুষছেন ট্রাম্প ও বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক।

নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের 'কালো অধ্যায়' জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'চার্লি সত্যের বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় মৌলবাদের প্রতি সমর্থন নয়, বিকল্প খোঁজার আকুতি - ভারতীয় কূটনীতিবিদ শশী থারুর

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের পূবের প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আসা এ খবর ভারতের সংবাদমাধ্যমে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের এই বিশাল জয় এক অভাবনীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালের পর এটাই প্রথমবার কোনো ইসলামপন্থী ছাত্রসংগঠন এই প্রভাবশালী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিল। অনেকের কাছে এটি কেবল বিদেশের এক ছাত্র সংসদের নির্বাচন। কিন্তু নয়াদিল্লির কাছে এটি নিছক কোনো খবর নয়ড়এটি অনাগত সময়ের এক অশনিসংকেত, এক রাজনৈতিক ভূকম্পন, যার অভিঘাত খুব শিগগির সীমান্তের এপাশেও অনুভূত হতে পারে।

প্রসঙ্গটি বোঝার জন্য আগে প্রেক্ষাপটটা দেখা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ নির্বাচন কেবল একটি ক্যাম্পাসের ভোট নয়, ঐতিহাসিকভাবে এটি দেশটির একটি রাজনৈতিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের জয় স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, দেশের দুই ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক শক্তি (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অন্যতম প্রধান দল বিএনপি) নিয়ে মানুষের গভীর হতাশা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ দশক ধরে এই দুই দলই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফলে ভোটারদের একটি বড় অংশ এখন বিমুখ।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠনের এ বিজয়কে ধর্মান্ধ মৌলবাদের প্রতি প্রবল সমর্থন হিসেবে দেখার চেয়ে বরং তা একধরনের বিকল্প খোঁজার মরিয়া আকুতি হিসেবে দেখাটা ভালো। ভোটারেরা ধর্মীয় উগ্রপন্থার অনুসারী নন; তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয়, বরং একে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখছেন, যেটি এখনো পুরোনো নেতৃত্বের গভীর পচন-দূষণে কলঙ্কিত হয়নি।

এই হতাশা আরও বেড়েছে সম্প্রতি ছাত্রদের নেতৃত্বে হওয়া গণ-অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনার সরকার অপসারণে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক শূন্যতার কারণে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী নাজুক প্রশাসনের মধ্য দিয়ে এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে দেশ আর জনগণ খুঁজছে নতুন দিকনির্দেশনা।

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকালে দমন ও হয়রানির শিকার জামায়াতে ইসলামী এখন পুনরায় আত্মপ্রকাশ ও প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য উর্বর ভূমি পাচ্ছে। ঢাকার মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল রাজনীতির জমিনে জামায়াতে ইসলামী-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের এ জয় দলটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মধ্যে, যারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলটির বিতর্কিত ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেনি।

এখন প্রশ্ন হলো, ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এর অর্থ ভারতের কাছে কী হতে পারে? *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ক্ষমতায় জামায়াত আসলে চিন্তিত হতে হবে বললেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করা ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তার সঙ্গে ভারতকে কাজ করতে হবে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে ভারতকে চিন্তিত হতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত বেশ ভালো ফল করতে পারে বলেও মন্তব্য করেন হর্ষ।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক ইন্ডিয়া সেন্টারে "আমরা কি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুত?" শীর্ষক আলোচনায় এ মন্তব্য করেন হর্ষ বর্ধন।

জামায়াতকে ভারত বিরোধী ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "এটি বলা ঠিক ক্ষমতায় যে আসবে আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করব। কিন্তু যে ক্ষমতায় আসবে সে যদি আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাহলে এ নিয়ে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে।" এছাড়া ভারতের সীমান্তবর্তী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করবেন বলেও ইঙ্গিত দেন সাবেক এ কূটনীতিক। তিনি বলেন, "ভারতের নীতি হলো প্রতিবেশীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত রয়েছে। সেসব দেশে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বলতে কিছু নেই।"

জামায়াত ইসলামী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'সহায়ক শক্তি' ছিল দাবি করে হর্ষ বর্ধন বলেন, ওই সময় জামায়াত নৃসংসতা চালিয়েছে। যারমধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যাও রয়েছে।

এছাড়া জামায়াতকে মিসরের পুরোনো রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুডের অংশ হিসেবেও অভিহিত করেন হর্ষ। তিনি বলেন, "জামায়াতের হাতে রক্ত রয়েছে এবং তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের অংশ। একই মুসলিম ব্রাদারহুড বাংলাদেশ, মিসর, পাকিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে রয়েছে। আর তারা তাদের অবস্থান কখনো পরিবর্তন করবে না।"

৬৩ বছর বয়সী হর্ষ বর্ধন কোনো প্রমাণ ছাড়া দাবি করেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পাকিস্তনি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের তৎপরতা বেড়েছে।

সূত্র: টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

লন্ডনে মাহফুজ আলমকে ঘিরে আ'লীগের নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক : লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনার শেষে বের হওয়ার সময় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তার গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন বিক্ষোভকারীরা, যদিও সেই গাড়িতে উপদেষ্টা ছিলেন না।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এদিকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার বিকেল চারটায় মাহফুজ আলম ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে (সোয়াস) আয়োজিত এক সেমিনারে যোগ দেন। বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল সোয়াস কর্তৃপক্ষ ও হাইকমিশন।

এতে আরও বলা হয়, এ সময় আওয়ামী লীগের ১৮ জন কর্মী সড়কে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। তবে আগে থেকেই পুলিশি নিরাপত্তা থাকায় উপদেষ্টার গাড়ি কোনো সমস্যায় পড়েনি। অনুষ্ঠান শেষে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম একাধিক গাড়ি নিয়ে সোয়াস ত্যাগ করেন। পরে হাইকমিশনের দুটি খালি গাড়ি বের হওয়ার সময় কয়েকজন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার যেন দিনের আলোয় চুরি - ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের তথ্যচিত্র

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার (২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বা ২৮ লাখ ৫৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা) বাংলাদেশ থেকে লুট হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (এফটি) নতুন একটি তথ্যচিত্রে এ বিষয়টি জানানো হয়েছে।

তথ্যচিত্রের নাম দেওয়া হয়েছেগুবাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলার যেন প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি (বাংলাদেশ্থস মিসিং বিলিয়ন্স, স্টোলেন ইন প্লেইন সাইট)থ মূলত দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার এবং তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নিয়ে তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে তথ্য জোগাড়ের জন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া বিক্ষোভকারী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসা- *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ আফ্রিকায় নিখোঁজ বাংলাদেশির মরদেহ মিলল নিজ দোকানের ফ্রিজে

পরিচয় ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকায় নিখোঁজের তিনদিন পর নিজ দোকানের ফ্রিজ থেকে কাজী মহিউদ্দিন পলাশ (৩৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’

পরিচয় ডেস্ক : ট্যুরিস্ট ভিসায় ঢাকা থেকে ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ) নিয়ে গত জুন মাসে কলম্বো যান সাইফুর রহমান। কলম্বোর বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন লাইনে তিনিসহ আরও ৫ জন বাংলাদেশিকে আলাদা করে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন সেখানকার ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তা। জিজ্ঞাসাবাদের এক ফাঁকে ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা ভিসার অপব্যবহার করছেন, তাই এই জেরা। সাইফুর রহমান জানান, বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছাড়া অন্য কাউকে এমন জেরার মুখে পড়তে হয় না।

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের ইমিগ্রেশনে জেরা করা বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন সেসব দেশে ভ্রমণকারীরা। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা ব্যক্তি, এমনকি ভ্রমণের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা ট্রাভেল ব্লগাররাও পড়েছেন ইমিগ্রেশনের জেরার মুখে। তাই ভ্রমণপ্রেমী কিংবা কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেনড়বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনও দেশের পাসপোর্ট নিয়ে এমন হয়রানির মধ্যে পড়তে হয় না। এমনকি নিয়মিত যারা বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান, তারাও হয়রানির মধ্যে পড়েন।

বিড়ম্বনায় পড়েন ট্রাভেল ব্লগাররাও

জনপ্রিয় ট্রাভেল ব্লগার নাদির নিবরাস সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র সেশেলস ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইমিগ্রেশনে এক অদ্ভুত বিড়ম্বনার মুখোমুখি হন বলে তার ফেসবুক পেজ ‘নাদির অন দ্য গো- বাংলা’-তে প্রকাশ করেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর তিনি লেখেন, ‘অনেক দিন ধরে ভ্রমণ করতে করতে আমি জানি, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে গেলে বাড়তি চেক সব সময়ই থাকে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে সেশেলসে ঢোকার সময় ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো। আমাকে আর আমার স্পেন থেকে আসা এক বন্ধু, যার পরিবারের সবাই স্পেনের বংশোদ্ভূত, তাকে এক ঘণ্টার বেশি আটকানো হলো। ফোন করে সব হোটেল বুকিং চেক করলো। আর শুধু আমার সেশেলস থেকে মাদাগাস্কার যাওয়ার ফ্লাইট থাকাটা তাদের যথেষ্ট মনে হয়নি। মাদাগাস্কার থেকে পরের দেশের ফ্লাইটও সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে হবে বললো। তখনও আমি মরিশাসের ভিসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তাই ওটা ছিল না। বাধ্য হয়ে তখনই মাদাগাস্কার থেকে মরিশাসের একটা টিকিট কিনতে হলো, পরে সেটা ক্যানসেল করতে হয়েছে।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, আরও অদ্ভুত ছিল যে, আমার ওই স্পেনের বন্ধুর সঙ্গেও ঝামেলা করলো। অথচ স্প্যানিশ পাসপোর্ট তো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টগুলোর মধ্যে একটা। আমাদের ফ্লাইটে অন্য স্প্যানিশরা কোনও ঝামেলা ছাড়াই ঢুকে গেলো। কিন্তু সে যেহেতু আমার সঙ্গে ছিল, *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাংলাদেশের পথরেখা নির্ধারণ করবে বললেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

দুই ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব এবং এ সংক্রান্তে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিশন সদস্যরা জানান, খুব শিগগিরই কমিশন তাদের প্রতিবেদন অন্তর্বতীকালীন সরকারের কাছে জমা দিবে। এই বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নিতে আগামী রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবারো বৈঠক করবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটির প্রস্তাবনাগুলোও বৈঠকে তুলে ধরা হয়। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, “বর্তমান

অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধানতম তিনটি মেন্ডেটের অন□্যতম হচ্ছে সংস্কার। তাই নির্বাচন ও বিচারের মতোই সমান গুরুত্ব দিয়ে জুলাই সনদের বিষটিকে দেখতে হবে।”

তিনি বলেন, “আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন শুধুমাত্র একটি সাধারণ নির্বাচনই নয়, এটি হচ্ছে একটি ফাউন্ডেশনাল ইলেকশন যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে আগামীর বাংলাদেশের পথরেখা।”

তিনি বলেন, “তাই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক সংস্কারগুলো চুড়ান্ত করে ফেলতে হবে। একই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের কোন বিকল্প আমাদের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের সামনে কঠিন অঙ্ক

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার চলছে। তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের যে খুব বেশি আলাপ আলোচনা হয়েছে, এমন নয়। বরং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে শীতল সম্পর্কই বারবার সামনে এসেছে।

এই সময়ে বাংলাদেশ ভারতে আশ্রয় নেওয়া তাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাদের কাছে ফেরত পাঠানোর দাবি করেছে, কিন্তু সেই দাবি পূরণে কোনো উৎসাহ দেখায়নি ভারত। আবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার প্রসঙ্গ ভারত একাধিকবার তুলেছে। বাণিজ্য নিয়ে কড়াকড়ি হয়েছে।

আবার অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন তাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতটা ভালো ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে তা

ভারতের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ, ভারত বারবার একটা বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্তর্বতী সরকারের সঙ্গে তারা জরুরি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নয়। তারা মনে করে, অন্তর্বতী সরকার অল্প কিছুদিনের জন্য ক্ষমতায় *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ক্রান্তিকাল চলছে, সিলেটের অনেক চা-বাগান বন্ধ হওয়ার উপক্রম

পরিচয় ডেস্ক : গত কয়েক বছর থেকে দেশের চা-শিল্পে টানাপড়েন চলছে। কৃষিভিত্তিক এই শিল্পটি ইদানীং বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে সঠিক পরিকল্পনা, তদারকি ও পরিচালনার অভাবে। গত বছর দেশে চা-এর উত্পাদন লক্ষ্যমাত্রা ১০৩ মিলিয়ন কেজি ছিল। কিন্তু উত্পাদন হয় ৯৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন কেজি।

অবশ্য তার আগের বছর ২০২৩ সালে চা উত্পাদন হয় ১০২ দশমিক ৯২ মিলিয়ন কেজি। যা ছিল দেশের চা-শিল্পের ইতিহাসে রেকর্ড। ‘চা একটি সংবেদনশীল কৃষি পণ্য। এর জন্য প্রয়োজন সুষম আবহাওয়া। এবারও মৌসুমের প্রথমে খরা দেখা দেওয়ায় উত্পাদন হার হ্রাস পায়। পরে অবশ্য জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত যে বৃষ্টি হয় তাতে পুষিয়ে যেতে পারে,’ এই মন্তব্য করে একাধিক চা-বাগান মালিক বলেন, ‘দেশের চা-বাগানগুলো মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।’

বিগত পাঁচ বছর থেকে আলোচিত সিন্ডিকেটের কারণে নিলাম বাজারে চা-এর ন্যায্যমূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ক্রমাগত লোকসান গুনতে হচ্ছে বাগানগুলোকে। তারা বলেন, ‘চা-বাগানগুলো চিরতরে বন্ধ হওয়ার পথে।’

বাগানগুলোর আর্থিক সংকট দূরীকরণে চার ভাগ থেকে পাঁচ ভাগ হারে ব্যাংক ঋণ প্রদানসহ নানা অসুবিধা দূরীকরণে বাগান মালিকরা চা সংসদদের চেয়ারম্যানের পদক্ষেপ দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তারা চা-শিল্পকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা, সিলেটে একটি নিলাম কেন্দ্র স্থাপন, চা বেশি পরিমাণে রপ্তানি করা, চা-শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগসহ ১২টি প্রস্তাবনা চা-সংসদের চেয়ারম্যান বরাবরে উত্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে তারা উত্তারাঞ্চলে মান নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চা-এর উত্পাদনে চা-এর দরপতনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেছেন চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে।

সিন্ডিকেট :বাগানমালিকরা শঙ্কিত

অন্যদিকে সরকার নিলাম মূল্য প্রতি কেজি চা ২৪৫ টাকা নির্ধারণ করে দিলেও। সিন্ডিকেটের তত্পরতায় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের আগে উপদেষ্টা পরিষদে আসছে ‘রদবদল’, যুক্ত হচ্ছে নতুন মুখ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আগামী এক মাসের মধ্যে বড় ধরনের রদবদল আসছে। সরকারের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন উপদেষ্টাকে তাদের বর্তমান দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে নতুন মুখ যোগ হতে যাচ্ছে। সরকার নির্বাচনের আগে মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের গতি বাড়াতে, বিতর্কিত উপদেষ্টাদের ইমেজ রক্ষা করতে এবং কিছু উপদেষ্টার কাজের চাপ কমাতে এই রদবদলের উদ্যোগ নিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমান সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে ‘ক্লিন ইমেজ’ নিয়ে দায়িত্ব ছাড়তে চায়।

বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদে থাকা ২২ জন সদস্য ৪১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ও শেখ বশিরউদ্দীন তিনটি করে মন্ত্রণালয় সামলাচ্ছেন। ফাওজুল কবির খান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু, এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় দেখছেন। শেখ বশিরউদ্দীন দায়িত্ব পালন করছেন বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩ গুণ বেড়েছে

জানালেন অন্তবর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩০০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, রোড অ্যান্ড বেল্ট ইনিশিয়েটিভ এক্সিবিশনের মধ্য দিয়ে চীন ও বাংলাদেশের যৌথ সক্ষমতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আইডিয়া শেয়ার করার প্ল্যাটফর্ম এই এক্সিবিশন। এর মাধ্যমে ট্রেড ও ইনভেস্টমেন্টের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩০০ শতাংশ বেড়েছে উল্লেখ করে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। উৎপাদন ও প্যাকেজিংয়ে চীনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

চীন ও জাপানের তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, তৈরি পোশাকসহ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ কিন্তু সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে আছে।

সড়ক অবকাঠামো ও পরিবহন সক্ষমতা বাড়াতে চীনের সহযোগিতা চেয়েছেন উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, বছরে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় যে সংখ্যক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ভারত থেকে বাংলাদেশের ২৪৮৫ টন চাল আমদানি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। গত ২১ আগস্ট থেকে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা পর্যন্ত ভারতীয় ৭১টি ট্রাকে ২ হাজার ৪৮৫ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে। তবে চাল আমদানি অব্যাহত থাকলেও দেশের বাজারে দামের কোনো প্রভাব নেই বলে অভিযোগ ক্রেতাদের।

আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাজী মুছা করিম অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী আব্দুস সামাদ জানান, বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দেশে চাল আমদানি করা হচ্ছে। ভারত থেকে চাল আসা শুরু হওয়ায় পাইকারি ও খুচরা বাজারে কিছুটা দাম কমেছে। আমদানি অব্যাহত থাকলে দাম আরও কমবে। তারা সরকারের কাছে চাল আমদানি অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

ক্রেতা দিনমজুর হাসন আলী জানান, চাল আমদানি হলেও খুচরা বাজারে আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে। আমরা নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ। অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে পারলেও চাল কিনতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, দুই সপ্তাহে ৭১ ট্রাকে মোট ২ হাজার ৪৮৫ টন চাল ভারত থেকে আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে ২১ আগস্ট ৯টি ট্রাকে ৩১৫ টন, ২৪ আগস্ট ৬ ট্রাকে ২১০ টন, ২৭ আগস্ট দুটি চালানে ১২ ট্রাকে ৪২০ টন, ২৮ আগস্ট ৩ ট্রাকে ১০৫ টন, ৩১ আগস্ট ৬ ট্রাকে ২১০ টন, ১ সেপ্টেম্বর ১২ ট্রাকে ৪২০ টন, ২ সেপ্টেম্বর ১৪ ট্রাকে ৪৯০ টন, ৩ সেপ্টেম্বর ৩ ট্রাকে ১০৫ টন এবং সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা পর্যন্ত ৬ ট্রাকে ২১০ টন চাল বেনাপোল বন্দরের ৩১ নম্বর ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করে। এসব চালের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঊষা ট্রেডিং, মেসার্স মৌসুমী ট্রেডার্স, মেসার্স *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত বেকার বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক : বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত বাংলাদেশ। বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৮ লাখ ৮৫ হাজারই স্নাতক ডিগ্রিধারী। অর্থাৎ প্রতি তিনজন বেকারের একজন উচ্চশিক্ষিত। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে মোট বেকার ২৬ লাখ ২৪ হাজার মানুষ– যার মধ্যে ৮ লাখ ২৪ হাজার নারী এবং ১৮ লাখ পুরুষ রয়েছেন। বিভাগভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বেকার ঢাকা বিভাগে ৬ লাখ ৮৭ হাজার জন। এরপর চট্টগ্রামে ৫ লাখ ৮৪ হাজার এবং রাজশাহীতে ৩ লাখ ৫৭ হাজার বেকার রয়েছে। খুলনায় বেকারের সংখ্যা ৩ লাখ ৩১ হাজার, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের পর কানাডার বাজারে বাংলাদেশের রেনাটার ওষুধ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রেনাটা পিএলসির ওষুধ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজারজাতকরণ হচ্ছে। এবার কানাডার বাজারে প্রথমবারের মতো ওষুধ বাণিজ্যিকীকরণ করতে যাচ্ছে কোম্পানিটি। এরই মধ্যে একটি ওষুধের দুটি ভ্যারিয়েন্ট দেশটির বাজারে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে রেনাটা।

তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটি কানাডার বাজারে ডেসোজেস্ট্রেল দশমিক ১৫ মিলিগ্রাম এবং ইথিনাইল এস্ট্রাডিওল দশমিক শূণ্য ৩ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট বাণিজ্যিকীকরণ শুরু করেছে। কানাডিয়ান জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অ্যাম্বিকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ইনকর্পোরেটেডের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে 'মাইলি ২১' এবং 'মাইলি ২৮' ব্র্যান্ড নামে ওষুধ দুটি বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে রেনাটা লিমিটেডের কোম্পানি সচিব মো. জুবাইয়ের আলম ঢাকা পোস্টকে বলেন, 'আমরা এই ওষুধের মাধ্যমে কানাডার বাজারে প্রথম প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এটি নারীদের গর্ভনিরোধক ওষুধ, যা বাংলাদেশের বাজারেও আমরা বিক্রি করছি। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এটি কাউকে ২১ দিনের জন্য এবং কাউকে ২৮ দিনের জন্য দেওয়া হয়। কানাডার বাজারে আমাদের দুটি ভ্যারিয়েন্টেই বাজারজাতকরণ করা হবে।'

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের বাজারে ফ্লুড্রোকোর্টিসোন দশমিক ১ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট বাণিজ্যিকীকরণ শুরু করেছে রেনাটা। ফ্লুড্রোকোর্টিসোন দশমিক ১ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট প্রাথমিক অ্যাডিসন রোগ এবং লবণ-হ্রাসকারী অ্যাড্রেনোজেনিটাল সিন্ড্রোমের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্যের ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা পণ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ইউকে এমএইআরএ) কর্তৃক রেনাটার ওষুধটি শক্তিশালী পণ্য হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। যা রেনাটা (ইউকে) লিমিটেডের অধীনে দেশটিতে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাজ্যের বাজারে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছে ১২০০ টন ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক : আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ১ হাজার ২০০ টন ইলিশ মাছ শর্তসাপেক্ষে রপ্তানির নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২.৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রতি বছরের মতো চলতি বছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে শর্তসাপেক্ষে রপ্তানির জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগ্রহী রপ্তানিকারকদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের (বিকেল *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের পর নেপালে সরকার পতন : ফের অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারত

পরিচয় ডেস্ক : বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের প্রতিবেশীদের মধ্যে তৃতীয় দেশ হিসেবে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতন হয়েছে নেপালে। দেশটিতে গত সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শুরু হওয়া জেন-জি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে অন্তত ২৯ জন নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেন।

মূলত নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তরুণেরা এই আন্দোলন শুরু করেন। পরে তা খুব দ্রুতই সরকারের নেতাদের সন্তানদের বিলাসী ও তাঁদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। পুলিশ গুলি চালালে আন্দোলন সহিংসতায় পরিণত হয়। তরুণেরা দেশটির পার্লামেন্ট ও রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে আগুন দেন ও ভাঙচুর চালান। সরকার পতনের পর সেনাবাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয়, কারফিউ জারি করে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনেকে মনে করছেন, কাঠমান্ডুতে যা ঘটেছে, তা মূলত গত বছর বাংলাদেশে ও ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হলেও নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা অন্য মাত্রায়। বিশেষ করে, দুই দেশের জনগণের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের আলোকে এটাকে আলাদা করেই দেখতে হয়। ভারতের পাঁচ রাজ্যড়উত্তরাখন্ড, উত্তর প্রদেশ, সিকিম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের ১ হাজার ৭৫০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। নেপালে চলমান অস্থিরতার কারণে দিল্লি সীমান্তের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এমনকি নেপালে আন্দোলন শুরু হওয়ার পরপরই গত মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদি প্রতিক্রিয়া জানান। এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে মোদি বলেন, 'নেপালের সহিংসতার ঘটনা হৃদয়বিদারক। তরুণদের প্রাণহানিতে আমি বেদনাতুর।' মোদি জোর দিয়ে বলেন, 'নেপালের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' এ সময় তিনি নেপালিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমার নেপালি ভাই-বোনেরা, আপনারা শান্তির পক্ষে থাকুন।' ওই দিনই নেপাল পরিস্থিতি আলোচনা *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ধাক্কায় হতভম্ব মোদি যে কঠিন শিক্ষা নিচ্ছেন

মুকুল কেশবন : ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ভারতের শাসকশ্রেণি ভেতরে-ভেতরে খুশিই হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে প্রকাশ্যে ও আড়ালে 'কিং ডোনাল্ড'-কে খুশি করার চেষ্টা করতেন, তাতে মনে হয়েছিল, এই দুই ডানপন্থী 'দানবের' মধ্যে বিশেষ রসায়ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প যখন শুল্ককে অস্ত্র বানিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও ভূরাজনীতিকে নতুনভাবে সাজাতে শুরু করলেন, তখন ভারত বেকায়দায় পড়ে। ভারত ব্যতিব্যস্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

কাতারে হামলার পর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করছে কানাডা জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিতা আনন্দ

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করছে কানাডা। কাতারে হামাসের নেতাদের ওপর হামলার পর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিতা আনন্দ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন। তাঁর এই মন্তব্য ইসরায়েলি সরকারের ওপর কানাডার নতুন অসন্তোষের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আনিতা আনন্দ বলেন, কাতারে ইসরায়েলের এ হামলাকে তাঁর দেশ অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, বিশেষ করে যেখানে কাতার মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কানাডার এডমনটনে অনুষ্ঠিত ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির বৈঠকের এক ফাঁকে সাংবাদিকেরা আনিতাকে প্রশ্ন করেন, এই ইস্যুতে কানাডা কি ইউরোপীয় কমিশনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করছি।'

এর আগে বুধবার ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন ইসরায়েলে সহায়তা বন্ধ এবং দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেন।

ইসরায়েলের ওপর কানাডাও কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কথা ভাবছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আনিতা আনন্দ বলেন, 'আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো পুনর্মূল্যায়নের ধারা বজায় রাখব।' *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এই শাবানা মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন শাবানা মাহমুদ। তিনি দেশটির অভিবাসনসংক্রান্ত নীতিমালা, শরণার্থী, পুলিশ এবং জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জনমত জরিপে যখন ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির ক্রমাগত উত্থান হচ্ছে, তখনই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে এমন পরিবর্তন আনা হয়।

এর আগে যুক্তরাজ্যের আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শাবানা মাহমুদ। উপপ্রধানমন্ত্রী *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এবার উত্তাল ফ্রান্সে ২ লাখ মানুষের বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর

পরিচয় ডেস্ক : পুরো ফ্রান্স গত বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনভর বিক্ষোভে উত্তাল ছিল। ২ লাখের বেশি বিক্ষোভকারী মহাসড়ক অবরোধ করে, ব্যারিকেডে আগুন ধরিয়ে এবং পুলিশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাদের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ, রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি এবং সরকারের কঠোর ব্যয় সংকোচন পরিকল্পনা।

অস্থিরতা মোকাবিলায় দেশজুড়ে ৮০ হাজারেরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা ব্যারিকেড বসিয়ে এবং পানি ছিটিয়ে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। রাজধানী প্যারিসে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ পুলিশ কয়েকবার টিয়ারগ্যাস *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

NEW YORK
Fashion
HOUSE
GRAND
Opening
PRESENTING OUR HONORABLE GUEST
Rituparna Sengupta
15th September 2025
MONDAY, 06:00 PM ONWARDS
NEW YORK FASHION HOUSE
72-28 Broadway, 2nd Floor, Jackson Height NY11372
Contact No: 3474486886

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথাটি বারবার নানাভাবে আসে এবং আসবেই। কারণ তা ছিল কঠিন দুঃসময়। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ বিপদে ছিলাম। প্রত্যেকটি দিন, প্রতিটি রাত, এমনকি মুহূর্তও ছিল মহা আতঙ্কের। মুখ্যত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েই ভাবতাম। বড়জোর আপনজনদের বিষয়ে। এর মধ্যেও আমরা ব্যস্ত ছিলাম। খবরের আদানপ্রদান করি, কোথায় কী ঘটছে জানতে চাই, রেডিও শুনি, মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করি। আর যারা যুদ্ধে ছিলেন, তাদের তো মরণপণ অবস্থা। আমাদের সবার জন্য কাজ ছিল। বিপদ আমাদের তাড়া করছিল; কিন্তু স্বপ্নও ছিল। সামনে একটি স্বপ্ন ছিল। সমষ্টিগত এবং মস্ত বড় স্বপ্ন। আমরা আশা করতাম হানাদারদের তাড়িয়ে দেব, আমরা মুক্ত হব আর সেই লক্ষ্যে আমরা কাজও করতাম। যে যেভাবে পারি কাজ করতে চাইতাম।

ওই যে চিন্তাভাবনা করা, স্বপ্ন দেখা, দুঃস্বপ্নে শিউরে ওঠা- এসব এখনো চলছে। কিন্তু সমষ্টিগত স্বপ্নটি এখন আর যেন নেই। সবার মুক্তির কথা এখন আর ভাবা হয় না। ব্যস্ত সবাই নিজেরটি নিয়ে। আমার কী হলো, আমি কী পেলাম- হিসাব এখন সেটিরই। একাত্তরেও নিজের কথা কেউ ভাবত না, তা তো নয়। অবশ্যই ভাবত; কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের কালে এটি জানা ছিল আমাদের, আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি সবার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। দেশকে যদি হানাদারমুক্ত না করা যায় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ-ই বাঁচব না। তাই বাঁচার লড়াইটি সর্বজনীন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই যে এক জায়গায় ছিলাম তা তো নয়। দেশের ভিতরে ছিলাম। ছিলাম আমরা দেশের বাইরে। কিন্তু যেখানেই থাকি, চিন্তা ছিল ওই একটিই। কবে মুক্ত হবে এবং কীভাবে তাড়ানো যাবে হানাদার পাকিস্তানি নরঘাতকদের।

তারপর কী ঘটল? বিজয়ের পর আমাদের অভিজ্ঞতাটি কী? তা একেবারেই ভিন্ন রকমের। দেখা গেল, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমাদের স্বপ্নগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। আমাদের হাতে সময় নেই সমষ্টিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার। অথচ সমষ্টিগত কাজ কত পড়ে রয়েছে! আমাদের দরকার দারিদ্র্য দূর করা। চাই শিল্পে বিনিয়োগ। প্রয়োজন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া। শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এগুলো সবাই মিলে করার কাজ। কারও একার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়; কিন্তু সবাই যে মিলিতভাবে এসব কাজ করব তা-তো হচ্ছে না। যা করার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে করছি।

সবাই মিলে করব এমনটা কেন হচ্ছে না তা ভেবে দেখার মতো। ভাবতে গেলে মনে হয় কূলকিনারা নেই। আমরা দোষ দিই রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু দেশটি যে স্বাধীন হয়েছে তা তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই। মুক্তির যে আন্দোলন, তাকে তারাই গড়ে তুলেছেন। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন- যা করার রাজনীতির লোকজনই করেছেন। তবে তারা যে আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবেন তা করতে পারেননি। একটি সীমা পর্যন্ত এগিয়েছেন, তারপর তাদের যাত্রা শেষ।

হ্যাঁ, রাষ্ট্র বদল হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে যে রাষ্ট্রের অধীনে আমরা বসবাস করতাম, তা ছিল অনেক বড়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আয়তন আমরা ছোট করলাম। বাংলাদেশ একসময়ের তুলনায় আরও ক্ষুদ্রকার একটি রাষ্ট্র বটে। এ রাষ্ট্র নতুন; কিন্তু কতটা নতুন? বড় সমস্যাটা ওইখানেই। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবিদের শাসনাধীন যে রাষ্ট্র ছিল, সেই রাষ্ট্রের কাঠামো এবং চরিত্র যেমন ছিল আমলাতান্ত্রিক, স্বাধীন বাংলাদেশও সেই রকমেরই আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে। বদলায়নি। সেই একই আইন-আদালত, নিয়মকানুন, প্রশাসন, বিভিন্ন রকমের বাহিনী এখনো রয়ে গেছে।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা থাকে সরকারি আমলাদের হাতে। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলারাই ছিল সর্বেসর্বা। পাকিস্তান আমলেও আমলারাই রাষ্ট্র শাসন করেছে এবং তাদের সামরিক আমলারাই পূর্ববঙ্গে গণহত্যা ঘটিয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা বারবার সামরিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জরুরি অবস্থা, অন্তর্বর্তী সরকার ইত্যাদি পেয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশ শাসন করেছেন বলে মনে হয়েছে, তখনো ক্ষমতার চাবিকাঠি আমলাদের হাতেই ছিল। অসাংবিধানিক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হয় না, হওয়ার উপায় নেই। গণতন্ত্রের জন্য চাই জবাবদিহি। আমলাতন্ত্রের জন্য কোনো জবাবদিহির বালাই থাকে না। গণতন্ত্রে ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব ক্ষমতা চলে যায় কেন্দ্রে। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

প্রকৃত বন্ধু আসলে কে?

ড. জেসান আরা

বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে, 'সঙ্গী মন্দ, সর্বনাশ অনন্ত'। অর্থাৎ, খারাপ বন্ধুর সঙ্গে চললে জীবনে সর্বনাশ নেমে আসে। মানুষের চরিত্র, চিন্তাধারা ও জীবনের গতিপথ অনেকাংশেই তার সঙ্গী দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন ভালো সঙ্গ আমাদের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, তেমনি মন্দ সঙ্গ আমাদের অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়।

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, বন্ধু হলো সামাজিক সমর্থনের অন্যতম প্রধান উৎস। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব যদি হয় সুযোগসন্ধানী বা স্বার্থপর, তবে তা মানসিক আঘাত ও একাকীত্ব সৃষ্টি করে। বাংলার লোকজ সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ধর্মীয় শিক্ষায়ও খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কারণ প্রকৃত বন্ধু দুঃসময়ে সমর্থন দেয়, আর মন্দ বন্ধু শুধু সুবিধার সময় পাশে আসে। তাই খারাপ বন্ধু চেনা এবং সঠিক বন্ধুত্ব নির্বাচন করা জীবনের মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুখের সময়ে চারপাশে অনেক মানুষকে কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃসময়ে যারা পাশে থাকে তারাই প্রকৃত বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বিপদের সময়ে বন্ধুত্বের গুরুত্ব:

মানুষ যখন কষ্টে থাকে, যেমন অর্থনৈতিক সংকট, শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক চাপ বা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত, তখন বন্ধুর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সত্যিকারের বন্ধুরা তখন শুধু সান্ত্বনাই দেয় না, বাস্তবে সাহায্যও করে, যেমন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে পাশে দাঁড়ানো, মানসিক সমস্যায় পাশে বসে শোনা, আর্থিক কষ্টে সামান্য সহায়তা দেওয়া, পরিবারে সংকট এলে মনোবল জোগানো।

এসব ছোট ছোট সহায়তাই কঠিন সময়কে সহনীয় করে তোলে। আর যে বন্ধুরা শুধু আনন্দের সময় পাশে থাকে কিন্তু কষ্টের সময় অদৃশ্য হয়ে যায়, তাদের প্রকৃত বন্ধুর তালিকায় রাখা যায় না। আমাদের সমাজে নানা সংকটের সময় বন্ধুত্বের আসল পরীক্ষা হয়।

অর্থনৈতিক সংকট: ঢাকা শহরে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী চাকরি হারানোর পর ভাড়া ও খাবারের টাকাও জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিল। সে সময় যাদের সাথে আড্ডা দিত তারা দূরে সরে যায়, কিন্তু শৈশবের এক বন্ধু নিজের সামান্য আয় থেকেও তাকে কয়েক মাস সহায়তা করে। এখানেই প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রকাশ পায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: গ্রামীণ এলাকায় বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রতিবেশী কিংবা বন্ধুরাই প্রথমে সাহায্যের হাত বাড়ায়। কেউ খাবার দেয়, কেউ আশ্রয় দেয়। বিপদ সামলাতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এই বন্ধুরাই।

স্বাস্থ্য সংকট: একজন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হলে অনেক আত্মীয়ও আসতে চায় না, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু রাত জেগে সেবা করে। এই আচরণই বন্ধুত্বের আসল প্রমাণ।

সুযোগসন্ধানী বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য:

আমাদের জীবনে এমন অনেক মানুষ থাকে যারা কেবল নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাছে আসে। এরা মূলত সুযোগসন্ধানী। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এদের বলা যায় রহংঃৎঁসবহঃধষ ভৎরবহফং, অর্থাৎ যাদের সম্পর্ক কেবল নির্দিষ্ট সুবিধার জন্য। যেমনড়

১. চাকরিতে পদোন্নতি হলে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু চাকরি হারালে পাশে দাঁড়ায় না। সুখবর শুনে হাততালি দেয়, কিন্তু কষ্টের সময় সরে যায়।

২. টাকার প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করে, কিন্তু বিপদের সময় সাহায্য করতে চায় না। সম্পর্ককে শুধু স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে।

৩. নিজের সমস্যার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে, কিন্তু অন্যের কষ্ট শোনে না। একতরফা সম্পর্ক তৈরি করে যেখানে সহানুভূতির অভাব থাকে।

৪. অসুস্থ হলে খোঁজ নেয় না, কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান বা আনন্দক্ষণে সবসময় উপস্থিত থাকে। দুঃসময়ের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না।

৫. গোপন কথা শোনে কিন্তু পরে অন্যের সামনে ফাঁস করে দেয়। বিশ্বাস ভঙ্গ করে, যা প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিপন্থি।

৬. সুবিধা থাকলে কাছে আসে, কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। কেবল নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে বন্ধুত্বকে ব্যবহার করে।

৭. সরাসরি সাহায্য না করে আড়ালে সমালোচনা করে। দুঃসময়ে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে কষ্ট বাড়ায়। আবার পরিস্থিতি ভালো হলে হাসিমুখে ফিরে আসে।

৮. বিপদের সময় দেখা হলেও সালাম দেয় না। আমাদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

অবিশ্বাসের সংস্কৃতিতে বসবাস

সেলিম জাহান

আমাদের ছোটবেলার পৃথিবীটা ছিল বিশ্বাস ও আস্থার। বিশ্বাস ছিল মা-বাবা, ভাইবোন আর আত্মীয়স্বজনের ওপরে; সে আত্মীয়তা যত দূরেরই হোক না কেন। বিশ্বাস ছিল পাড়াপড়শি, মহল্লার বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োকনিষ্ঠদের ওপরে। আজ বললে হয়তো বিশ্বাস হবে না, আমরা অচেনা মানুষকেও বিশ্বাস করতাম। সেসব আস্থার মূলে ছিল আরও এক গভীরতম বিশ্বাস মমতার, সহমর্মিতার, যূথবদ্ধতার। অকারণে কেউ অমঙ্গল কামনা করবে না, ক্ষতি করবে না এই আস্থার।

সমাজে সেই আস্থার জায়গাটি ছিল গভীর, ব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত। পরিবারের সবার প্রতি আমাদের আস্থা রাখতাম। অবিমিশ্র আস্থা ছিল বন্ধুত্বের ওপরে; অটল আস্থা ছিল শিক্ষকদের প্রতি। ছোটদের আস্থা ছিল বড়দের প্রতি; অনুসারীদের আস্থা ছিল নেতার প্রতি; সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল শিক্ষিত সমাজের মানুষের প্রতি। এ জাতীয় বিশ্বাস আর আস্থা ছিল সামাজিক সংহতি ও বন্ধনের মূল ভিত্তি। সামাজিক সেই

চিরায়ত বিশ্বাস আর আস্থার কারণেই সমাজে নিরাপত্তার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। শিশু-নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হতে হতো না; ধর্মীয় সম্প্রীতি হুমকির মুখে পড়ত না।

সমাজে এমনতর বিশ্বাস আর আস্থার কারণে গড়ে উঠেছিল মানুষের প্রতি সম্মান আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। বয়োজ্যেষ্ঠরা শ্রদ্ধা পেতেন বয়োকনিষ্ঠদের কাছ থেকে। বয়োকনিষ্ঠরা স্নেহ পেত বড়দের কাছ থেকে। শিক্ষার্থীরা প্রভূত সম্মান করত শিক্ষকদের। সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত লেখাপড়া জানা মানুষদের। পারস্পরিক সম্মান আর শ্রদ্ধার কারণে মানুষ তার কথা, ভাষায় শালীনতা বজায় রাখত। বজায় রাখত মূল্যবোধের কিছু সীমারেখা।

এর মানে কি উপর্যুক্ত আঙ্গিকে কোনো রকমের ব্যত্যয় ছিল না? অবশ্যই ছিল। কোথাও কোথাও অবিশ্বাস আর অনাস্থা ছিল। কখনও কখনও নিরাপত্তাহীনতারও উদ্ভব হতো। কিন্তু তেমন ঘটনা ছিল স্বল্প এবং ব্যতিক্রমী। তেমন ঘটনায় মানুষ ধিক্কার দিত, যারা তেমন অনভিপ্রেত ঘটনার শিকার তাদের রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং দুর্বৃত্তদের শাস্তি দিত।

আজকে আমাদের এই জগতের চালচিত্র বদলে গেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গড়ে উঠেছে 'অবিশ্বাসের সংস্কৃতি'। পরিবারের মধ্যে একে অন্যকে বিশ্বাস করে না। যে ভাইবোন মমতা আর ভালোবাসায় ছেলেবেলা কাটিয়েছে, তারাই সম্পত্তির লোভে একে অন্যকে অবিশ্বাস করে; সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আজকের বাংলাদেশে পারিবারিক সম্পত্তির অংশ নিয়ে অবিশ্বাস আর কলহ সমাজের নানান স্তরে ব্যাপ্ত।

আমরা পড়শিদের বিশ্বাস করি না; অনেক সময় তাদের নামও জানি না, চেনা তো দূরের কথা। আমরা আর পাড়াতুতো অভিভাবকত্বে বিশ্বাস করি না। সে দায়িত্ব কেউ নিতে চাইলে আমরা তাঁকে সোজা করে দিই।

কাজের জায়গায় আমরা সহকর্মীদের বিশ্বাস করি না। ধারণা করি, আমাদের ল্যাং মেরে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত।

আমরা রাজনীতিতে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমরা আস্থাহীন সরকার ও রাজনীতিবিদদের প্রতি। সাধারণ মানুষ বহু আগেই আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছে লেখাপড়া জানা মানুষের প্রতি। তিরোহিত আজ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান। তাদের ওপর চড়াও হওয়া, চড়-চাপড় মারা, নির্যাতনে বয়োকনিষ্ঠদের আজ আর আটকাচ্ছে না। 'বেয়াদবি' আজ গ্রহণযোগ্য ভাষা। বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে 'শিষ্টাচার' আজ অচেনা মূল্যবোধ। অসম্মান, অপমানের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা। তাদের নানান নির্যাতন, হেনস্তার খবরে সংবাদপত্র ও সামাজিক মাধ্যম ভরপুর। শিক্ষকদের ন্যূনতম সম্মান ও আস্থার জায়গাটি শিক্ষকরা চিরায়ত কাল ধরে অর্জন করেছিলেন, তা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। কোনো ব্যাপারেই শিক্ষার্থীরা আজ আস্থা রাখতে পারছে না শিক্ষকদের ওপর।

অবিশ্বাস এবং অনাস্থার এই সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে বহু অর্গল খুলে দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে ভাষা। ভাষা ব্যবহার লেখা এবং কথায় কোনো সীমারেখা নেই, কোনো শালীনতা নেই, কোনো বাছবিচার নেই। শিক্ষিত বিদগ্ধ মানুষেরা, শিক্ষার্থীরা যেসব শব্দ, বাক্য ব্যবহার করছেন, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। সভ্যতা-ভব্যতা বলে সেখানে কিছু নেই। সবকিছুই সেখানে চলে। পুরো আঙ্গিক, পরিবেশ একটি বিষাক্ত বলয় সৃষ্টি করেছে, যেখানে অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং আঘাত-প্রত্যাঘাত হয়ে দাঁড়িয়েছে মৌলিক খুঁটি।

এই অবিশ্বাস ও অনাস্থার জগৎ গড়ে উঠেছে নানান *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জেন-জির অভ্যুত্থান : শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশের পর নেপাল, তারপর?

তুহিন তৌহিদ

২০১১ সালের ৪ জানুয়ারির কথা। উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার তরুণ সবজি বিক্রেতা মোহাম্মদ বুয়াজিজি নিদারুণ অর্থকষ্টে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতির পথ বেছে নেন। তাঁর এ আগুন আরববিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশে দেশে শুরু হয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। এসব বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তরুণ। এর নামকরণ হয় আরব বসন্ত।

কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় যেন সেই আদলেই বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। ধরনটা একটু ভিন্ন হলেও মিল অনেক। উভয় বিক্ষোভের কেন্দ্রে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরোধিতা। দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিক্ষোভ একসঙ্গে সব দেশে হচ্ছে না। ধারাবাহিকভাবে ঘটছে। একের পর এক দেশে আন্দোলনে পতন হচ্ছে নিপীড়ক শাসকদের। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যারা, তাদের প্রায় সবার বয়স ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

তারা জেন-জি। তাদের আন্দোলন দেশে দেশে হলেও কিছু বিষয় একই রকম। সেটা হোক শ্রীলঙ্কা, হোক বাংলাদেশ বা নেপাল। তাদের আন্দোলন প্রচলিত রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে। যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বৈষম্যে পূর্ণ; স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অর্থ পাচার, অভিজাততন্ত্র, অনিয়ম যেখানে সাধারণ বিষয়।

নেপালে গতকাল মঙ্গলবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি জেন-জির বিক্ষোভের মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আগের দিন সোমবার ১৯ জনকে গুলি করে হত্যা করে নিরাপত্তা বাহিনী। কিন্তু তা বিক্ষোভকে আরও বেশি উস্কে দেয়। আন্দোলনকারীরা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েন। যথারীতি নেপালের মন্ত্রীদের আবাসিক এলাকায় হামলা হয়, যেমনটা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। দেশটির সেনাসদস্যরা হেলিকপ্টার দিয়ে মন্ত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কাঠমান্ডুর ২৭ বছর বয়সী স্নাতকোত্তরের ছাত্র আয়ুশ বাসিয়াল আল জাজিরাকে বলেন, এটি অভূতপূর্ব ঘটনা। স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তিনি জানান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় বিক্ষোভে কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের পতনের ঘটনায় উদ্বুদ্ধ।

বাংলাদেশে ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানে এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুণীসহ দমনপীড়ন উপেক্ষা করে লাখ লাখ সাধারণ মানুষ সরকারবিরোধী বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। এতে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শাসকরা। তবে বাংলাদেশের মতো নেপালে হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়া, ব্যাপক হারে গুলি চালিয়ে নাগরিকদের হত্যার ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশে দেড় হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। পঙ্গু হয়েছে অন্তত ১০ হাজার মানুষ। তবে দুই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো একই রকমু বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অর্থ পাচার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

সর্বশেষ যে বিষয়ে নিয়ে আন্দোলন হয়, সেটা ছিল ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া। কার্যত এটা ছিল দৃশ্যমান দিক। নেপালের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে আগ্নেয়গিরির মতো দানা বাঁধছিল ক্ষোভের আগুন। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। সেখানকার তরুণদের অভিযোগ, রাজনীতিকদের সন্তানরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন, আর তারা বিশ্ববদ্যালয়ে পড়ার খরচ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন।

কার্যত নতুন এ প্রজন্ম, যাকে আমরা জেন-জি বলছি, বিভিন্ন দেশে প্রচল যে তাদের সম্পর্কে শাসক শ্রেণির স্পষ্ট ধারণা নেই। এ শাসক শ্রেণি কপট ও গিরগিটির মতো রং পরিবর্তনকারী। ধমক দিলে লেজ গুটিয়ে পালায়। এ কারণে ক্ষমতায় থাকাকালে তারা কপটতা ও ধমক দেওয়ার মতো অস্ত্রই ব্যবহার করে। তারা হত্যা-খুনের মাধ্যমে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। জেন-জির ক্ষেত্রে এটা কার্যকর হয় না। বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কায় হয়নি। নেপালেও না। এরা অনমনীয়; জেদে অটল; আবেগপ্রবণ ও অন্যায়ে সোচ্চার।

দক্ষিণ এশিয়ায় একে একে পরিবর্তন আসছে। শ্রীলঙ্কায় নতুন সরকার এসেছে। বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটলে অন্তর্বর্তী সরকার নতুন নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে। নেপালেও নতুন সরকার আসবে। আর নতুন মানেই সম্ভাবনা।

এ অঞ্চলে পরিবর্তনগুলো ঘটছে বৃহৎ দেশ ভারতের চারপাশে। দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে শাসন করছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এ সরকারের জনপ্রিয়তায়ও ধস নেমেছে বলে জানা যায়। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

খালি পেটে উপকারী পানীয়

পরিচয় ডেস্ক : সারাদিন সজীব থাকতে সকালে সঠিক খাবার ও পানীয় বাছাই করা জরুরি। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পান করা দারুণ অভ্যাস। তবে এ পানির সঙ্গে অন্য উপাদান মিশিয়ে নিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।এতে পানির উপকারিতার সঙ্গে যোগ হয় মেশানো উপকরণের গুণ।

আদা পানি : আদায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান হজমশক্তি বাড়ায়, গ্যাস ও বদহজম কমায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। উপাদানটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার পাশাপাশি ব্যথা উপশমে সহায়তা করে। আদা পানি প্রাকৃতিকভাবে শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে।

পানীয়টি তৈরি করতে এক খন্ড আদা ছুলে ধুয়ে নিন। চার কাপ পানি ফুটতে দিন। পানি ফুটে উঠলে আদা ছেঁচে পানিতে দিন। ১০ মিনিট ফোটান। এবার পানিটা ছেঁকে পান করুন। চাইলে এর সঙ্গে মধু বা লেবুর রস মিলিয়েও পান করতে পারেন।

লেবু পানি : লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড পিত্তরস উৎপাদনে সাহায্য করে, যা খাবার সঠিকভাবে হজম করতে এবং গ্যাস, বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করতে সহায়ক। এছাড়া, প্রস্রাবের অম্লত্ব কমিয়ে কিডনি পাথর প্রতিরোধে সাহায্য করে। লেবুর ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও টানটান রাখতে সাহায্য করে। লেবু পানি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে।

সকালে হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করা যেতে পারে। তবে যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে তাদের এ পানীয়টি এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ।

মেথি পানি : মেথিতে থাকা ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। সেইসঙ্গে অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা, ও কোষ্ঠকাঠিন্যর মতো হজমের নানা সমস্যা দূর করে। মেথি বীজে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে যা রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল ও শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া মেথি ত্বক ও চুলের জন্য খুব উপকারী। এটি গরমজনিত ত্বকের সমস্যা, যেমন - ঘা, ফোড়া, খুশকি ও ব্রণ দূর করতে সাহায্য করে। নিয়মিত মেথি ভেজানো পানি খেলে শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত হয়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

দুই চা চামচ পরিমাণ মেথি ভালো করে ধুয়ে সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে পানিটা খেতে হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে মেথি পানি খাওয়া ভালো।

ভাত খাওয়ার আগে সালাদ খাওয়া স্বাস্থ্যকর

পরিচয় ডেস্ক : দুপুরে খাবার মানেই সবার আগে মাথায় আসে ভাতের কথা। আর দুপুরে ভাত না হলেই চলেই না। তবে এই ভাত কিংবা কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার ব্যাপারেই বারবার সতর্ক করেন পুষ্টিবিদরা। তবে কার্বোহাইড্রেট একেবারে বন্ধ করে দেওয়াও মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। খেতে হবে বুঝেশুনে। তবে খেতে বসলেই তো সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। থালাভর্তি ভাতের সঙ্গে অল্প সবজি, ডাল আর বেশি করে মাছ-মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে অনেকেরই। পুষ্টিবিদরা মনে করেন প্রতিদিনের ডায়েটে ভারী খাবারের সঙ্গে ছোট এক বাটি সালাদ রাখা খুব জরুরি। অনেকেই ভাত-মাছের সঙ্গেই সালাদ খান। অনেকের ধারণা, এক বাটি সালাদ কিংবা সবজি, মূল খাবারের ঠিক আগে খেয়ে নেওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। এই ধারণা কতটুকু সঠিক? এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, ‘খাবার আগে সালাদ খাওয়া ভীষণ স্বাস্থ্যকর। সালাদে ক্যালরির মাত্রা কম থাকে, অথচ ফাইবার থাকে ভরপুর মাত্রায়, তাই সহজেই পেট ভরে যায়। ভাত কিংবা ফ্যাট জাতীয় কোনো খাবার খুব বেশি খেতে ইচ্ছে করে না।’ খাবারের সঙ্গে অনেকেই সালাদ খেয়ে থাকেন, তবে খাওয়ার আগে সালাদ খাওয়ার অভ্যাস করলে কিন্তু শরীরের পক্ষে বেশ ভাল। এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা বলেন, ‘যাঁরা ওজন ঝরাতে চান, তাদের জন্য খাবার আগে সালাদ কিংবা এক বাটি তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটি খুব জরুরি। ফাইবার সহজেই পেট ভরিয়ে দেয়। ফলে, আপনি যেখানে ৭০ গ্রাম ভাত খেতেন, বেশি করে সবজি পেটে খাওয়ার পর আপনি ৫০ গ্রামের বেশি খেতে পারবেন না। ফলে কার্বোহাইড্রেট কম খাওয়া হবে।’

সন্ধ্যার শিঙাড়া-চপঃ স্বাস্থ্যের জন্য লুকানো বিপদ

পরিচয় ডেস্ক : সন্ধ্যার পর শিঙাড়া, চপ বা অন্য ভাজাভুজি খাওয়া অনেকেরই প্রিয়। দিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে চায়ের সঙ্গে এ নাশতা হিসেবে এ ধরনের খাবার খাওয়া স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে চিকিৎসকেরা সতর্ক করছেন, সন্ধ্যার পরে ভারি, তেল-মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

গবেষণায় দেখা গেছে, সন্ধ্যার পরে এ ধরনের খাবার খেলে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। পাকস্থলী পুরোপুরি খাবার হজম করতে পারে না, ফলে পেট ফোলা, অম্বল, বমি-বমি ভাবের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষত ডুবো তেলে ভাজা শিঙাড়া ও চপে থাকা ট্রান্স ফ্যাট দীর্ঘ সময় খেলে স্থূলতা, আলসার এবং হজমজনিত সমস্যার সম্ভাবনা বাড়ে।

চিকিৎসকরা আরো বলছেন, সন্ধ্যার পরে এসব খাবার খেলে হার্টের সমস্যার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের একাধিক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, সপ্তাহে মাত্র ১৫০ গ্রাম ভাজা খাবারও হৃদরোগের ঝুঁকি ৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। আর রোজ সন্ধ্যার পরে ভাজা-পোড়া খাওয়া হলে ব্যাড (খারাপ) কোলেস্টেরল বেড়ে হৃদরোগে আক্রান্তের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়ে।

লিভারও রাতের এ ভারি খাবার হজমে বেশি চাপের মুখোমুখি হয়। কারণ এ সময়টাতে হজম প্রক্রিয়া ধীর হওয়ায় লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে সন্ধ্যাবেলায় ভারি ভাজা-পোড়া খেলে লিভারের সমস্যা এবং গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (জিইআরডি) ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে ক্রনিক অম্বল, গলা-বুক জ্বালা, হজমজনিত অসুবিধা দেখা দেয়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, সন্ধ্যাবেলায় হালকা এবং সহজ হজমযোগ্য খাবার বেছে নেয়া উচিত। সবজি, ডাল, হালকা সালাদ বা গ্রিল করা খাবার শরীরের জন্য অনেক নিরাপদ। এতে হজম ঠিক থাকে, লিভার ও হৃদয় সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে।

প্রতিদিন রসুন খেলে শরীরে কী পরিবর্তন ঘটে

পরিচয় ডেস্ক : বেশিরভাগ মানুষ রান্নার উপকরণ হিসেবে রসুন ব্যবহার করেন। খাবারে স্বাদ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। তবে রান্নার পাশাপাশি কাঁচা রসুন খাওয়া অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। দিনের যেকোনো সময় রসুন খেতে পারেন। তবে বেশিরভাগ মানুষ সকালে খালি পেটে এটি খাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু যদি আপনি তা না করতে পারেন, তাহলে দিনের অন্য যেকোনো সময়ে এটি খেতে পারেন। প্রতিদিন রসুন খেলে শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। যেমন-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

রসুনে অ্যালিসিন যৌগ রয়েছে, যার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিয়মিত রসুন খাওয়ার অভ্যাস আপনার শরীরকে সর্দি, ফ্লু এবং ছোটখাটো সংক্রমণের মতো সাধারণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে রসুন এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং এইচডিএল (ভালো) কোলেস্টেরল সামান্য বাড়ায়। এটি রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে এবং ধমনীতে প্লাক জমা কমায়, যার ফলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

গবেষণায় দেখা গেছে,রসুন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে, কারণ এটি রক্তনালীগুলিকে শিথিল করতে পারে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে পারে। রসুন উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য উপকারী।

প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস এবং এমনকি কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সালফার যৌগ শরীরে প্রদাহ কমায়।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে

রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য মস্তিষ্কের কোষগুলিকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং বয়স-সম্পর্কিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

ইলিশে মেলে যেসব উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : কথায় আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। আর মাছের মধ্যে ইলিশ হচ্ছে সবচেয়ে সেরা। স্বাদ আর পুষ্টিগুণের কারণে ইলিশ পেয়েছে মাছের রাজার মর্যাদা। ইলিশ রান্না, ভাজা,ভাপা, ঝোল -সবভাবেই খেতে মজা। এই মাছের রয়েছে বহু স্বাস্থ্যগুণ। অনেকের হয়তো জানা নেই, ইলিশ খেলে শরীরে নানা ধরনের উপকার হয়।

ইলিশ মাছের তেলে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। একইসঙ্গে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে শরীরকে ফিট রাখে।

চোখের স্বাস্থ্য : ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে ও অন্ধত্ব প্রতিরোধে ইলিশ মাছ উপকারী।

বাতের ব্যথায় মুক্তি : শরীরে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি দেখা দিলেই অস্টিওআর্থারাইটিস বা সাধারণ বাত রোগ দেখা দেয়। ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় এটি বাত রোগের ঝুঁকি কমায়।

হাঁপানি প্রতিরোধ : গবেষণায় দেখা গেছে, সামুদ্রিক মাছ ফুসফুসের স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত উপকারী। যারা নিয়মিত ইলিশ মাছ খান তাদের ফুসফুস বেশি শক্তিশালী হয়। এমনকী শিশুদের হাঁপানি সারিয়ে তুলতেও উপকারী ইলিশ মাছ।

ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা : ইলিশে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিন থাকায় ত্বক ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া ইলিশে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের বলিরেখা ও ফাইন লাইন কমাতেও সহায়ক। নিয়মিত ইলিশ মাছ খেলে আপনার ত্বক থাকবে মসৃণ ও উজ্জ্বল।

ফ্যাটি লিভার কমাতে আদা খান নিয়ম মেনে

পরিচয় ডেস্ক : অনেকেরই ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আছে। আজকাল অল্পবয়সীদের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন না আনলে এই সমস্যার সমাধান মিলবে না। বিশেষ করে ফাস্ট ফুড খাওয়া বন্ধ করলে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে ফ্যাটি লিভার। এ ছাড়া প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আদা যোগ করলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। আদায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান লিভারে ফ্যাট জমতে দেয় না। পাশাপাশি লিভারের কার্যকারিতা সচল রাখে। সাধারণত আদা দিয়ে চা খেলে কিংবা খাবারে আদা মিশিয়ে খেলেই উপকার পাওয়া যায়। তবে ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে প্রতিকার পেতে আরও তিন উপায়ে আদা খেতে পারেন।

আদা-লেবুর পানি

সকালে খালি পেটে আদা-লেবুর পানি পান করুন। এক গ্লাস পানি গরম করে তাতে আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন। পানিটা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। অল্প ঠান্ডা হলে এই পানীয়তে লেবুর রস মিশিয়ে দিন। খালি পেটে খান এই হালকা আদা-লেবুর পানি খেলে শরীরে জমে থাকা টক্সিন বের করে দেয়। সেই সঙ্গে বিপাক হার বাড়ায়। এই পানীয় ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আদা-হলুদের চা

আদা ও হলুদড় দুটি উপাদানের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে। এই পানীয় লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং ফ্যাটি লিভারের হাত থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে। পানি গরম করে গরম করে কাঁচা হলুদ ও আদা থেঁতো করে ফুটিয়ে নিন। প্রয়োজনে আদার রস ও হলুদ গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন।

আদা ও মৌরির চা

ফ্যাটি লিভারে সমস্যা থাকলে বদহজমের সমস্যা আরও বাড়ে। হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এক গ্লাস পানিতে আদা ও গোটা মৌরি ফুটিয়ে চা বানিয়ে নিন। এই চা পেট ফাঁপা, গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। এর পাশাপাশি এই পানীয় লিভারের ফ্যাট গলাতেও সাহায্য করবে।

কই ভাজা

পরিচয় ডেস্ক : মুখরোচক খাবার হিসেবে গরম ভাতের সঙ্গে ভাজা কই এর তুলনা হয়না ।
উপকরণ : দেশি কই মাছ ৬টা, আলু ২টা, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া এক চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৫-৬টা, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস এক চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি : কই মাছ লবণ, হলুদ, লেবুর রস মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। পরে ফ্রাই প্যানে তেল গরম হলে কই মাছ লালচে করে ভেজে নিন। সেই তেলে মোটা কুচির আলু লবণ হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন বাদামি করে। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া, লবণ এবং সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে আবার কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা মাছ দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন ৫ থেকে ৭ মিনিট। পরে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতাকুচি আর জিরাগুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে দুই থেকে তিন মিনিট রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ভাজা কই মাছের ঝাল।

সর্ষে চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক : সর্ষে ইলিশ তো অনেক খেয়েছেন, সর্ষে চিংড়ি রেঁধেছেন কখনো? গরম ভাতের সঙ্গে বেশ জমে যায় কিন্তু।
উপকরণ : চিংড়ি ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ৫ থেকে ৬টা কাঁচা মরিচ ফালি, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি : কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে চিংড়ি দিয়ে নেড়ে সরিষাবাটা, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে আবারও নেড়ে ৪ থেকে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিন। এবার গরম-গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু সর্ষে চিংড়ি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ঝাল ঝাল সর্ষে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক : সময় এখন ইলিশ খাওয়ার। ইলিশ পোলাও বা ইলিশের মালাইকারি না খেলেই বরং শরীর ভালো থাকবে। হালকা মসলায়ও সুস্বাদু করে ইলিশ রান্না করা যায়।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা- চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫ থেকে ৬টা, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেলবাটা ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি : ইলিশ রিং পিস করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে নিন। এবার পেঁয়াজ, আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পরে মাছ, সরিষাবাটা, নারকেলবাটা, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে আবার নেড়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের ঝাল ঝাল সর্ষে ইলিশ।

নারকেলি পটোল

পরিচয় ডেস্ক : খুব ঝটপট ও সহজ রান্নাগুলোর মধ্যে একটি এই নারকেলি পটোল খেতে সুস্বাদু। পটোলের একঘেয়ে তরকারির বদলে একদিন রেঁধে দেখুন।

উপকরণ: পটোল ৮ থেকে ১০টি, কুচো চিংড়ি আধা কাপ (বড় চিংড়িও চাইলে দেওয়া যাবে), নারকেলবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, তেল ও লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৩ থেকে ৪টি।

প্রণালি: প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। এরপর একে একে সব গুঁড়া মসলা, বাটা মসলা ও লবণ দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তেল ওপরে উঠে এলে চিংড়িগুলো দিয়ে দিন কষানো মসলার মধ্যে। এরপর একটু কষিয়ে তার মধ্যে বাটা নারকেল দিয়ে সামান্য ভেজে নিন। এরপর পটোল দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে পটোল সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিন। নামানোর আগে ৩ থেকে ৪টি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। এতে সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে। একটু সময় রেখে নামিয়ে ফেলুন।

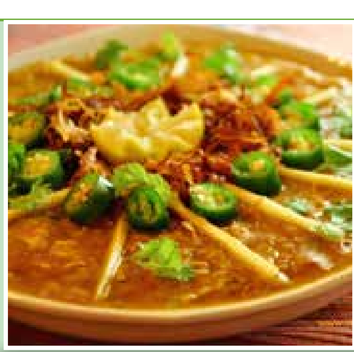
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এবার উত্তাল ফ্রান্সে ২ লাখ মানুষের

১২ পৃষ্ঠার পর

নিক্ষেপ করে সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সেখান থেকে প্রায় ২০০ জনকে আটক করা হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া 'ব্লকোঁ তু' বা 'সবকিছু বন্ধ করে দাও'ড়আন্দোলনের নেতারা এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গত মে মাসে এক ডানপন্থী গোষ্ঠী এই আন্দোলন শুরু করে। পরে এতে বাম ও কট্টর বামপন্থীরা যোগ দেয়।

গত বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিক্ষোভ শুরু দিনেই রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যায় ফ্রান্সে। প্রেসিডেন্ট মাখোঁ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রক্ষণশীল নেতা সেবাস্তিয়ান লেকোর্নুকে দায়িত্ব দেন। আগের প্রধানমন্ত্রী ফরাসি পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে পদ হারান। কারণ তাঁর ব্যয় সংকোচন পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত অজনপ্রিয়।

প্যারিসের সরকারি পরিবহন সংস্থা আরএটিপির সিজিটি ইউনিয়নের কর্মকর্তা ফ্রেড বলেন, 'সমস্যার মূল হলেন মাখোঁ, মন্ত্রীরা নয়। তাঁকেই পদত্যাগ করতে হবে। ফ্রান্স বর্তমানে চাপে আছে।' বর্তমানে ফ্রান্সের বাজেট ঘাটতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্ধারিত ৩ শতাংশ সীমার প্রায় দ্বিগুণ। ঋণের পরিমাণ জিডিপির ১১৪ শতাংশ বেশি। সরকার ৪৪ বিলিয়ন ইউরো, প্রায় ৫২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় সংকোচনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বিক্ষোভকারীদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দেয়।

ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেডেও অগ্নিসংযোগ করে। পশ্চিমাঞ্চলের নঁতে বিক্ষোভকারীরা জ্বলন্ত টায়ার ও ডাস্টবিন দিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুড়ে অবস্থানকারীদের সরিয়ে দেয়। রেনে শহরে একটি বাসে আগুন ধরানো হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় মনপেলিয়েতে একটি গোলচত্বরে যান চলাচল বন্ধ করে ব্যারিকেড দিলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। সেখানে বড় ব্যানারে লেখা ছিলড়'মাখোঁ পদত্যাগ করো'।

প্যারিসে একদল তরুণ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথ অবরোধ করলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগানো ডাস্টবিন ও রিসাইকেল বিনেড়পরে দমকলকর্মীরা সেগুলো সরিয়ে নেয়। শাতলে শপিংমলের কাছে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। কাছাকাছি একটি ভবনে আগুন লাগলে তা নেভাতে ছুটে আসে ফায়ার সার্ভিস।

এ ছাড়া, প্যারিসে আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দেশজুড়ে প্রায় ৩০০ জনকে আটক করা হলেও সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সারা ফ্রান্সে ২ লাখের বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়। বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেতাইয়ো এই জনসমাগমকে 'উল্লেখযোগ্য' বলে মন্তব্য করেন। তবে তিনি বলেন, 'যারা দেশ অচল করতে চেয়েছিল, তারা ব্যর্থ হয়েছে।'

প্যারিসের গার দ্যু নর্দ ট্রেন স্টেশনের বাইরে শত শত তরুণ-তরুণী জড়ো হয়ে মাখোঁবিরোধী স্লোগান দেয়। এক তরুণ প্ল্যাকার্ডে ফরাসি পতাকার সঙ্গে লিখে আনেনড়'ধনাঢ্য অভিজাতদের প্রজাতন্ত্র।' সোরবোনের ১৭ বছর বয়সী ছাত্রী এমা মেগুরদিশিয়ান বলেন, 'আমরা আওয়াজ তুলতে এসেছি। আমরা চাই সরকার বুঝুক, আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আমরা অন্য ধরনের সরকার চাই।'

আন্দোলনে অংশ নেওয়া ২১ বছর বয়সী ছাত্রী অ্যালিস মরিন বলেন, 'তরুণেরাই ভবিষ্যৎ। আগের প্রজন্ম আমাদের জন্য রেখে গেছে এক জঘন্য পৃথিবী, জঘন্য সরকার। আমাদের লড়াই করতে হবে, সেটা বদলাতে হবে। আর পুরোনো পৃথিবীর ছাইয়ের ওপর আমাদের নাচতে হবে।'

এর আগে, ফ্রান্সে ২০১৮-১৯ সালে ফ্রান্সে 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন হয়েছিল কর বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনে সরকারকে কয়েক বিলিয়ন ইউরোর নীতি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে এর তুলনা টানা হচ্ছে। তবে জঁ জোরেস ফাউন্ডেশনের সমাজবিজ্ঞানী আঁতোয়ান ব্রিস্তিয়েল বলেন, এবারকার আন্দোলনে প্রজন্মগত পার্থক্য আছে। তাঁর মতে, 'ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনে শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত মানুষের আধিক্য ছিল। আর এবার আন্দোলনে রয়েছে তরুণদের উপস্থিতি।' তিনি বলেন, 'এই তরুণ প্রজন্মের লক্ষ্য বেশি সামাজিক ন্যায়বিচার, কম বৈষম্য এবং নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। খবর' রয়টার্সের

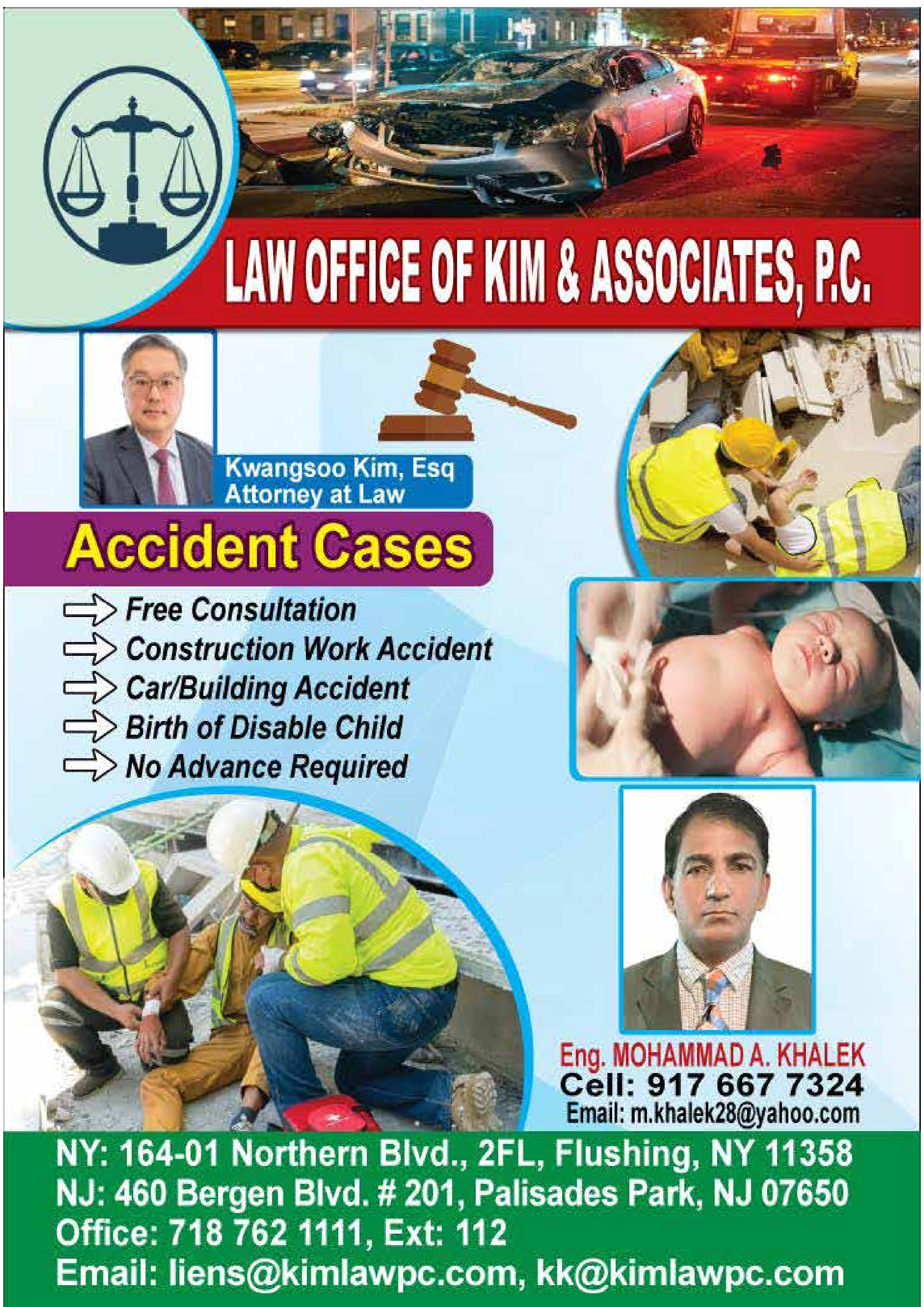

শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের পর নেপালে

১২ পৃষ্ঠার পর

করতে এক জরুরি নিরাপত্তাবিষয়ক বৈঠকও করেন তিনি।

শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মতোই এবারও হঠাৎ করে বিপাকে পড়েছে ভারত। সে সময় দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এবার নেপালের ঘটনাপ্রবাহও ভারতকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। কারণ, কে পি শর্মা অলি নয়াদিল্লি সফরে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগেই প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়লেন।

নেপালে অস্থিতিশীলতা ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ। দেশটির ভূরাজনৈতিক অবস্থান এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেপালবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অশোক মেহতা বিবিসিকে বলেন, চীনের ওয়েস্টার্ন থিয়েটার কমান্ড নেপালের ঠিক ওপারেই অবস্থিত। আর ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমিতে যাওয়ার পথ সরাসরি নেপালের ভেতর দিয়ে যায়।

এই অস্থিরতা ভারতের ভেতরে থাকা বিশাল নেপালি প্রবাসী সমাজের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। অনুমান করা হয়, প্রায় ৩৫ লাখ নেপালি ভারতে বসবাস বা কাজ করেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা এরচেয়ে আরও বেশি হতে পারে। নেপাল মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত দেশ। সীমান্তের ওপারেও বহু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশের নাগরিকদের ভিসা বা পাসপোর্ট ছাড়াই যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে। ১৯৫০ সালের এক চুক্তির অধীনে নেপালিরা ভারতে অবাধে কাজ করার অধিকার পানড়এমন সুবিধা দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল নেপাল ও ভুটানের জন্য রয়েছে।

এ ছাড়া দীর্ঘদিনের বিশেষ এক চুক্তির আওতায় নেপালের প্রায় ৩২ হাজার খ্যাতনামা গোর্খা সেনা বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) অধ্যাপক সঙ্গীতা ঠাপলিয়াল বলেন, সীমান্ত খোলা থাকায় দুই পাশের মানুষ প্রতিদিনের জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করেন। উভয় পাশে থাকা পরিবারগুলো একে অপরের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রাখে।

নেপালে হিন্দুদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান রয়েছে। এর মধ্যে হিমালয়ের ওপারের মুক্তিনাথ মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর হাজারো ভারতীয় হিন্দু ভক্ত এই মন্দিরে তীর্থযাত্রায় যান। অন্যদিকে কাঠমান্ডু ভারতীয় রপ্তানির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। বিশেষ করে, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। ভারত-নেপালের বার্ষিক দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়।

গতকাল বুধবার কাঠমান্ডুতে অস্থায়ী শান্তি ফিরলেও বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভারতের সামনে এখন কূটনৈতিকভাবে এক সরু পথে হাঁটার চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। কারণ, নেপালে আন্দোলনরত মানুষ তিন প্রধান রাজনৈতিক দলড় যারা পালাক্রমে দেশ শাসন করেছেড় তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ।

তবে ভারত সব দলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে অলির নেতৃত্বাধীন নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএন-ইউএমএল), শেরবাহাদুর দেউবার নেতৃত্বাধীন নেপালি কংগ্রেস এবং পুষ্পকমল দাহালের নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদীসেন্টার)।

হিমালয়ের কৌশলগত অবস্থানের কারণে নেপালে প্রভাব বিস্তারে ভারত ও চীন উভয়েই প্রতিযোগিতা করছে। ফলে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠছে এশিয়ার দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধেই। অলির পদত্যাগের পর নেপালে কী ধরনের প্রশাসন গঠিত হবে এবং তা আন্দোলনরত জনগণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। নতুন সরকার বা নেতৃত্বের রূপ এখনো স্পষ্ট নয়। তাই ভারত সতর্ক থাকবে বলে মনে করেন অধ্যাপক সঙ্গীতা ঠাপলিয়াল। তাঁর ভাষায়, তারা নেপালে আরও একটি বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি চায় না।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে, কারণ, ভারত হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘদিনের কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। এবার সেগুলো সামলাতে হবে বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে। ২০১৯ সালে ভারত নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে নেপালের দাবি করা কিছু এলাকাড়চীনের সীমান্তঘেঁষা পশ্চিমাঞ্চলের ভূখণ্ডড়ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয় কাঠমান্ডু।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

টাইম টেলিভিশন TIME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র ৩০ বর্ষে

পদার্পণ উপলক্ষ্যে দু'দিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানর
(গ্র্যান্ড বলরুম)

২৫-২২ এস্টোরিয়া বুলেভার্ড
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০২
(গাড়ী পার্কিং ফ্রি)

তারিখ

২০ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার
(বেলা ১০ টা থেকে রাত ১০ টা)

২১ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার
(বিকেল ৪ টা থেকে রাত ১০ টা)

অনুষ্ঠানের স্পন্সর ও আরএসভিপি'র জন্য
যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৭৫৩-০০৮৬ অথবা ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

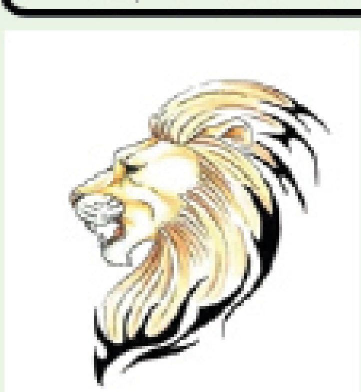

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

SHOWTIME MUSIC & PLAY
PRESENTS
SHOWTIME MUSIC & PLAY
প্রবাসে প্রতিভার স্বীকৃতির সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
NRB AWARDS 2025
14 SEP SUNDAY 7PM
QUEENS PALACE
37-11 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
Chief Guest
DR. MOHAMMED ENAMUL HOQUE MD
PRESIDENT, GREATER CUMILLA ASSOCIATION. MEMBER OF TRUSTEES BOARD, BANGLADESH SOCIETY.
NRB
TAROKA AWARDS 2025
FOR MORE INFO:646-421-9496

যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এই

১২ পৃষ্ঠার পর

অ্যাঞ্জেলা রেইনার পদত্যাগ করার পর গত শুক্রবার যুক্তরাজ্য সরকারের একটি বড় রদবদলের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান শাবানা। এটি যুক্তরাজ্যের শীর্ষ চার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের একটি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কোনো মুসলিম নারীর দায়িত্ব পাওয়ার ঘটনা দেশটিতে এটিই প্রথম।

যুক্তরাজ্যের শীর্ষ চার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় হচ্ছেপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাবানা মাহমুদের জন্ম বার্মিংহামে। তাঁর মা-বাবা দুজনেরই বাড়ি পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে। শাবানা মাহমুদ ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১০ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার পর থেকে শাবানা যা যা করেছেন, সেগুলোর তালিকা নিজের ওয়েবসাইটে রেখে দিয়েছেন তিনি। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তিনি এ ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করে থাকেন।

২০১০ সালে গাজা অভিমুখী ফ্লোটিলা জাহাজে ইসরায়েলের প্রাণঘাতী হামলার নিন্দা জানিয়ে দেওয়া একটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিলেন শাবানা। ওই হামলায় ১০ জন নিহত হন। প্রস্তাবটিতে গাজার ওপর ইসরায়েলের অবরোধ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হয়।

শাবানা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ইসরায়েলের হাতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি। অবৈধ ইসরায়েলি বসতিতে ব্যবসা পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর নাম প্রকাশ করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শাবানা।

২০১৪ সালে শাবানা সেন্সবারি সুপারমার্কেট চেইনের একটি শাখার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পণ্যের বিক্রি বন্ধ করতে সুপারমার্কেটটির কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

ওই সময় যুক্তরাজ্যের ইহুদিদের সংগঠন জিউয়িশ লিডারশিপ কাউন্সিল শাবানার সমালোচনা করেছিল। তারা বলেছিল, শাবানা জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উসকে দিচ্ছেন। এ বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে একটি সুপারমার্কেট বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনের পক্ষে সোচ্চার থাকা মানুষেরা শাবানার কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি উত্থাপিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন তিনি। শাবানা লেবার পার্টির নেতৃত্বের পক্ষে অবস্থান নেন। যদিও দলের ভেতরের অনেকেই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন।

এর ফলে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বার্মিংহাম লেডিউড আসনে শাবানা মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আখমেদ ইয়াকুব। তিনি মূলত গাজার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রচার চালান।

নির্বাচনে শাবানার সঙ্গে ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩ হাজার ৪২১-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হন ইয়াকুব। ২০১৯ সালে ভোটের ব্যবধান ছিল ২৮ হাজার ৫৮২।

'এমপি ওয়ার ক্রাইমস' নামের একটি ওয়েবসাইটে শাবানা মাহমুদকে 'স্পষ্টত ফিলিস্তিনবিরোধী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সাম্প্রতিক অবস্থান মূল্যায়ন করে থাকে। ওয়েবসাইটটিতে বলা হয়, শাবানা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি। তিনি ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল রাখার চিঠিতেও স্বাক্ষর দেননি।

অবশ্য ওয়েবসাইটে এটাও বলা হয়েছে, শাবানা মাহমুদ লেবার ফ্রেন্ডস অব প্যালেস্টাইনের সদস্য। গত বছর তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান বর্জন, সেখান থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়, মন্ত্রিসভার শীর্ষ ব্যক্তিদের যাঁরা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শাবানাও আছেন। তবে যাঁরা ভেবেছিলেন শাবানা নিষিদ্ধ সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থান বদলাবেন, তাঁরা সম্প্রতি হতাশ হয়েছেন।

গত রোববার শাবানা বলেন, 'ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো এক জিনিস নয়।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী বলছে

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় হাজারো মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু শনিবারই লন্ডনে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৮৯০ জন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শাবানা এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান মার্ক রাউলির কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা গেছে, শনিবার বিক্ষোভ চলাকালীন বিশেষ অভিযানসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছেন তাঁরা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থকদের গ্রেপ্তারে তিনি (শাবানা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমর্থন দিয়েছেন।'

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন ইস্যুতে শাবানার অবস্থানের সঙ্গে পূর্বসূরি ইভেট কুপারের অবস্থানের মিল রয়েছে। নিজের এমন অবস্থানের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন শাবানা।

জনমত জরিপ অনুযায়ী, লেবার পার্টির সমর্থন ক্রমাগত কমছে। তাই শাবানা মাহমুদকে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সতর্কভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। ২০২৯ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে ওই নির্বাচন হওয়ার কথা।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে

১০ পৃষ্ঠার পর

৫টা) মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে হার্ড কপিতে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট দলিল দাখিল করতে হবে। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২.৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে যারা আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন তাদেরকেও নতুনভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশেরবাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩ গুণ

১০ পৃষ্ঠার পর

মানুষ মারা যায়, সেটি ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী চীনের কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আগামী রোববার ট্যারিফ ইস্যুতে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসছে। প্রতিনিধি দলটির সঙ্গে ট্যারিফের কাঠামোগত রূপ কীভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হবে।

চীনা দূতাবাস আয়োজিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশনে বাংলাদেশের ৮টি ও চীনের ৩২টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন খাতের দেশি ও বিদেশি কোম্পানি, বিনিয়োগকারী, সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রযুক্তিবিদরা অংশগ্রহণ করছেন।

প্রদর্শনীতে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, টেলিকম, স্বাস্থ্য, কৃষি, শক্তি, পরিবহন, লজিস্টিকসসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও সেবা উপস্থাপন করছে।

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়ারাসুলুলাহ
(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ঈদে
মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাহফিল

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী
মেজবান

তারিখ: ২১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬:০০

স্থান: নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক

প্রধান অতিথি: ডাঃ মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী
ইমাম, বেলাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক স্কুল, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

আমন্ত্রনে

আহ্বায়ক
সামসুল আলম চৌধুরী
Ph: 646-756-9096

সদস্য সচিব
মনির আহমেদ
Ph: 718-415-2528

সার্বিক সহযোগিতায়:

মোহা: সেলিম (হারুন)
Ph: 917-691-7721

আলী আকবর বাপ্পি
Ph: 203-918-8005

আয়োজনে: ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আয়োজক কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক

ট্রাম্পের ধাক্কায় হতভম্ব মোদি যে কঠিন শিক্ষা নিচ্ছেন

১২ পৃষ্ঠার পর

বসেছিল। তবে দিল্লি জানত, এসব আলোচনা সহজ হবে না; কারণ কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের কঠিন শর্ত ছিল। তারপরও আশা ছিল, ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্র মাথায় রাখবে এবং চীনের পাল্টা ভারসাম্য হিসেবে দেশটি তার কৌশলগত প্রয়োজন মেনে নিয়ে একটা ভালো চুক্তি করবে।

কিন্তু হলো উল্টোটা। ট্রাম্প প্রথমে এপ্রিল মাসে ভারতের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসালেন, যা কিনা অনেক মার্কিন মিত্রদেশের ওপর আরোপিত শুল্কের চেয়েও অনেক বেশি। এরপর শাস্তি হিসেবে সেই হার দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করা হলো। এর কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বলা হলো, ভারত ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ার তেল কিনে তা শোধন করে আবার রপ্তানি করছিল। এই নতুন শুল্কহার ভারতের সব অ-মুক্তপণ্যের (ননুএক্সেম্পট) মার্কিন বাজারে রপ্তানি প্রায় অপ্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। এর মানে দাঁড়ায়, ভারত থেকে যেসব পণ্য মার্কিন বাজারে রপ্তানির সময় শুল্কছাড় পায় না (মানে যেগুলো অ-মুক্তপণ্য), সেসব পণ্যের ওপর এখন নতুন করে বাড়তি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। শুল্কের বাইরেও আরও বিষয় আছে। এপ্রিল মাসে পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধের ঘটনায়ও ট্রাম্প ও তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ভারত ও পাকিস্তানকে এমনভাবে তুলে ধরলেন, যেন দেশ দুটি ঝগড়াটে প্রতিবেশী এবং মার্কিন হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না।

ট্রাম্প পরে জোর দিয়ে বললেন, তিনি টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার কারণেই ভারত ও পাকিস্তান লড়াই বন্ধ করেছে। এতে ভারত ও পাকিস্তানকে একই কাতারে ‘অশান্ত ঝামেলাবাজ’ হিসেবে দাঁড় করানো হলো। এটি ভারতের জন্য ছিল ভীষণ অপমানজনক। ফলে ভারত ট্রাম্পের এসব দাবি অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

অনেক বিশ্লেষকের মতে, ট্রাম্প ভারতীয় রপ্তানির ওপর যে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিলেন, তার আসল কারণ ছিল অন্য। তাঁরা মনে করেন, ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব নিতে চেয়েছিলেন; তিনি চেয়েছিলেন সবাই তাঁকে শান্তির নায়ক মনে করুক এবং এর মাধ্যমে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পথ সুগম হোক। কিন্তু ভারত তাঁকে সে কৃতিত্ব দিতে চায়নি এবং সে কারণেই তিনি মোদির ওপর খেপে গিয়ে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। ট্রাম্প শুরুতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, এটা ভারতের ওপর শাস্তিমূলক আঘাত। তিনি ভারতকে ‘মৃত অর্থনীতি’ বলে উপহাস করেছেন এবং তাঁর প্রধান বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো অভিযোগ তুলেছেন, ভারত সস্তায় রাশিয়ার তেল কিনে মুনাফা করছে, অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে দিল্লি লাভ তুলছে। এমনকি ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধকে ‘মোদির যুদ্ধ’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

এই লজ্জাজনক সম্পর্কচ্ছেদ মোদির এক দশকের পরিশ্রমে তৈরি করা ‘বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রনায়ক’ ইমেজকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তিনি যে উদ্যম নিয়ে বিদেশি নেতাদের জড়িয়ে ধরতেন আর বাড়াবাড়ি রকমের বন্ধুত্ব দেখাতেন, এখন সেসব হাস্যকর মনে হচ্ছে। তবে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের এই মোড় কেবল দুই ক্ষমতাবান নেতার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখলে ভুল হবে। ভারত বড় দেশ; তার ভূরাজনৈতিক অবস্থান একদিনে বদলানো সহজ নয়। শীতল যুদ্ধের সময় ভারত পুঁজিবাদী ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লকেড়কোনোটাতেই যোগ দেয়নি। এটাকেই তখন বলা হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ নীতি (নন-অ্যালায়েনমেন্ট)। মোদির আমলে এই শব্দটা খুব একটা জনপ্রিয় নয়, কারণ শব্দবন্ধটি নেহরুর সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে মোদির পররাষ্ট্রনীতি আসলে একই রকম। মোদির নীতি হলো ভারতকে বহু-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে নিজের মতো কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া। এখন এই নীতিকে বলা হচ্ছে ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ (স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি)। তবে ‘জোটনিরপেক্ষ নীতি’ আর ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’-এর লক্ষ্যটা একই।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ড়ভারত রাশিয়া থেকে সস্তায় অপরিশোধিত তেল কিনছে, সেটা শোধন করে আবার ইউরোপে রপ্তানি করছে। বাইডেন প্রশাসন বিষয়টা জানত, তবু চুপ ছিল। এটাকেই ভারতের ‘দুই দিক সামলানোর ক্ষমতা’র প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে।

গত ২৫ বছরে ভারতের রাজনীতিক শ্রেণি যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার। শাসকশ্রেণির সন্তানদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নও জড়িয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে।

মনমোহন সিংয়ের (যিনি ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক চুক্তি করেছিলেন) আমল থেকেই ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। পরে কোয়াড (যেখানে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একসঙ্গে আছে) গঠিত হয় চীনকে ঠেকানোর জন্য। এটাকে সবার কাছে ভারতের পশ্চিমমুখী ঝোঁকের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়।

এই ঝোঁক ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে একধরনের অদ্ভুত ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। বাইরে থেকে দেখা যায় ভারত ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ মেনে চলে, কিন্তু আসলে সে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অনেক বেশি ঝুঁকেছে। ভারত এমন সব জোট করেছে, যেগুলো পুরোপুরি জোট নয়, সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ দেখানো হলেও ভেতরের আসল ভিত্তি ততটা মজবুত নয়।

মোদির শাসনামলে নীতিনির্ধারকেরা ভেবেছিলেন, ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি আর প্রবৃদ্ধির হার এতটাই বড় যে এখন ভারত বিশ্বের শীর্ষ শক্তিগুলোর টেবিলে বসার যোগ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু আসল কথা হলোড়ভারত না এত ধনী, না পশ্চিমা দেশগুলোর মতো শ্বেতাঙ্গ, না পুরোপুরি ইংরেজিভাষী। তাই আসল সত্যটা হলো, পশ্চিমা দুনিয়ার বা অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের ভিআইপি ক্লাবের স্থায়ী সদস্য হওয়ার মতো জায়গায় ভারত এখনো পৌঁছায়নি।

মোদির কর্মকর্তারা ভুলে গিয়েছিলেন, পশ্চিমের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের আসল কোনো ‘মিত্র’ নেই; তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, ওখানে সবাইকে ‘ক্লায়েন্ট’ বা নির্ভরশীল দেশ হিসেবে দেখা হয়।

ট্রাম্প ভারতের ওপর বাড়তি শুল্ক বসালেন একেবারে রাগ করে। এটা আবারও মনে করিয়ে দিল, মার্কিন প্রেসিডেন্টরা অনেক সময় ভারতকে হয় ভিখারি নয়তো ঝামেলাবাজ হিসেবেই দেখে এসেছেন।

অনেকে বলেন, ট্রাম্প আসলে অন্য রকম নেতা। তাই তিনি যেভাবে ভারতকে নিয়ে ঝগড়া করছেন, সেটা সাময়িক। যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের সম্পর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ (অর্থনীতি ও রাজনীতির কারণে) যে, এই সম্পর্ক দীর্ঘদিন খারাপ থাকবে না।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা উল্টো। ট্রাম্প আসলে সেই সত্যটা বলে ফেলেছেন, যা অন্য পশ্চিমা নেতারা ভব্যতার খাতিরে এত দিন মুখে আনতে পারেননি।

পশ্চিমা দেশগুলো সব সময় ভারতকে সাহায্য করেছে। কিন্তু সেই সাহায্য ছিল তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার কৌশল। এখন জলবায়ু পরিবর্তন আর চীনের উত্থান প্রমাণ করে দিয়েছে, পশ্চিমাদের ক্ষমতা চিরকাল টিকবে না। তার ওপর তাদের অর্থনীতিও আর আগের মতো বাড়ছে না। তাই তারা ধীরে ধীরে সেই নিয়মকানুন আর ব্যবস্থাগুলো থেকে সরে আসছে, যেগুলো একসময় নিজেরাই বানিয়েছিল এবং অন্যদের মানতে বাধ্য করেছিল।

গাজা হলো এই পরিস্থিতির সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিদেশি সাহায্য, শরণার্থী আইনি ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, জাতিসংঘড়সবকিছু এখন তারা অগ্রাহ্য করছে। দরিদ্র ও অস্থির বিশ্ব থেকে নিজেদের বাঁচাতে ধনী দেশগুলো নিজেদের চারপাশে সুরক্ষা বলয় তৈরি করছে।

ফলে পশ্চিমা দেশগুলোয় উগ্র ডানপন্থী দলগুলো দ্রুত বাড়ছে। ট্রাম্প-ঘরানার নেতারা সামনে আসছেন। নাইজেল ফারাজ, জর্ডান বারদেলা, অ্যালিস ভাইডেল, ভিক্টর অরবানের মতো নেতারা দেখাচ্ছেন, ট্রাম্পের জাতীয়তাবাদ ও সুরক্ষাবাদ অমোচনীয়। ভারতের মতো অ-পশ্চিমা দেশগুলোকে এ ধরনের বাস্তবতাকে দীর্ঘ সময় ধরে মোকাবিলা করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইউরোপীয় নেতারা শুধু ট্রাম্পকে খুশি করতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেকে ছোট করতেও রাজি আছেন।

পশ্চিমা উদারপন্থীরা যত সমালোচনা করুক না কেন, ট্রাম্প যেদিক নেতৃত্ব দেবেন, ইউরোপ তা অনুসরণ করবে। ট্রাম্পের শুল্ক শুধু খেয়ালি বিষয় নয়। এটা ইঙ্গিত। সে ইঙ্গিতের মানে হলোড়পশ্চিমারা নিজেদের চারপাশে দেয়াল বানাচ্ছে।

ভারতের আগের প্রধানমন্ত্রীদের মতো মোদিও শিখছেনড়ভূগোলকে এড়িয়ে সামনে যাওয়া যায় না। আর জোটনিরপেক্ষ থাকাটা ভারতের কোনো পছন্দের বিষয় নয়; এটা আদতে তার জন্য বাধ্যতামূলক বিষয়। মোদি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভারতের অবস্থান বিশ্বের মানচিত্রে দেশটিকে অনেক সময় কঠিন এবং সীমিত বিকল্পের সামনে দাঁড় করায়।

মোদি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভারত কখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের মতো সমানতালে দাঁড়াতে পারবে না। আবার ট্রাম্পের কাছে ইউরোপের মতো মাথা নত করেও থাকতে পারবে না। তাই ভারতকে বাধ্য হয়ে এক দড়ির ওপর হাঁটতে হবে। একটি বৈরী বিশ্বকে মোকাবিলা করতে করতে তাকে একবার এদিকে, আরেকবার ওদিকে দুলতে হবে। দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, মুকুল কেশবন ভারতীয় ইতিহাসবিদ, ঔপন্যাসিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পেরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

কাতারে হামলার পর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক

১২ পৃষ্ঠার পর

কানাডায় মার্ক কার্নির সরকার ইসরায়েল ইস্যুতে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। গত জানুয়ারিতে জাস্টিন ট্রুডোর স্থলাভিষিক্ত হন কার্নি। এর পর জুলাই মাসে তিনি ঘোষণা করেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে তাঁর দেশ। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেন তিনি।

কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অবশ্য হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি অভিযানের সমর্থক ছিলেন। তবে তিনি কালেভদ্রে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও করতেন।

মার্ক কার্নি গত মঙ্গলবার কাতারে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানান। তিনি এ হামলাকে সহিংসতার অগ্রহণযোগ্য সম্প্রসারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এটি পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

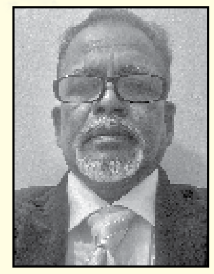

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত বেকার

১০ পৃষ্ঠার পর

সিলেটে ২ লাখ ১৬ হাজার, রংপুরে ২ লাখ ৬ হাজার, বরিশালে ১ লাখ ৩৯ হাজার এবং ময়মনসিংহে ১ লাখ ৪ হাজার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলেই কেউ বেকার হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এ দেশের বাস্তবতায় কোনো বেকারের জন্য সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ মনমতো কাজ না পাওয়ায় ছদ্মবেকার হিসেবে বিবেচিত। উন্নত দেশের তুলনায়, সেখানে সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলেও রাষ্ট্র থেকে বেকার-ভাতা পেয়ে জীবনধারণের খরচ পূরণ হয়।

১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। এই বয়সি তরুণদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। মোট বেকারের ৭৬ শতাংশই এই বয়সের মধ্যে। এ বয়সি যুবকদের মধ্যে প্রায় ২৯ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী। এর অর্থ, স্নাতক ডিগ্রিধারীদের তিনজনে একজন বেকার।

চাকরি খোঁজার পদ্ধতিতে আত্মীয় ও বন্ধুদের মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া সবচেয়ে বেশি প্রায় ৩৬ শতাংশ। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে চাকরি খুঁজেছেন ২৬ শতাংশ, আর সরাসরি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে চাকরি চেয়েছেন ১২ শতাংশ।

কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, ২২ দশমিক ২ শতাংশ খানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে এবং ১৮ দশমিক ২ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। শুধু ৪ দশমিক ৭ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে নারীদের বেশি কর্মসংস্থান খানাভিত্তিক খাতে ৪০ দশমিক ২ শতাংশ, বেসরকারি বা যৌথ উদ্যোগ খাতে ২৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ। পুরুষদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ বেসরকারি বা যৌথ উদ্যোগ খাতে, ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানাভিত্তিক খাতে এবং ১৭ দশমিক ১ শতাংশ বেসরকারি খাতে কর্মরত।

বিগত ১৫ বছরে কর্মে নিয়োজিত জনবলের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১০ সালে মোট কর্মে নিয়োজিত জনবল ৫ কোটি ৪১ লাখ, যেখানে পুরুষ ৩ কোটি ৭৯ লাখ এবং নারী ১ কোটি ৬২ লাখ। ২০২৪ সালে মোট কর্মে নিয়োজিত জনবল ৬ কোটি ৯১ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৪ কোটি ৬২ লাখ ৩০ হাজার এবং নারী ২ কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার।

বেকারত্বের ধরনগুলো হলো– সামঞ্জস্যহীন, বাণিজ্য চক্রজনিত এবং কাঠামোগত। সামঞ্জস্যহীন বেকারত্ব দেখা দেয় শ্রমবাজারে চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি থাকলে, যেমন উত্তরবঙ্গ ও হাওর অঞ্চলে। বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব অর্থনীতিতে চাঙ্গাভাব বা মন্দাভাবের কারণে হয়। প্রযুক্তি পরিবর্তনের কারণে বেকারত্ব বাড়লে তা কাঠামোগত বেকারত্ব হিসেবে ধরা হয়।

খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানে দেখা যায়, মোট কর্মে নিয়োজিত জনবলের মধ্যে সর্বাধিক ৪৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ কৃষি খাতে, ৩৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ সেবা খাতে এবং ১৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত। শহরাঞ্চলে সেবা খাতের প্রাধান্য বেশি (৬১ দশমিক ৭২ শতাংশ), পল্লী এলাকায় কৃষি খাতের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি (৫৬ দশমিক ৯২ শতাংশ), এরপর সেবা ২৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং শিল্প খাত ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

সাক্ষরতা অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৮১ দশমিক ১৪ শতাংশ বা ৫ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। নিরক্ষর জনসংখ্যা ১৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ বা ১ কোটি ৩০ লাখ ৩০ হাজার। পল্লী এলাকায় কর্মরত পুরুষদের ৭৭ দশমিক ২১ শতাংশ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, শহরাঞ্চলে ৮৬ দশমিক ৫১ শতাংশ।

শ্রমশক্তি জরিপের এই চিত্র দেশের যুবসমাজ ও শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের জটিলতা তুলে ধরে। শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত এবং খাতভিত্তিক বৈষম্য স্পষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের পর কানাডার

১০ পৃষ্ঠার পর

ক্যাবারগোলিন দশমিক ৫ মিলিগ্রামের একটি ওষুধের জেনেরিক সংস্করণের প্রথম চালান পাঠায় রেনাটা পিএলসি। ওই ওষুধটি হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া ও পারকিনসন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রেনাটার রিসপেরিডোন (মানসিক বৈকল্যের চিকিৎসায় ব্যবহৃত) এবং ক্যাবারগোলিনসহ (হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া এবং পারকিনসন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত) বেশকিছু ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে। এ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার বাজারে রেনাটার গর্ভনিরোধক পিল লেভোনরজেস্ট্রেল ১ দশমিক ৫ মিলিগ্রাম বিক্রি হচ্ছে, যা নোভেলা-১ নামে বাজারজাত করা হচ্ছে।

ভারত থেকে বাংলাদেশের ২৪৮৫

১০ পৃষ্ঠার পর

হাজী মুছা করিম অ্যান্ড সন্স, মেসার্স প্রিয়ম এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স গণী এন্টারপ্রাইজ। বেনাপোল বন্দরের ডিরেক্টর শামীম হোসেন জানান, আমদানি করা চালের চালানগুলো বন্দর থেকে দ্রুত খালাস দেওয়া হয়েছে। এর আগে এই বন্দর দিয়ে সর্বশেষ চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল চাল আমদানি হয়েছিল।

অবিশ্বাসের সংস্কৃতিতে বসবাস

১৬ পৃষ্ঠার পর

কারণে। তার একটি হলো মানুষের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি অর্থ ও ক্ষমতা। মানবিকতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনো কিছুকেই যেন একজন মানুষের অর্জন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে না। যেনতেন প্রকারণে আয়াসহীনভাবে অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করলেই ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলে অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করা সহজ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় তিনটি ব্যাপার ঘটে।

এক. অর্থের অহংকার ও ক্ষমতার কারণে অন্য মানুষকে আর মানুষ বলেই বিবেচনা করা হয় না। অন্য মানুষকে সম্মান করা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তখন গৌণ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে একটি অবিশ্বাসের আবহাওয়াও তৈরি হয়। যেহেতু আমার অর্থবিত্ত বিপথে অর্জিত, সুতরাং আমার এ চিন্তা মজ্জাগত অন্যেরা তা নিয়ে নিতে পারে। সে অবস্থায় আমি সদা আশঙ্কিত থাকি, আমার অর্থবিত্ত বেহাত হয়ে যেতে পারে। অবিশ্বাসের ভিত্তিতে যা অর্জিত, তা সংরক্ষণের ব্যাপারেও অবিশ্বাস থাকবে বৈ কি।

দুই. অর্থ ও ক্ষমতা যেখানে জীবনের ভিত্তি, সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতা জন্ম নেবে নিশ্চিতভাবে। 'আমি' ভিন্ন সেখানে অন্য কোনো কথা থাকবে না। যূথবদ্ধতা সেখানে ঠাঁই পাবে না। একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কখনও অন্য মানুষকে বিশ্বাস করতে ও অন্যের ওপর আস্থা রাখতে পারবে না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ অনবরত ভাবতে থাকে, অন্যেরা তাকে প্রতিনিয়ত ঠকাতে ব্যস্ত এবং সেই আত্মকেন্দ্রিক মানুষটির মানসিকতা গড়েই ওঠে অবিশ্বাস ও অনাস্থার ওপর।

তিন. অবিশ্বাস এবং অনাস্থার পথ ধরেই আসে সংঘাত ও সংঘর্ষ। অবিশ্বাস আর অনাস্থার সংস্কৃতি একটি দ্বিমুল অবস্থানের জন্ম দিয়েছে। 'তুমি আমার সঙ্গে একদম একমত না হলে তুমি আমার শত্রু' এই অনড় অবস্থানের মাঝখানে আর কিছু নেই। ফলে মানুষে মানুষে সাংঘর্ষিক অবস্থানই বড় প্রকট। সেখানে সহনশীলতা, অন্যের ভিন্নমতের স্বাধীনতা, বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে মতানৈক্যের সমাধানের কোনো সুযোগ নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সহিংসতা আমাদের সংস্কৃতি এবং সংঘাত আমাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেষের কথা বলি, মানুষের সভ্যতা এগিয়েছে যূথবদ্ধতার কারণে; একে অন্যের ওপর বিশ্বাস আর আস্থার ওপরে ভিত্তি করে। পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের ফলে। সেগুলোকে নষ্ট করলে অবিশ্বাস ও অনাস্থা জন্ম নেয়। খুলে যায় সংঘাত ও সংঘর্ষের দরজা এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে ভাঙন ও ধ্বংস। এসব বিষয়ের প্রতি আমরা কি অন্ধ হয়ে থাকতে পারি না, কারণ 'অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকবে না।'

ড. সেলিম জাহান: ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ
বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম

১৪ পৃষ্ঠার পর

শাসন থাকে, আমলাতন্ত্রে শাসন করে কতিপয় উড়ে এসে জুড়ে বসারা। তারা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না, ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা।

রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতা এখানে। তারা পুরোনো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ভেঙে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তারা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষমতা পেয়েছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। তারা ভেবেছেন একসূত্র হতে পেরেছেন। জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে মালিকানা যে জনগণের হবে, এ কাজে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তাদের, এখনো তো নেই-ই। যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা আমরা বলছি তা অন্য কিছু নয়, একটি শাসক শ্রেণি বটে। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নব্য শাসক শ্রেণি গড়ে উঠেছে, যারা দেশের মানুষের উন্নতি চায় না, উন্নতি চায় নিজেদের। এ শাসক শ্রেণিই ভিন্ন নামে দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং আমলাদের সাহায্যে দেশ শাসন করে। তাদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ আছে, সেই কলহ মাঝেমধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত আকার ধারণ করে। ঝগড়া-কলহটা আদর্শ নিয়ে নয়। আদর্শের ব্যাপারে তারা এক ও অভিন্ন। তারা লুন্ঠন করতে চায় এবং লুন্ঠনকারীদের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ বাধে, তা-ই আমরা তাদের মধ্যে ঘটছে দেখতে পাই। রাজনীতির মূল ধারাটিই হচ্ছে ভাগাভাগির লড়াই। আদর্শের কথা বলছিলাম। ওই আদর্শের একটি নাম আছে। বিশ্বজুড়ে যার পরিচিতি হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা উৎপাদনে যতটা আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী লুন্ঠনে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের যেসব দোষ তা সবই আমাদের প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখা এবং ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া। একাত্তরে এটি ছিল না। একাত্তরে সবার স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছিল এবং ভোগবিলাসের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। মানুষের চিন্তা ছিল কীভাবে দেশকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে, উৎসাহ ছিল আত্মত্যাগে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। সেই চেতনাটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক। যার মূল কথাটি হচ্ছে মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে ওই সাম্যটা গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রটি তো কোনো একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত ছিল দেশব্যাপী। দেশব্যাপী কেন বলছি, লড়াইটি তো বিদেশেও চলেছে, যাতে জড়িত ছিলেন প্রবাসীরাও।

পুঁজিবাদী আদর্শ ফিরে এসেছে। ওই আদর্শেই ব্রিটিশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তানিরাও ওই আদর্শেই দীক্ষিত ছিল। এখনকার শাসনকর্তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদী আদর্শের আশ্রয়েই রয়েছেন। ফলে রাষ্ট্রের আদর্শ তো বটেই, সমাজের আদর্শও সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, বদলায়নি।

আমাদের জন্য প্রথম যা দরকার তা হলো কাজ। মানুষ কাজ চায়। এ দেশের মানুষ মোটেই অলস নয়, তারা কর্মী। দেশজুড়ে আজ কাজের জন্য হাহাকার। কাজের সন্ধানে মানুষ উন্মাদের মতো দেশবিদেশে ছোটাছুটি করছে। বিদেশে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষ যে কাজ করতে চায় না; তেমন নিম্নমান কাজ লুফে নিচ্ছে। অথচ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমাদের শাসক শ্রেণির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দুর্নীতি বাড়ে; কিন্তু কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় না।

কাজ বাড়াতে হলে বিনিয়োগ চাই। বিনিয়োগের জন্য পুঁজি দরকার। এদিকে আমলাতান্ত্রিক এই রাষ্ট্র যে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে তা-ও করছে না। কেননা তারা ঘুষ, দুর্নীতি বোঝেন, কর্মসৃষ্টি বোঝেন না।

আরেকটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তা হলো বৈষম্য বৃদ্ধি। ধনীকে সে আরও ধনী করে, গরিবকে করে আরও গরিব। বাংলাদেশের গত চুয়ান্ন বছরের ইতিহাস সর্বাধিক বৈষম্য বৃদ্ধির ইতিহাস।

একাত্তরের চেতনা যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, বৈষম্য বৃদ্ধি তাকে পদে পদে দলিতমথিত করেছে। ধনীদরিদ্রের বৈষম্য তো রয়েছেই, বৈষম্য বেড়েছে নারী-পুরুষের অবস্থানের ক্ষেত্রেও। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা যখন ভালো করছে, শিল্প ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি আগের সব মাত্রা অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা বাড়েনি। মর্যাদাও যে বেড়েছে তা বলা যাবে না।

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেম এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ পুঁজিবাদী আদর্শের অপ্রতিহত দৌরাত্ম্য। প্রত্যেকেই যদি কেবল নিজের কথাই ভাবেন, তাহলে দেশের কথা ভাববেন কে? কিন্তু ভাবতে তো হবে! দেশ না থাকলে তো আমরা নেই। কেবল যে পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়ানোর জায়গাটিও থাকবে না। আমরা শ্যাওলার মতো ভাসতে থাকব।

ভাবলেই চলবে না, কাজও চাই। সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক করা। কারা করবেন চিন্তাভাবনা এবং যোগ দেবেন এ কাজে? দেবেন তারাই যারা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। তাদের সংখ্যা কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি তো একদিনে গড়ে ওঠেনি, তা আছে এবং থাকবেও।

নইলে বিপদ বাড়বে, এখন যেমন বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। বিদ্যমান এই দেওয়া না-দেওয়ার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেক কাজই জরুরি। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক করা, তা ভুললে চলবে না। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সৌজন্যে

জেন-জির অভ্যুত্থান : শ্রীলঙ্কা-

১৬ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসসহ বিভিন্ন বিরোধী দল বলছে, সর্বশেষ ২০২৪ সালে যে লোকসভা নির্বাচন হয়, সেখানেও বিজেপি ভালো ফল করেনি। ভোট কারচুপির মাধ্যমে দলটি জয় পেয়েছে। ডলারের বিপরীতে রুপির দর পতন অব্যাহত আছে। দেশটিতে বেকারত্ব বাড়ছে। এ অবস্থায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এটা বহাল থাকলে মোদি সরকারের পক্ষে ভারতের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। আর তা না করতে পারলে মোদির টিকে থাকাও কঠিন হবে। তুহিন তৌহিদ: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, সমকাল

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

প্রকৃত বন্ধু আসলে কে?

১৪ পৃষ্ঠার পর

সংস্কৃতিতে ভাই, বন্ধু বা পরিচিত কেউ যখন দেখা করে তখন শুভেচ্ছা বিনিময় বা শ্রদ্ধা জানানো সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। সংকটের সময় এটি এড়িয়ে চলা মূলত পাশে না থাকার লক্ষণ এবং সম্পর্কের প্রতি অসততা নির্দেশ করে।

মনোবিজ্ঞানে বন্ধুত্ব ও মানসিক সহায়তা:

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্ব একটি সামাজিক সমর্থন ব্যবস্থা (ংড়পরধষ ংঁঢ়ঢ়ড়ৎঃ ংুংঃবস)। গবেষণা বলছে, সামাজিক সমর্থন মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা মানসিক চাপের সময়ে বন্ধুর সমর্থন পায় তারা কম হতাশায় ভোগে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আত্মহত্যার প্রবণতা কম থাকে, শারীরিকভাবে দ্রুত সুস্থ হয়, জীবনের প্রতি আশাবাদী হয়। মানুষ যখন কষ্টে থাকে, যেমন অর্থনৈতিক সংকট, শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক চাপ বা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত, তখন বন্ধুর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ, করোনাভাইরাস মহামারির সময় যারা বন্ধু বা কাছের মানুষদের সাথে ফোন বা অনলাইনে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল, তারা মানসিকভাবে অনেকটা স্থিতিশীল ছিল। আর একাকীত্বে ভোগা মানুষদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার হার বেশি ছিল। শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণও এই সত্যকে সমর্থন করে। পর্যালোচনামূলক গবেষণায় পাওয়া গেছে যেসব প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চমানের বন্ধুত্বে যেখানে সামাজিক সমর্থন ও সঙ্গদান থাকে, সেটা তাদের মানসিক সুস্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে এবং বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। এ সুবিধা পুরো জীবনকালজুড়ে টিকে থাকে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বন্ধুত্ব কেবল মানসিক স্বাস্থ্য নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথেও সরাসরি সম্পর্কিত। মনোবিজ্ঞানী Julianne Holt-Lunstad-এর বিখ্যাত মেটা-বিশ্লেষণে ৩,০৮,০০০ মানুষের তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, যাদের বন্ধু নেই বা বন্ধুত্বের মান খারাপ, তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ। এই ঝুঁকি প্রতিদিন ২০টি সিগারেট খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধু মানুষের জন্য এক ধরনের 'জীবনরক্ষাকারী ওষুধ'।

বন্ধুত্বের মূল্য ও সত্যিকার বন্ধুত্বের গুরুত্ব শুধু একক কোনো সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বের প্রায় সব ধর্ম ও সংস্কৃতিতেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাপানি সংস্কৃতিতে 'কিজুনা' শব্দটি বন্ধন, বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের প্রতীক। তাদের প্রবাদে বলা হয়-(Shin no tomo wa, konnan no toki ni arawareru) অর্থাৎ 'প্রকৃত বন্ধু কেবল বিপদের সময় প্রকাশ পায়'। এ সম্পর্কে সমাজ মনোবিজ্ঞানী শেলডন কোহেন (Sheldon Cohen) এবং তার সহকর্মীরা বলেন, সামাজিক সমর্থন 'বাফার' হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, জীবনের চাপ বা মানসিক যন্ত্রণা সরাসরি ক্ষতি করতে পারে না যদি পাশে সমর্থনকারী কেউ থাকে।

কীভাবে চেনা যায় প্রকৃত বন্ধু

মানুষ কিভাবে বুঝতে পারে কে প্রকৃত বন্ধু আর কে নয়? কিছু উপায় হলো-

১. সময় পরীক্ষা: সময়ই বন্ধুত্বের আসল পরীক্ষা। বারবার খারাপ সময়ে কারা পাশে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বোঝা যায়।

২. স্বার্থহীনতা: প্রকৃত বন্ধু কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে সাহায্য করে।

৩. আবেগীয় সহায়তা: শুধু কাজেই নয়, কথায়, আচরণে, মানসিক শক্তি যোগানোর মাধ্যমে পাশে থাকে।

৪. নিরাপদ অনুভূতি: সত্যিকারের বন্ধু পাশে থাকলে ভেতরে এক ধরনের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা কাজ করে।

৫. গোপনীয়তা রক্ষা: বিপদের সময় শেয়ার করা ব্যক্তিগত তথ্য তারা কখনো অপব্যবহার করে না।

মনোবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা:

মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায়, মানুষ যদি নিজের সচেতনতা বাড়াতে পারে, সঠিক সীমারেখা টেনে নিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রাখতে শেখে, তবে সে সহজেই ক্ষতিকর সঙ্গ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। এর পাশাপাশি, নিজের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন, ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলাও অত্যন্ত প্রয়োজন। নিচে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলোড়

১. আত্মসচেতনতা: বন্ধুত্ব নিয়ে ভাবুন; কোনো সম্পর্ক আপনাকে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা বা অবসন্ন করে তুলছে কি না, তা ভেবে দেখুন।

২. নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করুন: যদি বন্ধুত্বে উদ্বেগ, মানসিক চাপ বা শক্তি-ক্ষয় অনুভূত হয়, তবে সেটি সংকেত যে সম্পর্কটি স্বাস্থ্যকর নয়।

৩. সীমারেখা টানা ও ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করা: ধীরে ধীরে দূরে সরে আসুন। হঠাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন নেই; ধীরে ধীরে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করা বা একসাথে সময় না কাটানোর মাধ্যমে দূরত্ব বাড়ানো যায়।

৪. 'না' বলতে শিখুন: ভদ্রভাবে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বা অন্য কাজে যুক্ত থাকার কারণে সময় দিতে না পারার কথা জানান।

৫. ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার বন্ধ করুন: ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করলে আবেগগত টান বাড়ে, যা থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই গোপনীয় তথ্য ভাগাভাগি এড়িয়ে চলুন।

৬. নিজের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিন: প্রথমত নিজের বন্ধু হবেন। যে সম্পর্ক মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন এবং একা থাকাকে আনন্দময় করার চেষ্টা করুন। মনে রাখতে হবে, খারাপ বন্ধুত্ব শেষ করা ব্যক্তিগত বিকাশ ও মানসিক সুস্থতার জন্য একটি যথাযথ সিদ্ধান্ত।

৭. সরাসরি ও দৃঢ় হোন: যদি ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করা কাজ না করে, তবে খোলাখুলি জানিয়ে দিন যে সম্পর্কটি আর কার্যকর নয়। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৮. ইতিবাচক সম্পর্ক খুঁজুন: নতুন ক্লাব বা কার্যক্রমে যোগ দিন যেখানে আপনার মতো মানসিকতা ও আগ্রহের মানুষ আছে।

৯. স্ব-যত্নে মনোযোগ দিন: একটি দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করুন যাতে পছন্দের কাজ থাকে এতে আপনার মধ্যে সংযুক্তি ও উদ্দেশ্যবোধ বাড়বে।

১০. ক্ষমা করো কিন্তু ভুলে না যাওয়া: যারা একবার বিপদের সময় দূরে সরে গেছে, তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

'বিপদের বন্ধু-ই প্রকৃত বন্ধু' এই প্রবাদবাক্য মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস। মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যায়, সত্যিকারের বন্ধু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। তারা শুধু সাহায্যই করে না বরং আমাদের আত্মবিশ্বাস ও সমস্যার মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ায়।

অন্যদিকে সুযোগসন্ধানী বন্ধুরা অস্থায়ী, তাদের চিহ্নিত করে সীমারেখা তৈরি করতে হয়। তাই একজন মানুষকে সচেতন হতে হবে কারা কেবল ভালো সময়ে কাছে আসে আর কারা দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায়। সঠিক বন্ধুত্বকে ধরে রাখতে এবং সুযোগসন্ধানীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে একজন মানুষ জীবনে মানসিকভাবে অনেক বেশি স্থিতিশীল, সুখী এবং নিরাপদ বোধ করতে পারে। ড. জেসান আরা : সহযোগী অধ্যাপক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক ঢাকা পোষ্ট এর সৌজন্যে

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

হামাস-মুক্ত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের

৫ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া। কারণ, দেড় দশক আগে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের বিনিময়ে গাজা ভূখণ্ডের দখল নেওয়া হামাসকে সরাসরি 'নিউ ইয়র্ক ঘোষণাপত্রে'র বাইরে রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্যোগে আদৌ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার হত্যাকাণ্ডে ইতি টানতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কূটনৈতিক মহলে। কারণ, বৃহস্পতিবারই নেতানিয়াহু ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়ে বলেছিলেন, ''প্যালেস্টাইন নামে আর কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না।''

তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ১৫৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তাতে প্যালেস্টাইনের প্রতি ইজরায়েলের নীতির তেমন বদল হয়নি। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে সে দেশের সেনা ২০২২ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে যে বিরামহীন আক্রমণ চালাচ্ছে, তাতে গাজার অন্তত ৬০ হাজার প্যালেস্টাইনি মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন। দীর্ঘ অনাহার ও অপুষ্টিতে নারী, শিশু-সহ লক্ষাধিক মানুষ কার্যত মৃত্যুর মুখে। এই আবহে রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত প্রস্তাবে গাজাকে পুরোপুরি হামাসের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

নোবেলের স্বপ্নভঙ্গ! 'চাপ দিয়ে লাভ

৫ পৃষ্ঠার পর

আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ, এছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনিরও জানিয়েছেন ট্রাম্পের নোবেল পাওয়া উচিত। সূত্রের খবর, ভারতের কাছেও একই দাবি জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তাঁর আবেদনকে গুরুত্ব দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনকী বারবার ট্রাম্প ফোন করলেও ফোন তোলেননি প্রধানমন্ত্রী।

যদিও এবছর ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা বড় কম। কারণ, নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ছিল ৩১ জানুয়ারী। ট্রাম্প তার ১১ দিন আগে ক্ষমতায় আসেন। এই অবস্থায় ট্রাম্পের নাম নোবেলের বিবেচনা করা হলে তা আগামী বছর হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুলাই মাসে নোবেলের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছিলেন নেতানিয়াহু। এবিষয়ে কমিটিকে চিঠিও দেন তিনি।

মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সিংহাসনে

৫ পৃষ্ঠার পর

মাস্ক। টেসলার পরিবর্তে টুইটারের উন্নতি করতেই বেশি মন দিচ্ছেন মাস্ক, এমনটাই ধারণা তৈরি হয় লগ্নিকারীদের একাংশের মনে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই কারণেই লাগাতার কমছে টেসলার শেয়ার। তবে ২০২১ সালের পর থেকে সিংহভাগ সময়ই বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির শিরোপা থেকেছে মাস্কের মাথায়।

কাতারে ইজরায়েলি হামলার নিন্দা

৬ পৃষ্ঠার পর

অবসানের জন্য দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথা বলা হয়েছে। ইজরায়েল-সহ ১০টি দেশ শুক্রবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ১২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্যোগে আদৌ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার হত্যাকাণ্ডে ইতি টানতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কূটনৈতিক মহলে। কারণ, নেতানিয়াহু ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়ে বলেছিলেন, ''প্যালেস্টাইন নামে আর কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না।''

তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ সভা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ১৫৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তাতে প্যালেস্টাইনের প্রতি ইজরায়েলের নীতির তেমন বদল হয়নি। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে সে দেশের সেনা ২০২২ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে যে বিরামহীন আক্রমণ চালাচ্ছে, তাতে গাজার অন্তত ৬০ হাজার প্যালেস্টাইনি মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন। দীর্ঘ অনাহার ও অপুষ্টিতে নারী, শিশু-সহ লক্ষাধিক মানুষ কার্যত মৃত্যুর মুখে। এই আবহে রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত প্রস্তাবে গাজাকে পুরোপুরি হামাসের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে

৬ পৃষ্ঠার পর

কর্মীদের শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় সিউলে পৌঁছানোর কথা।

জর্জিয়ায় পরিচালিত এই অভিযান ছিল একটি নির্দিষ্ট স্থানে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত সবচেয়ে বড় অভিযান, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন কড়াকড়ির নীতির আওতায় পরিচালিত হলো।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আটক হওয়া বেশিরভাগ কোরিয়ান কর্মী এমন ভিসায় ছিলেন যা হাতে-কলমে নির্মাণকাজের অনুমতি দেয় না।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং এই অভিযানে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এটি বিভ্রান্তিকর এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তিনি আরও জানান, বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজে ভিসা ইস্যু যেন স্বাভাবিকভাবে হয় তা নিশ্চিত করতে সিউল ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক উৎপাদন কারখানা পরিচালনা করছে এবং ওয়াশিংটনের অনুরোধে মার্কিন মাটিতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

হুন্ডাইয়ের প্রধান নির্বাহী হোসে মুনিওজ জানান, আটককৃত কর্মীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ফলে শ্রমিক সংকট দেখা দেওয়ায় নির্মাণকাজে অন্তত দুই থেকে তিন মাসের বিলম্ব হবে। সূত্রঃ রয়টার্স

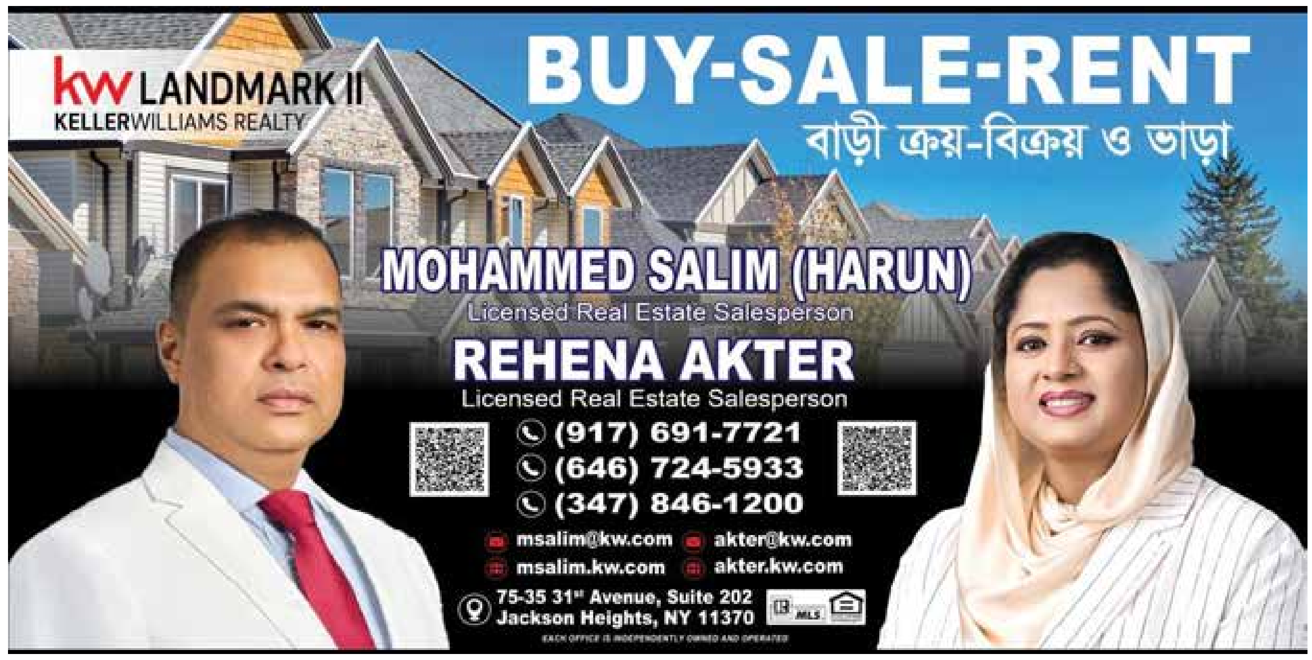

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

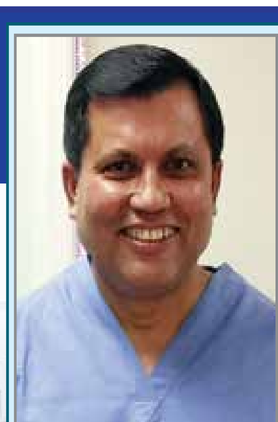

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ডাকসুতে শিবিরের বিজয়

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে পরম্পরাগত যে রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সঙ্গে ভারত দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্ত ছিল, তা এখন পরিবর্তনের মুখে। আওয়ামী লীগ একসময় নয়াদিল্লির সবচেয়ে বিশ্বস্ত অংশীদার থাকলেও বর্তমানে অস্থির অবস্থায় রয়েছে। দলটির নেতারা নির্বাসনে এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যা-ই হোক, বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার কারণে দলটি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবে না।

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলড়বিএনপি দেশের অন্যতম প্রধান দল হলেও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও জনমনে অনাস্থার মুখে পড়েছে তারা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া চিকিৎসা শেষে ঢাকায় ফিরেছেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ এবং রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁর অবর্তমানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেড়যিনি বহু বছর ধরে লন্ডনে অবস্থান করছেনড়ব্যাপকভাবে দূরদর্শী ও জনবান্ধব বলে দেখা হচ্ছে।

এটি স্পষ্টভাবে জামায়াতের জন্য একটি পথ খুলে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ইসলামি দলটির তৃণমূলভিত্তিক নেটওয়ার্ক ও রাজনীতির ময়দানে তাদের 'পরিচ্ছন্ন' ইমেজড় অন্তত হতাশ ভোটারদের চোখেড়আসন্ন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে জামায়াত নেতৃত্বের সরকার বা নতুন জোটে জামায়াতের প্রভাবশালী উপস্থিতি ভারতের জন্য জটিল ও সম্ভাব্য শত্রুতাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ভারতের বৈদেশিক নীতি অ-হস্তক্ষেপমূলক' হলেও বাস্তবে আমাদের নিকট প্রতিবেশের ঘটনা কখনোই সম্পূর্ণভাবে কেবলই তাদের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' নয়। ঢাকায় আরও কট্টর সরকার গঠন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারতবিরোধী উপাদানগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে। বিশেষ করে, পাকিস্তানের আইএসআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।

জামায়াতের উত্থান বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর জন্যও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। ইতিহাসে দেখা গেছে, ইসলামি দলগুলোর রাজনৈতিক উত্থানের সময় হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঝুঁকি বেশি থাকে। জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং এর আদর্শিক ভিত্তিড়য়া ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলামের একটি আরও কট্টর, অনেকের মতে চরমপন্থী ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়েড়এর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ভারতের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এটি দেখাচ্ছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতের অপ্রস্তুত হয়ে পড়া সমীচীন হবে না। নয়াদিল্লিকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সব উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, এমনকি জামায়াতের মধ্যে থাকা পক্ষের সঙ্গেও সংযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি আমরা হয়তো আর ঢাকায় বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্থিতিশীল সরকার পাব নাড়এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

এত দিন আমরা যে কৌশলগত অংশীদারত্বের ওপর নির্ভর করেছি, তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে এবং যত দ্রুত আমরা এ নতুন বাস্তবতা স্বীকার করে প্রস্তুতি নেব, ততই আমরা সামনে আসা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও ভালোভাবে সক্ষম হব। এনডিটিভিতে প্রকাশিত নিবন্ধ

ক্রান্তিকাল চলছে, সিলেটের অনেক

৯ পৃষ্ঠার পর

বাগানমালিক সংশ্লিষ্টরা শঙ্কিত। তারা জানান, এমনিতেই সার কীটনাশক, তেল ইত্যাদির দাম বেড়েছে। এই অবস্থায় চায়ের ইপ্সিত মূল্য পাওয়া না গেলে লোকসান বাড়বে। তারা বলেন, দেশের চা-বাগানগুলোর আদৌ টিকে থাকবে কি না সন্দেহ। ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত চা-এর উত্পাদন খরচ বেড়েছে ৫৮ দশমিক ৩০ ভাগ। একই সময়ে চায়ের দর বেড়েছে ৯ দশমিক ১৬ ভাগ। দামের তুলনায় উত্পাদন খরচ বেশি হওয়ায় চা-শিল্পের আর্থিক সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাই চা-শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে প্রতি কেজি চায়ের গড় মূল্য ২৫০ টাকায় উন্নীত করতে হবে।

যেন 'করামিন' ইনজেকশন দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে

চা-শ্রমিকদের রেশন, বেতন-ভাতা প্রদানসহ নানা বিষয় নিয়ে বাগানমালিকরা চরম সংকটে। সম্প্রতি সিলেটের বুরজান ও মৌলভীবাজারের ফুলতলা চা-বাগান বন্ধ হয়ে পড়লে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা রক্ষায় পৃথক পরিচালনা কমিটি গঠন করে কোনোরকমে যেন 'করামিন' ইনজেকশন দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন। ঐ দুটি বাগান পরিচালনায় রয়েছে দুটি কোম্পানি। কোম্পানি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাগান দুটি পরিচালনা করার কথা।

ভূমির মালিকানা দাবি, মোট চা উত্পাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে সিলেট থেকে

যেখানে বাগানগুলোর অস্তিত্ব সংকটে, সেখানে এখন চা-শ্রমিকরা দাবি জানিয়েছেন, তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাগানে বসবাসরত ভূমি প্রদান করতে হবে। কর্তৃপক্ষীয় মহল বলে, দেশের সব কটি চা-বাগানের মালিক সরকার। সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক এগুলো ইজারা দিয়েছেন। তাই তাদের পক্ষে কাউকে ভূমি প্রদান করার আইনি ভিত্তি নাই। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবুজ পাহাড় ও ঘন বনভূমির জুড়ে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে চা-বাগান অবস্থিত। চায়ের রাজধানীখ্যাত শ্রীমঙ্গল উপজেলা। দেশে চা উত্পাদন মৌসুম জুন থেকে নভেম্বর। চা বোর্ডের দেওয়া তথ্যমতে, দেশে সমতল ও পাহাড় মিলে চা-বাগানের সংখ্যা ১৬৭টি। এর মধ্যে বেশি চা-বাগান সিলেটে। মোট ১৩৭ টির মধ্যে আবার মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে ৯২টি বাগান। আর বাগানগুলোতে চা-চাষের আওতাধীন ৮৫ হাজার ৫৪১ দশমিক ৬২ একর জমি। দেশের মোট চা উত্পাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে এ অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন-সিলেট ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান জিএম শিবলী বলেন, চা-বাগান মালিকদের আন্তরিকতায় প্রতি বছর সর্বোচ্চ পরিমাণ চা উত্পাদন সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ইসমাইল হোসেন জানান, এই ফসলের উত্পাদন বৃদ্ধি ও গুণমান রক্ষায় নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন

৮ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছে এফটি।

তাদের কাছে মূলত জানতে চাওয়া হয়, কীভাবে এরকম বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে বের করে নেওয়া হলো এবং আদৌ তা ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় আছে কী না।

তথ্যচিত্রের শুরুতে শেখ হাসিনার পতনের প্রেক্ষাপট দেখানো হয়।

এ নিয়ে কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক রাফিয়া রেহনুমা হৃদি ও রেজওয়ান আহমেদ রিফাদ। পুরো তথ্যচিত্রে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন, এফটির দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোপ্রধান জন রিড, অ্যাগ্রিকালচার ও কমোডিটি করেসপনডেন্ট সুজ্যানা স্যাভিজ, স্পটলাইট অন করাপশনের ডেপুটি ডিরেক্টর হেলেন টেলর এবং ওয়েস্ট মিনস্টার লবি দলের রিপোর্টার রাফে উদ্দিন।

উল্লেখ্য, সুজ্যানা আগে বাংলাদেশভিত্তিক সাংবাদিক ছিলেন।

ইউটিউবে ও ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের ওয়েবসাইটে ভিডিও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক রাফিয়া রেহনুমা হৃদির বক্তব্য দিয়ে তথ্যচিত্র শেষ হয়।

তিনি বলেন,ওআমাদের ভয়, আমরা হয়তো আমাদের শহীদদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারব নাড়এটাই এখন সবচেয়ে বড় আশঙ্কা৵

লন্ডনে মাহফুজ আলমকে ঘিরে

৮ পৃষ্ঠার পর

রাস্তায় শুয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করেন আওয়ামী লীগের কর্মীরা। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও হাইকমিশনের গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ করেন তারা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মাহফুজ আলম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে আয়োজিত আরেকটি মতবিনিময় সভায় যোগ দেন, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকরা অংশ নেন। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং উপদেষ্টার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

পরে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, 'আজ আমি আওয়ামী লীগের আক্রমণের কাছাকাছি পর্যায়ে ছিলাম।'

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির

৪৮ পৃষ্ঠার পর

ও উদ্যোগ, যা আজ আপনাদের সামনে প্রাথমিকভাবে তুলে ধরতে এবং আপনাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী কমিউনিটি এবং সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাতে আজকের এই আয়োজন।

আজ বিশেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। এই দিনটি আমাদের সবার জন্য গভীর বেদনার, কারণ ২০০১ সালের এই দিনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় হাজারো নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমাদেরই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ভাই-বোন। সোসাইটি ইন্‌ক-এর পক্ষ থেকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ৯/১১-এ সকল নিহতদের। প্রার্থনা করছি তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য এবং তাঁদের পরিবার যেন ধৈর্য ও শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পাওে এবং সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি কেবল একটি সংগঠন নয় এটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঐক্যের প্রতীক, পরিবারের বন্ধন, এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তি। ১৯৭৫ সালে যাত্রা শুরু করা এই সংগঠন আজ অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি স্বনির্ভর, প্রভাবশালী ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি যাঁরা এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশ সোসাইটির এই সাফল্যময় অর্ধশতাব্দীতে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা বিশাল একটি স্বপ্নের বীজ বপন করে গেছেন। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। আজ বাংলাদেশ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই দীর্ঘ যাত্রায় প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের সকল নেতৃবৃন্দ, সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রম, ত্যাগ, দিকনির্দেশনা এবং অবদানের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। একইসঙ্গে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের প্রতি, যাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁদের ত্যাগ, ভালোবাসা ও নিবেদিত সেবা আজও বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মোহাম্মদ আলী তার লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, করোনা মহামারি থেকে শুরু করে যে কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে প্রতিটি সদস্যের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি প্রমাণ করেছে সদিচ্ছা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকলে তার বাস্তবায়ন সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রবাসে থাকা সদস্যদের কল্যাণ ছাড়াও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বার বার অনন্য নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। এই সংগঠন বিভিন্নভাবে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে। প্রবাসীরাও এসব সেবায় উপকৃত হচ্ছেন। ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সার্ভিস, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্যসেবা, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষার জন্য বাংলা স্কুল স্থাপন যা কুইন্স এবং ব্রুকলীনে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এছাড়াও দৈনন্দিন নানান প্রয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি পাশে দাঁড়িয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের। নিজস্ব কবরস্থানের মাধ্যমে সোসাইটি তার একটি বড় সামাজিক দায়িত্বে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছে।

মোহাম্মদ আলী বলেন, ৫০ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রা কেবল উৎসবের নয়, এটি আবেগ, দায়িত্ব ও স্মৃতিরও যাত্রা। তাই মূল অনুষ্ঠানের আগে আমরা আয়োজন করব কয়েকটি ছোট কিন্তু অর্থবহ কর্মসূচি। তার মধ্যে রয়েছে- স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি, কমিউনিটি আলোচনা সভা প্রভৃতি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত কনভেনশন হল টেরেস অন দা পার্কে, অনুষ্ঠিত হবে সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন। বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই অনন্য আয়োজন, যেখানে মিলিত হবে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আবেগ, কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের প্রাথমিক কর্মসূচির মধ্যে থাকবে- সাবেক কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রধান, বিশেষ আলোচনা সভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিশেষ পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান, প্রবাস ও কমিউনিটিতে অবদান রাখা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মোহাম্মদ আলী বলেন, সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ হলো একটি স্মারকগ্রন্থ (স্মরণিকা) প্রকাশনা। এটি কেবল একটি বই হবে না; বরং হবে আমাদের অর্ধশতাব্দীর যাত্রাপথের একটি জীবন্ত দলিল। এতে লিপিবদ্ধ হবে বাংলাদেশ সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, সাফল্য, এবং প্রবাসীদের গল্প। স্মরণিকায় যারা লেখা দিতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সোসাইটির ইমেইলে মূল্যবান লেখাটি পাঠাতে অনুরোধ জানান।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী আরো বলেন, সুবর্ণজয়ন্তী শুধু অতীত উদযাপন নয়, এটি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের জন্য এটি হবে একটি স্থায়ী ঠিকানা যেখানে তারা একত্রিত হবে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এবং বাংলাদেশি পরিচয়ের শেকড়কে আরও দৃঢ় করবে। সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন ভবন কার বা কোন নামে হবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভুইয়ার পাল্টা প্রশ্নে (সাংবাদিকরা এমন প্রশ্ন করতে পারেন কি না? এটা কেমন সাংবাদিকতা?) উপস্থিত সাংবাদিকরা তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সংবাদ সম্মেলন স্থলে বাক-বিতন্ডা আর চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজ সোসাটাইর ভবন সোসাইটির নামেই হবে ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম সাংবাদিকদের কাছে দু:খ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রর্থনা করে সোসাইটির কর্মকান্ডে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। খবর ইউএনএ’র, সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে

৯ পৃষ্ঠার পর

তাকে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হলোড়এমনকি এটিএমে গিয়ে টাকা তুলে প্রমাণ করতে হলো। এত দেরি হওয়ায় আমাদের গাড়ি রেন্টালের বুকিং মিস হয়ে যায়। আর আমাকে ৫০ ইউরো বেশি দিয়ে নতুন গাড়ি নিতে হলো।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এয়ারপোর্ট স্টাফরা ভদ্রই ছিল, আর সেশেলসের মানুষজনও চমৎকার। কিন্তু আসল ব্যাপার হলোড়বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা-অন-অ্যারাইভাল বা অনলাইন ভিসা দেওয়া দেশে ঢুকতে গেলে প্রায়ই এই ধরনের বাড়তি ঝামেলা, সময় নষ্ট আর অতিরিক্ত খরচের মুখোমুখি হতে হয়ড় এমনকি সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও।

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পাসপোর্টের বিড়ম্বনা প্রসঙ্গে সুপরিচিত ট্রাভেল ব্লগার শিশির দেব বলেন, ‘আমি অনেক দেশেই দেখেছি, সাধারণ বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি সেদেশ থেকে বের হওয়ার সময় ফ্লাইটে ওঠার আগ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার পাসপোর্ট, বিশেষ করে ভিসা চেক করা হয়। তবে আমি যেহেতু ট্রাভেল ব্লগ করি, ইউটিউবার পরিচয় শুনে আমাকে তেমন কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। যদিও আমার সঙ্গেই লাইনে দাঁড়ানো অন্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে এমনটা হতে দেখেছি।

নির্বাচনের আগে উপদেষ্টা পরিষদে

৯ পৃষ্ঠার পর

দুটি করে মন্ত্রণালয় সামলাচ্ছেন আরও ১০ জন উপদেষ্টা। সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি মন্ত্রিপরিষদ, প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী, জনপ্রশাসন ও ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দেখছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পদমর্যাদায় বিশেষ সহকারী, বিশেষ দূত ও হাই রিপ্রেজেন্টিটিভ রয়েছেন তিনজন। এছাড়া ছয়জন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার বিশেষ সহকারী এবং একজন সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার বিশেষ সহকারী রয়েছেন।

দেশের একটি জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে সংশ্লিষ্টরা জানান, রদবদলের মাধ্যমে কিছু উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী বড় মন্ত্রণালয় থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট মন্ত্রণালয়ে সরানো হবে, আবার কিছু ছোট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা সদস্য বড় দায়িত্বে আসবেন। নতুন মুখ হিসেবে কিছু উপদেষ্টা সরকারের বাইরে থেকে আনা হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করছেন। সূত্র জানায়, দপ্তর বণ্টনে বড় ধরনের চমক থাকবে। সূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন

যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত দক্ষিণ

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে বলে জানিয়েছে সিউল। পরিস্থিতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট লি বলেন, 'বিদেশে কারখানা স্থাপনের সময় কোরিয়ান কম্পানিগুলো সাধারণত দেশ থেকে কর্মী পাঠায়।

যদি তা আর সম্ভব না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন আরও কঠিন হয়ে যাবে।'

লি জানান, 'ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভিসা সংক্রান্ত বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। শিগগিরই হয়তো বাড়তি কোটার মাধ্যমে অথবা নতুন ভিসা ক্যাটাগরি তৈরির মাধ্যমে বিকল্প তৈরি হতে পারে।'

হুন্দাই কারখানায় অভিযানে মার্কিন কর্মকর্তারা মোট ৪৭৫ জনকে আটক করেন। এর মধ্যে ৩০০ জনের বেশি ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ভিসার নিয়ম ভেঙে কাজ করছিলেন। লি বলেন, কর্মীদের দেশে ফেরাতে বিলম্ব হয়েছে হোয়াইট হাউসের নির্দেশে। দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, আটক কর্মীদের মধ্যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে থেকে আমেরিকান কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক কি না তা যাচাই করতে চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হুন্দাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ওই ব্যাটারি কারখানা পরিচালনা করছে এলজি এনার্জি সলিউশন। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের অনেক কর্মী বিভিন্ন ধরনের ভিসা বা ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন।

কারখানার এক কর্মী বিবিসিকে বলেন, অভিযানের সময় চরম আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। আটক অধিকাংশ কর্মী ছিলেন মেকানিক, যারা উৎপাদন লাইন বসানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। তারা মূলত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছিলেন।

এশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া আংশিকভাবে শুল্ক এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। তবে অভিযানের ঘটনায় কোরিয়ান গণমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

কোরিয়ার সংবাদমাধ্যম দোং-আ ইলবো এ ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে 'একটি ধাক্কা' আখ্যা দিয়েছে।

বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, দুই দেশকে দ্রুত সহযোগিতায় এগিয়ে এসে 'বন্ধুত্বের ফাটল মেরামত করতে হবে।'

তবে হোয়াইট হাউস হুন্দাই কারখানায় অভিযানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিনিয়োগে বিরূপ প্রভাব পড়বে না জানিয়ে সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে।

রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিদেশি কম্পানিগুলোকে আমেরিকানদের চাকরি দেওয়ার আহ্বান জানান। ট্রাম্প বলেন, বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো যদি মার্কিন অভিবাসন আইন মেনে চলে, তবে তাদের কর্মী আনা 'দ্রুত ও বৈধভাবে সম্ভব' হবে।

নাসার কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে

৬ পৃষ্ঠার পর

দেশই চাঁদে পৌঁছাতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঠিক তখনই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

নাসা সাধারণত চীনা নাগরিকদের নিয়োগে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। তবে এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাধারী চীনা নাগরিকরা ঠিকাদার, গবেষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী হিসেবে নাসার গবেষণায় কাজ করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু ৫ সেপ্টেম্বর থেকে চীনা নাগরিকদের নাসার ডেটা সিস্টেম, সভা ও প্রকল্পসংক্রান্ত আলোচনায় সব ধরনের (সরাসরি ও ভারচুয়াল) প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি গোপনীয় হওয়ায় সূত্রগুলো নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বলে জানিয়েছেন।

নাসার মুখপাত্র বেথানি স্টিভেন্স এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, 'নাসা চীনা নাগরিকদের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের কর্মসূচির নিরাপত্তা রক্ষায় স্থাপনা, উপকরণ ও নেটওয়ার্কে তাদের শারীরিক ও সাইবার প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে।'

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের মানুষসহ চাঁদে মিশন পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক শন ডাফি সম্প্রতি এক ভাষণে বলেন, 'আমরা এখন দ্বিতীয় মহাকাশ প্রতিযোগিতায় আছি।

চীন আমাদের আগে চাঁদে পৌঁছাবে না এবং আমি তা কোনোভাবেই হতে দেব না। আমেরিকা অতীতে যেমন মহাকাশে নেতৃত্ব দিয়েছে, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।'

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর আগে চীনা নাগরিকরা নাসার কর্মী হিসেবে না হলেও, ঠিকাদার বা শিক্ষার্থী হিসেবে গবেষণা কাজে অংশ নিতে পারতেন। এ বছর বাজেট ও কর্মী সংকোচন এবং মহাকাশ অনুসন্ধান কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে থাকা নাসার জন্য এ পদক্ষেপ নতুন এক ধাক্কা।

মার্কিন সিনেটর টেড ক্রুজ বুধবার মার্কিন চেম্বার অব কমার্সের এয়ারোস্পেস সম্মেলনে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রকেই মহাকাশে নিয়ম তৈরির নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি জানান, বোয়িংয়ের স্পেস লঞ্চ সিস্টেম ও লকহিড মার্টিনের ওরিয়ন ক্যাপসুলের জন্য যে অর্থায়ন দেওয়া হয়েছে তার সাহায্যে আমেরিকান মহাকাশচারীরা চাঁদে ফিরে যাবে, চীনারা নয় এবং মঙ্গলের পথে নেতৃত্ব দেবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন জলবায়ু গবেষণায় বড় কাটছাঁট করেছে, যার মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড পর্যবেক্ষণকারী দুটি স্যাটেলাইট বাতিলের প্রস্তাবও রয়েছে। নাসার আর্থ সায়েন্স প্রোগ্রামেও বড় ধরনের অর্থ কাটছাঁটের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা বাড়ছে। দুই দেশ এখন পাল্টাপাল্টি শুল্কযুদ্ধে লিপ্ত।

সূত্র : ব্লুমবার্গ

চার্লি কার্কের হত্যাকান্ডে যুক্তরাষ্ট্রে কি

৭ পৃষ্ঠার পর

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁকে গুলি করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কী, তা জানা যায়নি। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করা হয়েছে বলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন। তবে তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।

কার্ককে হত্যার ঘটনায় তাঁর অনেক রক্ষণশীল সহকর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এ হামলার জন্য উদারপন্থী রাজনীতিকদের দায়ী করেছেন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে কঠোর আগ্নেয়াস্ত্র আইন প্রণয়নের দাবি তুলেছেন।

এ ধরনের তর্কবিতর্ক মার্কিন আইনপ্রণেতাদের কাছে পরিচিত ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবেও এর প্রভাব রয়েছে।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের দ্বিতীয় শীর্ষ রিপাবলিকান সদস্য স্টিভ স্ক্যালিস বলেন, 'আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। এর শেষ হতে হবে।'

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) স্টিভ আরও বলেন, 'এটা এমন একটা সমস্যা, যা আমরা বৃদ্ধি পেতে দেখছি। এটা মোকাবিলা করতে হবে। বন্ধ করতে হবে।'

স্ক্যালিস নিজেও ২০১৭ সালে কংগ্রেসীয় বেসবল অনুশীলন চলার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশটিতে বন্দুক সহিংসতায় ৪৬ হাজার ৭২৮ জন নিহত হয়েছেন। এ সংখ্যা এ যাবৎকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ।

দুই বছর আগে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে কংগ্রেস। ৩০ বছরের মধ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ এটাই প্রথম। তবে দুই দলের সমর্থনে পাস হওয়া বিলটি আইনি ফাঁকফোকর এবং যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারলেও গুলির ঘটনা তেমন একটা থামাতে পারেনি।

রাজনৈতিক বিভাজন

কার্কের মৃত্যুর ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিভাজন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সর্বশেষ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলাকে কেন্দ্র করে দেশটির মানুষ কোনো ট্র্যাজেডি নিয়ে এক জোট হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তার অন্যতম সেরা সমর্থককে হারিয়েছে। এখন আমাদের সবার দায়িত্ব হলো, সেই দুষ্টশক্তিকে পরাস্ত করা, যারা চার্লিকে (কার্ক) আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।'

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সমর্থক ও 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' (এমএজিএ) আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার থাকা লরা লুমার বলেন, 'সরকারের উচিত সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে বামপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

সহিংস প্রতিবাদে অর্থায়নকারী যেকোনো বামপন্থী সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। কোনো দয়া দেখানোর সুযোগ নেই।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক এবং ধনকুবের ইলন মাস্ক আরও সরাসরি আক্রমণ করেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'বামেরা হলো হত্যাকারীর দল।'

ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়মিত 'চরম বামপন্থী উন্মাদ' বলে আক্রমণ করেন। তাদের যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। ট্রাম্প বুধবারের গুলির ঘটনাকে অতিরিক্ত উসকানিমূলক বক্তব্যের ফলাফল বলেছেন।

নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেন, 'যাঁদের সঙ্গে মতভেদ আছে, তাঁদের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়ভাবে শত্রু প্রতিপন্ন করার করুণ পরিণতিই হলো সহিংসতা ও হত্যা।'

ডেমোক্র্যাটদের প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক শান্ত ছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা এখনো জানি না, চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যার পেছনে উদ্দেশ্যটা কী। তবে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ঘৃণ্য সহিংসতার কোনো স্থান নেই।'

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য গ্যাবি গিফর্ডস বলেন, 'গণতান্ত্রিক সমাজে সব সময়ই রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকবে। কিন্তু আমাদের কখনো যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি দেশ বানাতে দেওয়া চলবে না, যেখানে সহিংসতার মাধ্যমে মতবিরোধের সমাধান করা হয়।'

গ্যাবি গিফর্ডস ২০১২ সালে এক বন্দুকধারীর হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

অবশ্য ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের গভর্নর এবং ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী জেবি প্রিৎজকার অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি সরাসরি ট্রাম্পকে রাজনৈতিক সহিংসতা উসকে দেওয়ার জন্য দায়ী করেছেন। সাংবাদিকদের প্রিৎজকার বলেন, 'এটা এখনই বন্ধ করতে হবে। আমার মনে হয়, এই দেশে কিছু মানুষ ইচ্ছা করে সহিংসতা উসকে দিচ্ছে। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য প্রায়ই এ ধরনের উসকানি জোগায়।'

মার্কিন নাগরিকেরা অবশ্য ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার বিপক্ষে। গত বছরের অক্টোবরে রয়টার্স/ইপসোস পরিচালিত এক জরিপে মার্কিন নাগরিকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করতে অন্য দলের কাউকে হুমকি বা ভয় দেখানোকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করে কি না।' মাত্র ৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে, যা একেবারেই নগণ্য সংখ্যা।

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রুথ ব্রাউনস্টাইন কার্ক ডানপন্থী রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, এসব ঘটনায় আগে থেকে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। ব্রাউনস্টাইন বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে এটা অবশ্যই এক বিরাট ট্র্যাজেডি। তবে একই সঙ্গে এটি আগে থেকে প্রচণ্ড উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। এটা বাস্তবসম্মত আশঙ্কা এবং সত্যিকারের ঝুঁকি।'

বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করা সংগঠন ব্র্যাডির প্রধান নীতিনির্ধারক কর্মকর্তা ক্রিশ্চিয়ান হেইনে দলগুলোকে আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়ে অভিন্ন সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানান। ব্র্যাডির নামকরণ হয়েছে জেমস ব্র্যাডির নামে।

হোয়াইট হাউসের সাবেক এ প্রেস সেক্রেটারি ১৯৮১ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের ওপর হত্যাচেষ্টার সময় গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

হেইনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাইট ব্লুস্কাই-এ লিখেছেন, 'বন্দুক সহিংসতা দলীয় পরিচয় দেখে না। এটা নির্বিচার ঘটে। আর মার্কিন জনগণ সব সময়ই এই সহিংসতার ভুক্তভোগী। আমরা জানি পরিবর্তন সম্ভব। আমাদের এমন ভান করা বন্ধ করতে হবে যে এখানে আলাদা আলাদা পক্ষ আছে।

বরং সবাই মিলে নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য লড়াই করতে হবে।'

একজন রিপাবলিকান নেতা উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেছেন। তিনি হলেন উত্তর ক্যারোলিনার সিনেটর টম টিলিস। তিনি বলেন, 'কার্কের মৃত্যু নতুন সংঘাতের অজুহাত হতে পারে না। যারা শান্তভাবে আলোচনা করার বদলে সহিংস প্রতিক্রিয়াকে উসকে দেয়, তারা কার্ক এবং অন্যদের মৃত্যুর জন্য কিছুটা হলেও দায়ী।'

খবর রয়টার্সের

যুক্তরাষ্ট্রে আউটসোর্সিং কর প্রস্তাব,

৬ পৃষ্ঠার পর

ভবিষ্যতে বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বিদেশি (বিশেষ করে ভারতের মতো) আউটসোর্সিং আইটি সেবা কিনার পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে পারে।

তবুও যদি মার্কিন কোম্পানিগুলোকে এই কর দিতে হয়, তাহলে যারা বিদেশি আইটি সেবার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল তারা অবশ্যই প্রতিরোধ করবে, যা ব্যাপক লবিং ও আইনি লড়াইয়ের মঞ্চ প্রস্তুত করবে বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষক ও আইনজীবীরা।

ভারতের ২৮৩ বিলিয়ন ডলারের তথ্যপ্রযুক্তি খাত গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সফটওয়্যার সেবা রপ্তানির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে অ্যাপল, আমেরিকান এক্সপ্রেস, সিসকো, সিটিগ্রুপ, ফেডেক্স এবং হোম ডিপো। এখন এটি ভারতের জিডিপির ৭ শতাংশের বেশি জুড়ে রয়েছে।

তবে গ্রাহক দেশগুলোতে এ খাত সমালোচিত হয়েছে। কারণ গ্রাহক দেশগুলো মনে করছে, ভারতের কম খরচের কর্মীরা তাদের দেশের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে। গত সপ্তাহে মার্কিন রিপাবলিকান সিনেটর বার্নি মোরেনো 'হায়ার অ্যাক্ট বা নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রস্তাব' নামে একটি বিল উপস্থাপন করেছেন। এই অ্যাক্টে প্রস্তাব করা হয়েছে, বিদেশি কর্মী নিয়োগের বদলে আমেরিকান কর্মীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিদেশি আউটসোর্সিং সেবার ওপর কর আরোপ করা হবে এবং এই কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মশক্তি উন্নয়ন করা। বিলটি কোম্পানিগুলোকে আউটসোর্সিং খাতে ব্যয়কে কর-ছাড়যোগ্য হিসেবে দেখানোর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করবে। এই প্রস্তাব ভারতের আইটি খাতের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়ে এসেছে। খাতটি বর্তমানে প্রধান মার্কিন বাজারে দুর্বল রাজস্ব প্রবৃদ্ধির সঙ্গে লড়াই করছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি ও শুল্ক অনিশ্চয়তার কারণে গ্রাহকেরা অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যয় স্থগিত করেছেন।

আইন বিশেষজ্ঞ ও শিল্প পর্যবেক্ষকদের মতে, কোম্পানিগুলো প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে জোরালো লবিং করবে এবং এটি আইন হিসেবে কার্যকর হলে আদালতে চ্যালেঞ্জ করবে।

অলকর্ন ইমিগ্রেশন ল্র সিইও সোফি অলকর্ন বলেছেন, "এ ধরনের একটি বিল সম্ভবত মার্কিন কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, যারা আউটসোর্সিংয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিলটি যদি কখনও আইন হিসেবে পাস হয়, তারা সম্ভবত এর বিভিন্ন দিক চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করবে।"

তবে বিলটির শর্ত বাস্তবায়নের বাস্তব সমস্যার কারণে কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এইচএফএস রিসার্চের সিইও ফিল ফারশ্ট বলেছেন, "আরও সম্ভাবনা হলো একটি হালকা সংস্করণ, যেখানে সীমিত ধারা থাকবে বা কার্যকর হওয়ার সময় বিলম্বিত করা হবে।"

বিলটি মার্কিন কোম্পানির গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারগুলোকেও (জিসিসি) প্রভাবিত করতে পারে, যেগুলো কম খরচের অফশোর ব্যাক-অফিস থেকে উন্নীত হয়ে এখন উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনী কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে, যা অপারেশন, আর্থিক খাত, গবেষণা ও উন্নয়নকে সহায়তা করে। এভারেস্ট গ্রুপ পার্টনার ইউগল জোশি বলেছেন, "বিদ্যমান কাজ থেকে সরে আসা কঠিন হবে, তবে নতুন সেটআপ ও সম্প্রসারণ প্রভাবিত হতে পারে।" সিএএম-এর পার্টনার ভারত রেড্ডি বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রে উপযুক্ত মানবসম্পদের অভাব একটি চলমান সমস্যা, যা নিকট ভবিষ্যতে কেবল আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব।"সূত্র: রয়টার্স

ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে

৬ পৃষ্ঠার পর

পরেই এই বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "এটা ব্রাজিলের জন্য ভাল হল না।" আরও এক ধাপ এগিয়ে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, এই 'অন্যায্য রায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ' করবে আমেরিকা। তবে সেটা কী পদক্ষেপ, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

বোলসোনারোর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক বরাবরই মসৃণ। একাধিক বার প্রাক্তন ব্রাজিলীয় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ট্রাম্প। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশের উপর ৫০ শতাংশ শুল্কও চাপিয়েছে আমেরিকা। তবে ব্রাজিলের উপর তাঁর গোসার কারণ যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া, তা-ও স্পষ্ট করে দেন ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের উপর আমেরিকা আরও শুল্ক চাপাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বোলসোনারো যে অভিযোগে অভিযুক্ত, তাতে সর্বোচ্চ সাজা হল ৪৩ বছরের জেল। তবে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বয়স এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সাজার মেয়াদ কমানোর সিদ্ধান্ত নেন ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। চার বিচারপতির মধ্যে তিন বিচারপতিই ওই সাজার পক্ষে রায় দেন। বোলসোনারোর আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তম বেঞ্চের কাছে আবেদন জানাবেন।

২০২২ সালে ব্রাজিলের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী নেতা লুলার কাছে হেরে যান অতি দক্ষিণপন্থী বোলসোনারো। ভোটে হেরে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর সমর্থকেরা ব্রাজিলের সংসদ ভবন আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মামলা হয়। ব্রাজিলের আদালত বোলসোনারোকে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সে দেশের নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম ইলেকটোরাল কোর্ট জানায়, আট বছর ব্রাজিলের কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তিনি। এ বার তাঁকে ওই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ২৭ বছর জেলে থাকার সাজা শোনাল ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের

৯ পৃষ্ঠার পর

আছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গেই তারা কথা বলতে আগ্রহী।

ভারতের বক্তব্য: গত ২০ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'ভারত আবার জানাতে চায়, আমাদের প্রত্যাশা হলো বাংলাদেশে দ্রুত অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও ইনক্লুসিভ নির্বাচন হোক, যেখানে মানুষ তাদের রায় দিতে পারবে এবং মানুষ কী ভাবছে, তা বোঝা যাবে।' এর মধ্যে 'ইনক্লুসিভ' কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইনক্লুসিভ মানে অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সহজ বাংলায় সবাইকে নিয়ে নির্বাচন চায় ভারত।

এই কূটনীতির ভাষার মধ্যে দিয়ে ভারত একটা কথা বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রত্যাশা হলো আওয়ামী লীগও যেন নির্বাচনে লড়তে পারে। যদিও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই তারা আগামী নির্বাচনে লড়তে পারবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান, গুরুত্ব, পছন্দ বোঝার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা মাথায় রাখা খুবই জরুরি।

ভারতের পছন্দ-অপছন্দ: ওপি জিন্দল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞার কারণে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লড়তে পারবে না, এটা ধরে নেওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রথম চাওয়া হবে, বাংলাদেশে যেনো ভোটের পর একটা স্টেবল বা স্থায়ী সরকার গঠিত হয়।'

একই কথা বলছেন প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত রায়চৌধুরী। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেছেন, 'ভারত নিজের স্বার্থেই চাইবে না, বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশে অস্থির সরকার হোক। ফলে স্থায়িত্ব তো ভারত নিঃসন্দেহে চাইবে।'

শ্রীরাধা মনে করেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারত বিএনপি-কেই ক্ষমতায় দেখতে চাইবে। কারণ, জামায়েত ও এনসিপি-কে নিয়ে ভারত খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী নয়।'

অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এবং রাজ্যসভার সাবেক সাংসদ জহর সরকার ডিডাব্লিউকে বলেছেন, 'এখন যে দলগুলি নির্বাচনে থাকছে, তার মধ্যে বিএনপি সবচেয়ে পুরনো দল। আওয়ামী লীগের ভোট তো কোথাও একটা যাবে। বিএনপি-র সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থিদের ধাক্কায় বিএনপি সেন্টার থেকে সেন্টার লেফটে চলে গেছে। এনসিপি নতুন দল, শিকড় গজায়নি। তাদের জেতার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তারা অন্য দলের ভোট কাটবে। দক্ষিণপন্থিদের ভোট কাটলে বিএনপি-র সুবিধা হবে, বিএনপির কাটলে দক্ষিণপন্থিদের সুবিধা হবে।'

কিন্তু তিনি মনে করেন, 'এখানে ভারতের চাওয়া-পাওয়ার খুব বেশি গুরুত্ব নেই। বাংলাদেশের মানুষ যাদের ক্ষমতায় আনবে, ভারতকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

ভারতের নীতি কী হবে? : জহর সরকার মনে করেন, 'ভারতকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে। ভারত এই অবস্থান নিক, বাংলাদেশ ঠিক করুক, কারা ক্ষমতায় আসবে।' শ্রীরাধার মতে, 'এবারে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৯৬ সালের থেকে আলাদা। কোনো সন্দেহ নেই, বিএনপি ক্ষমতায় এলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের দিক থেকে ভালো হবে। জামায়াতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। এনসিপি-র সঙ্গে ভারতের কোনো যোগাযোগই তৈরি হয়নি।' জয়ন্ত বলেছেন, 'ভারত মনে করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত মানুষরা ভারত-বিরোধী কথা বলেছেন, অবস্থান নিয়েছেন। ভারতের সবচেয়ে বড় চিন্তা হলো, বাংলাদেশের জমি যেন ভারত-বিরোধী কাজে ব্যবহার না করা হয়। আর জামায়াতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না।'

শ্রীরাধার প্রশ্ন, 'নির্বাচনটা কি বিএনপি বনাম জামায়েত হবে? জামায়েত সমর্থিত ছাত্রশিবির যেভাবে ডাকসু নির্বাচনে জিতেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, ওরা এবার প্রস্তুত হয়ে ভোটে নেমেছে ও নামছে। সেক্ষেত্রে ভারতের পছন্দটাও স্পষ্ট থাকবে।' জহর সরকার মনে করেন, 'শেষের দিকে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন ও দুর্নীতির বিষয়টা জেনেও ভারত তাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। এটা ঠিক নীতি নয়। আবার শেখ হাসিনা সবসময় ভারতের সঙ্গে থেকেছেন, তাই তাকে ত্যাগ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।' সবমিলিয়ে ভারতের সামনেও পরিস্থিতিটা বেশ জটিল। অনেক কঠিন অঙ্ক কষতে হবে ভারতকে। সেই অঙ্কে জড়িয়ে থাকবেন শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, জামায়েত, ইউনূস, এনসিপি এবং নিজেদের স্বার্থের বিষয়টি।-সংবাদ সূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

৯ পৃষ্ঠার পর

হাতে নেই।" কমিশনের পক্ষ থেকে বৈঠকে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ, কমিশন সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, আসিফ নজরুল, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং
- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভুলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুষজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি

দক্ষিণ আফ্রিকায় নিখোঁজ বাংলাদেশির মরদেহ মিলল

৮ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। এ ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত কাজী মহিউদ্দিন পলাশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গাবুয়া গ্রামের বাসিন্দা মরহুম কাজী আমিনুল উল্যাহর ছেলে। পলাশের ভাই পল্লী চিকিৎসক কাজী আলমগীর জানান, পলাশ প্রায় ১৪ বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। গত তিনদিন ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিল। পরে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ থেকে হত্যার বিষয়টি উদঘাটন করে।

তিনি বলেন, ‘‘পলাশ তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মালাউই নামক দেশের এক নাগরিককে কর্মচারী হিসাবে রেখেছিলেন। সেই কর্মচারী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে পলাশকে হত্যা করে। পরে মরদেহ দোকানের ফ্রিজে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যায় সে। অভিযুক্ত কর্মচারী এখনো পলাতক। তাকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ।’’

বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুর রহমান বলেন, ‘‘পরিবারের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পলাশ ১৪ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে পরিবার।’’

কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার নিবন্ধন

৫২ পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন গত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই সেবার উদ্বোধন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের প্রতীক হিসেবে তিনি কয়েকজন নিবন্ধিত প্রবাসীর হাতে স্মার্ট এনআইডি কার্ড তুলে দেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। সিইসি বলেন, “যেখানেই তারা (প্রবাসী বাংলাদেশি) থাকুক না কেন, সব নাগরিক যখন অংশগ্রহণ করতে পারে, তখনই গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।” বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার আরো সহজলভ্য করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন সিইসি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, “প্রবাসীরা যেভাবে রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন, সেভাবেই তাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত।” অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সিইসি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। নতুন এই কর্মসূচির আওতায় এখন কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন ও টরন্টোর কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে ভোটার নিবন্ধনসহ এনআইডি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার কাজী রাসেল পারভেজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডেপুটি হাইকমিশনার দেওয়ান হোসনে আয়ুব। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ প্রায় এক কোটি প্রবাসী নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।এর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান যেমন গুরুত্ব পাবে, তেমনি তাদের কণ্ঠস্বরও দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হবে।

মেয়র নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কে নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার

৫২ পৃষ্ঠার পর

সিটির মেয়র নির্বাচিত হই, তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শহরে পা রাখলেই তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিব।” নেতানিয়াহুকে গাজায় গণহত্যা চালানো যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে মামদানি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাকে সম্মান জানাতে তিনি নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগকে বিমানবন্দরেই নেতানিয়াহুকে আটক করতে বলবেন। তবে আইনি বিশেষজ্ঞরা নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন, এ ধরনের গ্রেফতার কার্যত অসম্ভব এবং এমনকি এটি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইনেরও লঙ্ঘন হতে পারে। তবুও মামদানির এ ঘোষণা নিউইয়র্কে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কারণ শহরটিতেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইহুদি সম্প্রদায়ের বসবাস।

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

— সম্পাদক

কুইন্স লাইব্রেরিতে “হোপ নেভার ডাইস” প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী ২৭ সেপ্টেম্বর

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ের বাস্তবতা, মানুষের কষ্ট আর মানবিক বিপর্যয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে এক হৃদয়স্পর্শী প্রামাণ্যচিত্রড়হোপ নেভার ডাইস”। এই প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে সংকটের মধ্যেও কীভাবে মানুষ আশা ধরে রেখেছে, একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার এই প্রামাণ্যচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার লাইব্রেরির সেন্ট্রাল অফিস (89-11 Merrick Blvd, Jamaica, NY 11432) মিলনায়তনে দুপুর ২টায় এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

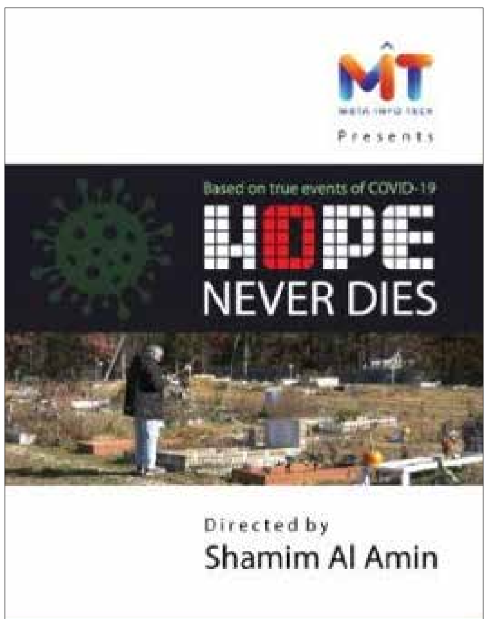

কুইন্স লাইব্রেরির নিউ অআমেরিকান প্রোগ্রাম এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে। এই আয়োজনের ইভেন্ট পার্টনার অলাভজনক সংস্থা ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশন। সহায়তা দিয়েছে অটিজম সোসাইটি হাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো)। বিনামূল্যে এই আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে “মুক্তির গান” ও “মাটির ময়না”র মতো চলচ্চিত্রের সহ-নির্মাতা ক্যাথরিন মাসুদকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কুইন্স লাইব্রেরির সহকারি পরিচালক ফ্রেড জে গিটনার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম, ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মো: হাসান সহ বিশিষ্টজনেরা এতে যোগ দেবেন।

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ছাড়াও অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মেলাল শাহ এবং খন্দকার রাশিদুল হক। যন্ত্র সঙ্গীতে থাকবেন স্বপন দত্ত। সঞ্চালনা করবেন জনম সাহা।

প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ, গবেষণা, পরিকল্পনা ও স্ক্রিপ্ট লিখেছেন লেখক, সাংবাদিক ও নির্মাতা শামীম আল আমিন। ৪৪ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই প্রামাণ্যচিত্রে নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে কোভিড-১৯ এর সময়ের ভয়াবহতা, মানুষের লড়াই, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও মনোবলের উঠে এসেছে।

প্রামাণ্যচিত্রে যাদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তারা হলেন সাবেক কলেজ প্রিন্সিপাল, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রানা আহমেদ, শিক্ষক, গায়িকা ও থিয়েটারকর্মী মিলাদুন অ্যানি, ইউনিসেফের টিকাদান বিষয়ক সিনিয়র অ্যাডভাইজর ডা. আনিসুর রহমান সিদ্দিকী, ক্রিডমোর সাইকিয়াট্রিক সেন্টারের চিফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. মুনিবুর আর খান, অ্যালমহার্স্ট হাসপাতালের এটেনডিং ফিজিশিয়ান ডা. মিতা চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মালেক, সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, মেটা ইনফো টেক (এমআইটি) ফাউন্ডার ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী, নিউইয়র্কের স্কুলের শিক্ষক সহকারী, আবৃত্তিশিল্পী ও থিয়েটারকর্মী শুক্লা রায়, ইউএস পোস্টাল সার্ভিস কর্মরত ও আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সংগীতশিল্পী মেলাল শাহ, নিউইয়র্ক সিটির প্যারামেডিক মোতাসিম “বিল” হোসেন, সাবেক স্কুল শিক্ষক নাসিম বানু চাঁপা, ইয়েলো ক্যাব চালক আব্বাস আলী এবং হাইস্কুল শিক্ষার্থী গুঞ্জরি সাহা।

প্রামাণ্যচিত্রের সূচনা ও সমাপনীতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। ধারাবর্ণনায় ছিলেন শামস উজ জোহা। টাইপোগ্রাফি ও পোস্টার ডিজাইন করেছেন মামুন হোসাইন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন স্বপ্নীল সজীব এবং সংগীতায়োজনে ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী জিতু। এই প্রামাণ্যচিত্রের দৃশ্যধারণ করেছেন শফিকুল ইসলাম সাবু, শামীম আল আমিন ও শেখ তানভীর আহমেদ। গ্রাফিক্স, সম্পাদনা ও সংগীতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। সিনে হাউজ মিডিয়া ছিল কারিগরি সহায়তায়। প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণে অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দিয়েছে নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেটা ইনফো টেক (এমআইটি)।

প্রামাণ্যচিত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিস্থিতির কথা এলেও এটি মূলত নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে। গত ২০ জুন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে প্রামাণ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এটি প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে। “Hope Never Dies” শুধু একটি প্রামাণ্যচিত্র নয়, বরং এটি এক ভয়াবহ সময়ের জীবন্ত দলিল এবং মানুষের অদম্য আশা ও বেঁচে থাকার প্রতীক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ডালাসে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে দ্বন্দ্বে নির্মম হত্যার শিকার

৫২ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন। সেখানে কিউবার এক অভিবাসী তাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ও শিরশ্ছেদ করে হত্যা করেছে।

ওই ভারতীয়র নাম চন্দ্র নাগামাল্লাইয়াহ। তিনি কর্ণাটকের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তার মোটেলের কর্মচারি কিউবার অভিবাসী ইয়োরদানিস কোবোস-মার্টিনেজকে একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, চন্দ্র নাগামাল্লাইয়াহ অপর এক কর্মচারীকে তার কথা অনুবাদ করে কোবোস-মার্টিনেজকে বলতে বলেন। এতে কোবোস ক্ষিপ্ত হন।

এরপর তিনি একটি চাপাতি নিয়ে ৫০ বছর বয়সী চন্দ্রকে বেশ কয়েকটি কোপ দেন। ওই সময় বাঁচতে তিনি মোটেলের সামনের দিকে দৌড় দেন। তাকে বাঁচাতে তার স্ত্রী ও ১৮ বছর বয়সী ছেলে এগিয়ে আসলে তাদের ধাক্কা মারেন কোবোস। এরপর তাকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করে এ পাষণ্ড। এছাড়া তার কাটা মাথায় লাথিও মারেন তিনি। এরপর কাটা মাথাটি তিনি ময়লার ড্রামে ফেলে দিতে যান। ওই সময় তার পুরো শরীর রক্তাক্ত ছিল। ড্রামে ফেলে দিয়ে হাতে থাকা চাপাতি নিয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কোবাস।

নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানো ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরআগে অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগ ছিল। হোস্টনে তিনি গাড়ি থেকে চুরি ও মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সূত্র: এনডিটিভি

মসজিদ আল আমানের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা: নানান জটিলতা কাটিয়ে উঠতে বর্তমান কমিটি সক্ষম হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধুষ্যিত ওজনপার্কের মসজিদ আল আমান এর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৭ই আগস্ট রোববার বাদ মাগরিব মসজিদের হল রুমে সভাপতি কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসীম উদ্দিনের সাবলীল সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআনে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মোহাম্মদ আলী। স্বাগত বক্তব্যে মসজিদের সভাপতি কবীর চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন পর সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আবারও আমরা সাধারণ সভায় মিলিত হতে পেরে মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন ও সাধারণ মুসল্লিয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যারা আজকের সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। তবে একটি আবেদন করছি, যারা আজকে পঠিত রিপোর্ট এর উপর প্রশ্ন উত্তর পর্বে কথা বলবেন ও পরামর্শ প্রদান করবেন, তারা যেন মসজিদের আদব রক্ষা করে শৃঙ্খলার সাথে সাধারণ সভাকে সফল করতে সহযোগিতা করেন। এরপর শুরু হয় মসজিদের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক চমৎকার সংক্ষিপ্ত বার্ষিক রিপোর্ট ও শাহজালাল একাডেমীর এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেইন খানের ১৭ পৃষ্টার পঠিত রিপোর্ট এর উপর পর্যালোচনা। প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মুসল্লিদের কাছে প্রদান করা হয় লিখিত টোকেন। যাতে প্রশ্নকারী নিজের নাম লিখে জমা দিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে প্রশ্ন করতে পারেন। তবে শেষের দিকে বিনা টোকেনে হাত তুলে প্রশ্নে করার সুযোগ প্রদান করা হয়। পঠিত দু'টি রিপোর্ট এর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, মাওলানা রশীদ আহমদ, মৌলভী আব্দুল আজিজ, নজরুল ইসলাম কুয়েতী ও বুরহান উদ্দিন কফিল।

বক্তারা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ আল আমান পুর্বের নানান জটিলতা ও প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠতে বর্তমান কমিটি অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে এবং সেক্রেটারীর রিপোর্ট অনুযায়ী অচিরেই মসজিদের সিও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্টের উপর পর্যালোচনার শেষ পর্যায়ে শহীদুল্লাহ সহ জনৈক কিছু মুসল্লিদের নিয়ম বহির্ভুত প্রশ্ন করায় মসজিদের সভাপতি কবীর চৌধুরী ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন, আমরা সবাই মানুষ, তাই আমাদের ভুল হতেই পারে। কিন্ত যারা মসজিদের আদাবকে তোয়াক্কা না করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন, তারা কখনও ভাল মানুষ তথা মুসল্লি হতে পারেন না। তিনি সবাইকে মসজিদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে যে কোনো পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান।

সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সামছুল আবেদীন,আবদুস শহীদ মাস্টার, গৌছ এ খান, কামাল পাশা বাহার, সাবেক সভাপতি খলীল আহমদ, সাবেক সেক্রেটারী শরীফ উদ্দিন, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ হেলাল ইউ হক বাবুল প্রমুখ।

পরিশেষে কবীর চৌধুরী বলেন,মসজিদ আল আমানের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সকল মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা ও এক্সিকিউটি কমিটির দায়িত্বশীল এবং সাধারণ মুসল্লিদের আবারও মোবারকবাদ জানিয়ে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। রশীদ আহমদ প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড, বামপন্থীদের দুষছেন ট্রাম্প ও মাস্ক

৭ পৃষ্ঠার পর

জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের (বামদের) বক্তব্য রক্ষণশীল এই কর্মীর মৃত্যুতে ভূমিকা রেখেছে।

এদিকে, ইলন মাস্ক এটিকে 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন' আখ্যা দিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এ সময় কার্কের হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি সরাসরি বামপন্থীদের দায়ী করেন।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করে মাস্ক স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'তারা (বামপন্থীরা) ঠাণ্ডা মাথায় খুন উদযাপন করছে।' পরবর্তীতে আরও তীব্র ভাষায় মাস্ক সরাসরি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তিনি লিখেন, 'বামরা হচ্ছে খুনিদের দল।'

সেখানে একজন এক্স ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, 'বামপন্থীরা গত এক দশক ধরে ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকি নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর হত্যাচেষ্টা থেকে শুরু করে, ইউনাইটেড হেলথকেয়ার সিইও ব্রায়ান থম্পসনের খুন, আর এখন চার্লি কার্ক। আসল হুমকি তো এসেছে বামপন্থীদের দিক থেকেই।

অন্য এক ব্যবহারকারী বলেন, 'শুধু বামপন্থী নয়, সোরোস, বিল গেটস আর রিড হফম্যানের মতো যারা তাদের অর্থায়ন করে তারাও দায়ী।' এতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে মাস্ক বলেন, 'একদম ঠিক।'

এ সময় কিছু ব্যবহারকারী দাবি করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্লুস্কাইএ হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'উল্লাস' প্রকাশ করা হচ্ছে। এর জবাবে মাস্ক লিখেছেন, 'এটাই আমাদের বাস্তবতা। তারা খারাপ মানুষ।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্ককে কেন খুন? এফবিআই-এর

৭ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে লাগানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায়, চার্লির সভাস্থলের অদূরে একটি ভবনের ছাদে লুকিয়ে ছিলেন রবিনসন। সামরিক কায়দায় মাটিতে শুয়ে টেলিস্কোপ-যুক্ত স্নাইপার রাইফেলের সাহায্যে যে ভাবে তিনি নিখুঁত নিশানায় প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছেন, তাতে 'প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতির ছায়া' দেখছেন তদন্তকারীরা। গভর্ণর কক্স শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, রবিনসন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে 'ডিসকর্ড' মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করেছিলেন। খুনের পর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঝোপের মধ্যে স্নাইপার রাইফেলটি (যেটি বৃহস্পতিবার তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছিলেন) লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং গ্রেফতারি এড়াতে পোশাক পরিবর্তন করেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন, রবিনসনের 'ঘনিষ্ঠ' এক জনই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, চার্লিকে খুনের পর নিজের বাবার কাছে গিয়েছিলেন ঘাতক। তিনি আমেরিকার মার্শালের কাছে যান। ট্রাম্পের কথায়, ‘‘পুত্রকে বুঝিয়েছেন বাবা। আমি যা শুনেছি, তা-ই বললাম।’’ সেই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন আমেরিকার আইন অনুযায়ী আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা হবে রবিনসনের। অবশেষে ধরা পড়লেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ চার্লির খুনে সন্দেহভাজন যুবক! কে ধরিয়ে দিয়েছেন, তা-ও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ওজনপার্কে দারুস সুন্নাহ লতিফিয়া মাদ্রাসার উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের কুইন্সের ওজনপার্কে দারুস সুন্নাহ লতিফিয়া নিউইয়র্কের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রোববার ফুলতলি জামে মসজিদে ২১ জন হাফিজকে পাগড়ি প্রদানের মাধ্যমে এ মাদ্রাসার উদ্বোধন করা হয়। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মাওলানা হাফিজ আবি আবদুল্লাহ আইনুল হুদা। এখানে হেফজ বিভাগে তিন বছরের এবং আলিম কোর্সে চার বছরের পূর্ণকালীন পাঠক্রম চালু হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস লাইফ অ্যান্ড অ্যাডভাইজর ফর মুসলিম লাইফ বিভাগের অ্যাসোসিয়েট ডিন প্রফেসর হাফিজ ইবাদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মাওলানা আবদুল্লাহ যুবায়ের। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাফিজ মো. আবদুল লতিফ হুদা।

পাগড়িপ্রাপ্ত ২১ জন হাফিজের মধ্যে ১২ জন কোরআনের আলোকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য তুলে ধরেন। তাদের আলোচনা উপস্থিত অতিথি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রশংসা কুড়ায়।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন ফুলতলি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবদুল আলিম, সভাপতি গুলজার আলী, সেক্রেটারি জামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আবদুল হান্নান দুখু, উপদেষ্টা হাফিজ নজরুল ইসলাম, আহলে বাইত মসজিদের ট্রাস্টি মোতাহের হোসেন চৌধুরী, অভিভাবক কাজী ফরিদ আহমেদ, সেলিম চৌধুরী ও মাদ্রাসার পরিচালক আহসানুল হক ফরহাদ।

প্রধান অতিথি হাফিজ ইবাদুর রহমান বলেন, 'দ্বীনের জ্ঞান মানুষকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। কোরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানের আলোয় মানুষ আল্লাহ ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে।'

অধ্যক্ষ মাওলানা আইনুল হুদা বলেন, একজন হাফিজ শুধু দ্বীনি জ্ঞানেই সমৃদ্ধ হন না, বরং যেকোনো পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে জানান, তার দুইজন সাবেক ছাত্র বর্তমানে একজন পেন্টাগনে ও আরেকজন গুগলে কর্মরত।

মাদ্রাসার সেক্রেটারি জামাল হোসেন জানান, হেফজ ও আলিম কোর্সে ফুলটাইমের পাশাপাশি পার্টটাইম পড়াশোনারও সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি আফটার স্কুল ও উইকেন্ড স্কুলের ব্যবস্থাও থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সাধারণ পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষাও নিতে পারে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

রাশিয়ার যুগান্তকারী ক্যানসার ভ্যাকসিন ট্রায়ালে সফল

৫২ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা দেন চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেই চলতি মাসেই বাজারে আসবে এন্টারোমিক্স। রুশ বার্তা সংস্থা তাসের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটিই প্রথম ক্যানসারের কোনো টিকা, যা তৈরি করা হয়েছে এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ক্যানসার একটি শব্দ, যা শোনার পর মুহূর্তেই বদলে যায় জীবনের চালচিত্র। দীর্ঘদিন ধরে অনিরাময়যোগ্য রোগ হিসেবে ধরা হয় এই ক্যানসারকে। তবে উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে এই রোগের ভীতি অনেকটাই কমেছে মানুষের মন থেকে। এখন ক্যানসার মানেই নিশ্চিত মৃত্যু নয়, বরং এটি হয়ে উঠছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তেমনই ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন যুগের সূচনা দেখিয়েছে রাশিয়া। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ রেডিওলজিক্যাল সেন্টার এবং ইনস্টিটিউট অব মলিকুলার বায়োলজির যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই রোগের নতুন টিকা। ইতিমধ্যে ট্রায়ালে এন্টারোমিক্স নামের টিকাটি শতভাগ সাফল্য দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এন্টারোমিক্স হবে এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা প্রথম টিকা। এমআরএনএ হলো এক ধরনের প্রোটিন, যা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করোনার টিকাও তৈরি করেছিল প্রতিষ্ঠানটি।

গবেষণা অনুযায়ী টিকাটি ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায় এবং মধ্যম পর্যায়ের জন্য বেশি কার্যকর। এ ছাড়া এটি শুধু ক্যানসার কোষ ধ্বংসই নয়, বড় আকারের টিউমারও উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট করে দেয়। টিকা গ্রহণকারীদের শরীরেও কোনো গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি বলে জানানো হয়েছে। এখন শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা।

নিউ ইয়র্কে বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে মূল্যবান 'ব্ল্যাক

৫২ পৃষ্ঠার পর

সম্পদ 'কালো সোনা' (ব্ল্যাক গোল্ড)। এক ধরনের পুষ্টিকর কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো।

নিউ ইয়র্ক সিটির 'অর্গানিকস সংগ্রহ কর্মসূচি' অনুযায়ী, প্রতিদিনের খাদ্যবর্জ্য, তৈলাক্ত কাগজ ও বাগান থেকে ছাঁটাই করা অংশ আলাদা করতে হয় বাসিন্দাদের। এ নিয়মের কার্যকর প্রয়োগ ২০২৫ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও ২০২৬ সালে তা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। ইউএস ন্যাশনাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গৃহস্থালির সবচেয়ে বড় বর্জ্য অংশই আসে খাদ্যসামগ্রী ও বাগান থেকে। এসব বর্জ্য ল্যান্ডফিলে (আবর্জনা ফেলার স্থান) পাঠানো হলে তা শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস মিথেন তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটির পরিবেশ পরিচালক এরিক গোল্ডস্টেইন বলেন, 'জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আমাদের খাদ্যবর্জ্যকে ল্যান্ডফিল নয়, কম্পোস্ট তৈরির জন্য পাঠাতে হবে।'

ডেনালি ওয়াটার পার্ক পরিচালিত স্টেটেন আইল্যান্ড কম্পোস্ট প্ল্যান্টে প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ২৫০ টন জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এখানে বর্জ্যকে কুচিয়ে, ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াল) তাপমাত্রায় গরম করে এবং ছত্রাক-ব্যাকটেরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এভাবে কয়েক সপ্তাহে তৈরি হয় পুষ্টিসমৃদ্ধ কম্পোস্ট, যা মাটির গুণগত মান উন্নত করে।

ফ্যাশনের নতুন দুয়ার New York Fashion House

৫২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ও ভারতের এক ঝাঁক তারকার ডিজাইন করা পোশাক, প্রতি মাসে নতুন কালেকশন আর ধামাকা অফার। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিষ্ঠানটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, সঙ্গে থাকবেন মাহিয়া মাহি, মামুনুন ইমন, নীরব হোসেনসহ আরও অনেকে। পুরো আয়োজনের তত্ত্বাবধানে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন। নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানিজ আশা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা করবে New York Fashion House।

ফ্যাশন শুধু পোশাকের নাম নয়, ফ্যাশন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। কে কেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার রুচি, তার স্বপ্ন আর তার পরিচয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, ভিড়ের মাঝে নিজেকে আলাদা করে তুলতে, আর নিজের ভেতরের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে ফ্যাশনের বিকল্প নেই। আর সেই ফ্যাশনের অনন্য দুনিয়াতেই নতুন রঙ, নতুন অধ্যায় নিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে- New York Fashion House। বাঙালির প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে এবার শুরু হচ্ছে ফ্যাশনের আসল উৎসব।

প্রতি মাসে নতুন ডিজাইন, সাথে ধামাকা অফার, তারুণ্যের জন্য এক অনন্য গন্তব্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে এই ফ্যাশন হাউস। রঙ, স্টাইল আর ট্রেন্ডের ঝলমলে মিলনমেলায় নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউসে থাকবে বাংলাদেশ ও ভারতের একঝাঁক তারকাদের নিজস্ব ডিজাইনের বাহারি পোশাক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠিত হবে প্রতিষ্ঠানটির গ্র্যান্ড ওপেনিং। উদ্বোধনী মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। সঙ্গে থাকবেন মাহিয়া মাহি, মামুনুন ইমন, নীরব হোসেনসহ আরও একঝাঁক তারকা।

এই মহোৎসবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন, যার হাতের ছোঁয়ায় প্রতিটি পোশাক হয়ে উঠবে আধুনিক, স্টাইলিশ এবং একেবারে অনন্য।

নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউসের ঠিকানা, 72-28 Broadway, 2nd Floor, Jackson Heights, NY|

গ্ল্যামার, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিলনেই জন্ম নিচ্ছে এক নতুন গল্প: New York Fashion House – Where Style Meets Elegance!

নাইন ইলেভেনের নগরীতে মুসলিম মেয়র?

৫২ পৃষ্ঠার পর

স্থাপনায় ঢুকতে যে বাড়তি তল্লাশি তা বলা যায় মূলত টুইন টাওয়ার বা বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংসের পর থেকেই শুরু।

ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জায়গাটি এখন 'গ্রাউন্ড জিরো' হিসেবে পরিচিত।

সেই সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারান প্রায় তিন হাজার মানুষ। হামলাকারীদের সঙ্গে আল কায়েদার সংযোগের কারণে সারাবিশ্বে 'মুসলিমবিদ্বেষী' হাওয়া বয়ে যেতে শুরু করে। প্রায় সিকি শতাব্দী পরও সেই বিদ্বেষ এতটুকু কমেনি। বরং বেড়েছে। বিশেষ করে, নিউইয়র্ক শহরে জনবিদ্বেষ 'জাতীয় সংকট' হিসেবে চিহ্নিত।

এই সংকট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে। আগামী ৪ নভেম্বর এই মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বিশ্ববাণিজ্যের রাজধানী হিসেবে খ্যাত এই নগরীর মেয়র নির্বাচন হবে সেদিন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চারজন। দুইজন দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের। বাকি দুইজন স্বতন্ত্র। ডেমোক্র্যেট-প্রধান অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক নগরীর মেয়র প্রার্থী হিসেবে ডেমোক্র্যেটিক পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন জোহরান মামদানি (৩৩)। অন্যদিকে, রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন কার্টিস স্লিওয়া (৭১)।

নগরীর বর্তমান মেয়র ও ডেমোক্রেট নেতা এরিক অ্যাডামস (৬৫) এবং অপর ডেমোক্রেট নেতা ও নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো (৬৭) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে।

৯/১১ হামলার পর ইসলামভীতি অনেক বেড়েছে উল্লেখ করে জোহরান মামদানি দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বলেন, 'এই ভয়ঙ্কর দিন অনেক নিউইয়র্কবাসীকে সেই মুহূর্তের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন তাদেরকে 'অন্য' মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো।'

নিউইয়র্ক নগরীর মেয়রের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ৯/১১ উপলক্ষে মেয়র এরিক অ্যাডামস 'গ্রাউন্ড জিরো থ্রি হানড্রেড সিক্সটি' শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন। বক্তৃতায় তিনি নিহতদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অ্যান্ড্রু কুয়োমো ওয়েবসাইটে ৯/১১ হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এই ডেমোক্রেট নেতার এগিয়ে আসার কথা ও প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি যে হামলাকারীদের 'সমর্থক' সে কথা তুলে ধরা হয়েছে।

সমাজমাধ্যম এক্স-এ বার্তায় ৯/১১-কে স্মরণ করেছেন রিপাবলিকান পার্টির মেয়র প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। দিনটিকে নিউইয়র্ক নগরীর ইতিহাসে 'অন্ধকারতম দিন' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'মেয়র নির্বাচিত হলে আমি তাদেরকে গুরুত্ব দেব যারা সেদিন প্রথম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মেয়র নির্বাচনে চার শীর্ষ প্রার্থীর তিন জনের জন্ম নিউইয়র্ক নগরীতে। শুধু জোহরান মামদানির জন্ম উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায়। ১৯৯১ সালে। নিউইয়র্কের সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, জোহরান সাত বছর বয়সে তার পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। সেই হিসাবে ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর।

জনজরিপে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ৩৩ বছর বয়সী এই অভিবাসী নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া বর্ষীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বেশ এগিয়ে আছেন।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনার যৌথ জরিপে দেখা যায়জোহরান মামদানির পক্ষে মত দিয়েছেন ৪৬ শতাংশ, অ্যান্ড্রু কুয়োমোর পক্ষে ২৪ শতাংশ, কার্টিস স্লিওয়ার পক্ষে ১৯ ও এরিক অ্যাডামসের পক্ষে নয় শতাংশ ভোটার।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের ভাষ্য, জোহরান মামদানির সমর্থকরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ। তবে তরুণ ও উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে তার সমর্থন খুব বেশি।

জরিপে আরও বলা হয়জোহরান মামদানি ও অ্যান্ড্রু কুয়োমোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে মামদানিকে ৪৮ শতাংশ ও কুয়োমোকে ৪৪ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন।

মূলত আবাসন ও নিত্যপণ্যের খরচ কমানো নিয়ে জোহরান মামদানি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা ভোটারদের বেশি আকৃষ্ট করছে বলেও নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে ভিন্ন এক জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়, নতুন জনজরিপে দেখা যাচ্ছে যে নিউইয়র্কের মেয়র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জোহরান মামদানি বেশ এগিয়ে আছেন।

এতে আরও বলা হয়ড্রবোস্টনের এমারসন কলেজ পোলিং, পিক্স ইলেভেন ও দ্য হিলের যৌথ জরিপে দেখা যাচ্ছে যে ভোটারদের ৪৩ শতাংশ জোহরান মামদানির ও ২৮ শতাংশ অ্যান্ড্রু কুয়োমোর পক্ষে মত দিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের নির্বাচনে নিউইয়র্ক নগরীতে প্রায় ৫৬ লাখ ভোটার নিবন্ধিত হয়েছিলেন। এ বছরের নির্বাচনে তা ৫৫ লাখ থেকে ৬০ লাখ হতে পারে। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত নিউইয়র্কে ভোটার নিবন্ধনের সুযোগ থাকবে।

এখন প্রশ্নউঠেক ২৪ বছর পর এই ৯/১১-র নগরী কি একজন মুসলিম মেয়র পেতে যাচ্ছে?

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের জমজমাট নৌবিহার

পরিচয় ডেস্ক : গত ৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত ও স্বনামধন্য শাহনেওয়াজ গ্রুপ ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের উদ্যেগে এক মনোমুগ্ধকর রিভার ক্রুজর আয়োজন করা হয়েছে। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মেডোস করোনা পার্কের তীর ঘেঁষে শুরু হয়ে হাডসন রিভারে এই নৌবিহার সম্পন্ন হয়। আনন্দঘন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কমিউনিটির সদস্য এবং নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের সাথে সম্পৃক্ত প্রবীণরা অংশ নেন। যাত্রার শুরুতে ফিতা কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে এই আয়োজনের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ ও তার স্ত্রী রানো আমেনা নেওয়াজ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার ও চীফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জাহেদ আলম ও ফুয়াদ হোসাইন। শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতি বছর কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এমন অনুষ্ঠান হয়। এবার আমরা সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের আয়োজনে রিভার ক্রুজের আয়োজন করেছি।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রবীণদের জন্য এমন একটি নিরাপদ ও সমর্থনমূলক পরিবেশ তৈরি করা। যেখানে তারা মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারেন এবং তাদের স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় থাকে।

পরে নিউ ইয়র্ক সিটির বুকে ভেদ করে প্রবাহমান ইষ্ট রিভার এর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেন সবাই। এ সময় আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন সবাই। বিভিন্ন সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে আয়োজনটি আরও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত, নিউইয়র্ক শহরের বাঙালি কমিউনিটি এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের প্রবীণদের জন্য নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার প্রাপ্তবয়স্কদের বিশেষ দিবাশ্রম কেন্দ্র। ফোরেস্ট হিলসের কুইন্স ব্লেভার্ডে অবস্থিত এই কেন্দ্রটি বয়স্কদের জন্য একটি সুরক্ষিত, সহায়ক এবং মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করে। যেখানে তারা সামাজিকীকরণ, নজরদারি, ব্যক্তিগত যত্ন ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা পান।

কেন্দ্রটির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বাঙালি ঐতিহ্যবাহী খেলা, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যায়াম ক্লাস, পুষ্টি শিক্ষা, শিল্পকর্ম ও ভাষা শিক্ষা। এছাড়াও প্রার্থনার সুবিধা, সিনেমা প্রদর্শনী, সঙ্গীত অনুষ্ঠান এবং অতিথি বক্তাদের মাধ্যমে বিনোদন ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমও আয়োজন করা হয়।

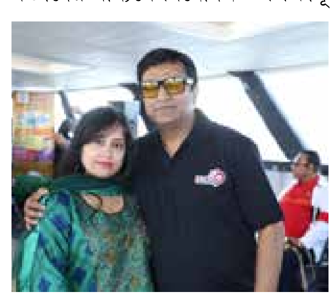
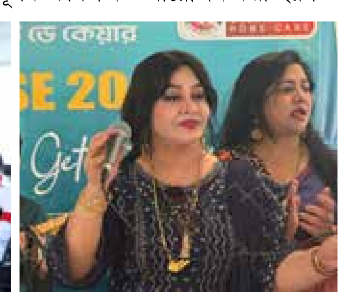

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে জাকজমকপূর্ণ আয়োজনে জেবিবিএ-র হেরিটেজ মেলা অনুষ্ঠিত

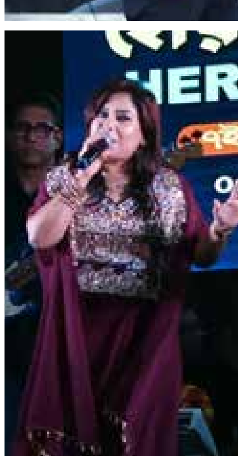

পরিচয় ডেস্ক : গত ৭ সেপ্টেম্বর (রোববার) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ রোড ও ৭৭ স্ট্রিট জুড়ে দিনব্যাপীপ্রাণবন্ত আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'ঠিকানা প্রেজেন্টস হেরিটেজ মেলা'। মেলায় প্রবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

চমৎকার আবহাওয়ায় আয়োজিত এ মেলায় বাংলাদেশি সংস্কৃতি, খাবার, স্টল ও সঙ্গীত পরিবেশনা উপভোগ করেন হাজারো মানুষ। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ) এর আয়োজনে এবারের মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বাংলাদেশি মালিকানাধীন রিভার গ্রুপ ও ঠিকানা।

দুপুরে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ) এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম. আজিজ, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রোকেয়া আক্তার, খামারবাড়ী গ্রুপের ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল, সরওয়ার চৌধুরী সিপিএ, আতিকুল ইসলাম জাকির, মোহাম্মদ কাশেম, শিল্পী আফতাব জনি, উপস্থাপক মিয়া মো. দুলাল, লিটু চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টি জজ সোমা সাঈদ প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন জেবিবিএ সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান।

মেলার মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী বিন্দুকণা, কিশোর দাস, ত্রিনিয়া হাসান, টিনা রাসেল, নাজু আখন্দ, শাহ মাহবুব, কালা মিয়া, কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি ও শামীম সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন রিজওয়ানা এলভিস, ফৌজিয়া ও মিয়া মো. দুলাল।

আয়োজক ও স্পন্সরদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিকানা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও চিফ অপারেটিং অফিসার মুশরাত শাহীন অনুভা বলেন, 'এ ধরনের হেরিটেজ মেলা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সাথে যুক্ত করতে বড় ভূমিকা রাখে।' অনুষ্ঠানে তিনি আয়োজক জেবিবিএকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী ও রিভার গ্রুপের সিইও রুহিন হোসেন। ঠিকানাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং তা গ্রহণ করেন মুশরাত শাহীন অনুভা।

মেলায় ছিল বাংলাদেশি পণ্যের স্টল, খাবারের দোকান ও শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা। দিনশেষে আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ দুই হাজার ডলার এবং সেটি লাভ করেন সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক। *সকল ছবি তুষার পিক*

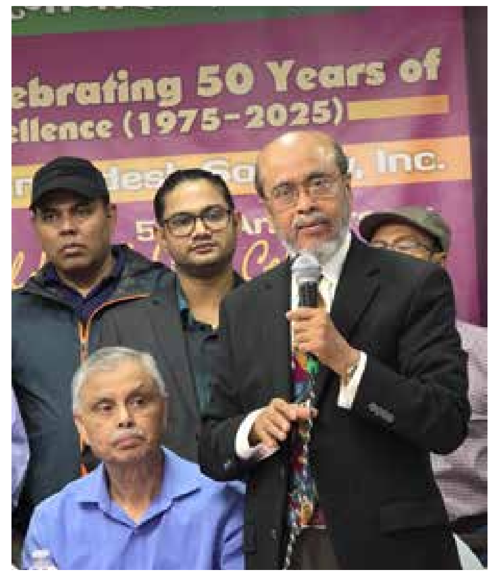

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ২ নভেম্বর

৫২ পৃষ্ঠার পর

মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি প্রভৃতিও থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, ডা. ওয়াদুদ ভুইয়া, ডা. মিয়া, এম আজিজ ও আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান ও ফখরুল আলম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও টাষ্ট্রি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে আজিমুর রহমান বুরহান, আজহারুল ইসলাম মিলন, হাওলাদার, ডা. এনামুল হক, আহসান হাবিব, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, মোহাম্মদ আতরাউল আলম ও নাঈম টুটুল এবং সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর ২০০১ সালের ৯/১১ এর ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এবং দেশ-জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মাসুম। এরপর এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ আলী জানান, সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ হাজার ডলার। তবে সোসাইটির ফান্ড থেকে কোন অর্থ খরচ করা হবে না। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সোসাইটির এই অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির ভবন অর্থাৎ বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য। এজন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা ফান্ড রেইজ করে অর্থ সংগ্রহ করবো। আর সোসাইটি ভবনের নাম হবে বাংলাদেশ সোসাইটির নামে।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী বক্তব্যে বলেন, প্রায় ২৭ হাজার নিবন্ধিত সদস্যের সর্ববৃহৎ প্রবাসী সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক। এ বছরের নভেম্বর মাসে গৌরবময় ৫০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। অর্ধশতাব্দীর এই ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপনকে কেন্দ্র করে আমরা হাতে নিয়েছি নানাবিধ কর্মসূচি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ঈদে মিলাদুন্নবীতে সরকারি ছুটির দাবি

ব্যতিক্রমী আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক : ব্যতিক্রমী আয়োজনে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন জনপ্রিয় হোমকেয়ার সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হয়েছে। কোন মসজিদ বা মিলনায়তন নয়, খোলা আকাশের নীচে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় গত ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকালে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই অংশ অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়স্ক নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি কেবল ধর্মীয় তাৎপর্যই তুলে ধরেনি, বরং কমিউনিটিতে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধনও জোরদার করেছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে ঐদিন আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের মুল প্রতিষ্ঠান শাহনেওয়াজ গ্রুপের (এসএনজি) চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ষ্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, ইসলামী চিন্তাবীদ ড. মুতাওয়াক্কেল বিল্লাহ রাব্বানী, ইমাম কাজী কায়ুম, প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল মুসাব্বির, সৈয়দ মুসতানজিদ বিল্লাহ রাব্বানী, সাবেক সিটি কাউন্সিল মেম্বার হায়রাম মানসেরাত, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, স্থানীয় ১১৫ প্রিসিঙ্কটের নির্বাহী অফিসার জাগহাম আব্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শাহনেওয়াজ গ্রুপের (এসএনজি) ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ সহ শিল্পী করীম হাওলাদার, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের ব্রুকলীন শাখার ম্যানেজার নওশেদ কামাল, সৈয়দ মোস্তাইন বিল্লাহ রাব্বানী হামদ-নাত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক সাঈদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমাম কাজী কায়ুম।

এতে আলোচকরা বলেন, এই দেশে ৪.৫ মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করেন। প্রতিবছর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) এলে আমরা সরকারি ছুটির বিষয়টি আলোচনায় আনি। ২০১২ সাল থেকে আমরা এই দাবি তুলে আসছি। আমরা বিশ্বাস করি একদিন এই প্রস্তাব সংসদে পাশ হবে। সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমরা এই দাবি আদায় করবো।

যারা এই প্রজেক্টে কাজ করেছেন তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, মহানবী (সাঃ) এর জন্মের সময় ৫৭১ ধরা হলে ইংরেজি মাস পড়ে এপ্রিল মাসে। আবার আরেক রেফারেন্স অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর জন্মের সময় ৫৭০ ধরা হলে উনার জন্মের সময় পড়ে অগাস্টের প্রথম সোমবার। আমরা এই দিনটি সরকারি ছুটি হিসেবে চাইবো। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে কমিউনিটি একসাথে ঈদ উদযাপনের জন্য ঈদগাহ এর বিষয়েও আলোজনা হয়।এছাড়াও অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য স্থানীয় ১১৫ প্রিসিঙ্কটের পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে প্ল্যাক প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। বিশেষ মুনাজাত আর তবারক বিতরণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খবর ইউএনএ'র। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ৯/১১’ র ২৪তম বার্ষিকী উদযাপন

৫২ পৃষ্ঠার পর

বিমানকে মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করে। একই সময়ে আমেরিকার সামরিক শক্তির প্রতীক পেন্টাগনেও একটি বিমানকে ব্যবহার করে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও আরো একটি বিমান লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের পূর্বে পথেই ক্রাশ হয়ে যায়। এসব ঘটনায় সবমিলে প্রাণহানি ঘটে প্রায় তিন হাজার লোকের। পরবর্তীতে ঐ ঘটনায় আহত মিলে এ পর্যন্ত ৫ হাজার মত লোক মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

প্রতিবছরের মতো এবছরও নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ৯/১১ এর ২৪তম বার্ষিকী উদযাপন হলো। দিনটি স্মরণে নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটানের গ্রাউন্ড জিরোতে বৃহস্পতিবার আয়োজিত স্মরণসভায় নীরবতা পালন, ঘণ্টা বাজানো এবং প্রায় ৩ হাজার নিহতের নাম পাঠের মাধ্যমে স্মরণসভার সমাপ্তি ঘটে।

৯/১১ ঘটনার পর নিহতদের স্মরণে ম্যানহাটানের যেস্থানে একসময় টুইন টাওয়ার দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেইখানকার গ্রাউন্ড জিরোতে জলপ্রপাত এবং প্যারাপেট দ্বারা বেষ্টিত দুটি স্মারক পুল নির্মান করা হয়। সেখানে মৃতদের নাম লেখা রয়েছে এবং প্রতিবছর তাদের স্মরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এফবিআই-এর পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল, সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস, সাবেক রুডি জুলিয়ানী, মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ, সাবেক গভর্ণর ও মেয়র পদপ্রার্থী এন্ড্রু কুমো, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ও মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানী সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন।

এদিকে ম্যানহাটানের গ্রাউন্ড জিরোতে সমবেতদের অনেকেই তাদের নিহত স্বজনদের স্মরণে দাঁড়িয়ে নিরবতার মাধ্যমে বা নামের স্থলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনেকে এসময় অশ্রু ঝড়িয়ে কষ্ট দূর করেন।

অভিযোগ রয়েছে আল-কায়েদা ৯/১১ ঘটনার জন্য দায়ী। ঐ হামলায় ২,৯৭৭ জন নিহত হন। সেদিন অন্তত ১০/১৫জন বাংলাদেশী নিহত হন। সরকারি রেকর্ড অনুয়ায়ী বাংলাদেশী নিহতদের তালিকায় রয়েছেন- মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, আবুল কাসেম চৌধুরী, মোহাম্মদ সাদেক আলী, আশফাক আহমেদ, নাভিদ হোসেন, নুরুল হক মিয়া ও শাকিলা ইয়াসমীন দম্পতি, সাব্বির আহমেদ, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন চৌধুরী এবং ওসমান গনি।

এদিকে ভার্জিনিয়ার পেন্টাগনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, মেলানিয়া ট্রাম্প-কে সাথে নিয়ে ৯১১ স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঐদিনের ঘটনায় নিহত সেনা সদস্য এবং বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি সম্মান জানান।

অপরদিকে পেনসিলভানিয়া রাজ্যের শ্যাঙ্কসভিলের কাছে একটি গ্রামীণ মাঠে, ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি ডগ কলিন্সের উপস্থিতিতে ৯১১-এর দিন ফ্লাইট ৯৩-এ যারা নিহত হয়েছেন তাদের সম্মান জানানো হয়। খবর ইউএনএ’র।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1646, Saturday, September 13, 2025
শেষের পাতা

সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষনা

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ২ নভেম্বর

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির তার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরপূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীর উদযাপন করবে। ১৯৭৫ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অগ্রযাত্রার ৫০ বছর' শ্লোগানে আগামী ২ নভেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের টেরেস অন দা পার্ক কনভেনশন হলে সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উদযাপন করা হবে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী একথা জানান।

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়। যার মধ্য রয়েছে- সাবেক কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, বিশেষ আলোচনা সভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিশেষ পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান, প্রবাস ও কমিউনিটিতে অবদান রাখা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এছাড়াও স্মরণ সভা ও দোয়া *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নাইন ইলেভেনের নগরীতে মুসলিম মেয়র?

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ককে ৯/১১ এর নগরী বলা যেতে পারে। কেননা, ২০০১ সালে আজকের দিনে ইতিহাসের এক নির্মম ঘটনা ঘটেছিল এই মহানগরীতে। সেই দিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়, বদলে দেয় পুরো বিশ্বব্যবস্থাকেও। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত টুইন টাওয়ারে হামলায় সন্ত্রাসীরা যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ব্যবহার করেন। বর্তমানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে উড়োজাহাজ যাত্রীদের যে বাড়তি নিরাপত্তা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ৯/১১' র ২৪তম বার্ষিকী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক : প্রতিবছরের মতো সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ৯/১১ দিনটি স্মরণে নিউইয়র্ক সিটির বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) পালন, ঘণ্টা বাজানো এবং প্রায় মাধ্যমে স্মরণসভার সমাপ্তি ঘটে। ও আয়োজনে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার উদযাপন করা হয় গভীর শ্রদ্ধার সভ্যতার ইতিহাসে ভয়াবহ ক্ষত ঐদিন আমেরিকার অর্থনৈতিক বিবেচিত ও বিশ্বের সবচে পরিচিত সেন্টার'-এ আঘাত হানা দুটি

এবছরও নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার এর ২৪তম বার্ষিকী উদযাপন হলো। ম্যানহাটানের গ্রাউন্ড জিরোতে আয়োজিত স্মরণসভায় নীরবতা ৩ হাজার নিহতের নাম পাঠের এছাড়া বাংলাদেশীদের উদ্যোগ এলাকায় ৯/১১ এর ২৪তম বার্ষিকী সাথে।

সৃষ্টিকারী ২০০১ সালের ৯/১১। চালিকা শক্তির একমাত্র প্রতীক বলে 'টুইন টাওয়ার' বা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড যাত্রীবাহি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে মূল্যবান 'ব্ল্যাক গোল্ড'

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির 'অর্গানিকস সংগ্রহ কর্মসূচি' অনুযায়ী, প্রতিদিনের খাদ্যবর্জ্য, তৈলাক্ত কাগজ ও বাগান থেকে ছাঁটাই করা অংশ আলাদা করতে হয় বাসিন্দাদের। এ নিয়মের কার্যকর প্রয়োগ ২০২৫ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও ২০২৬ সালে তা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। তরমুজের খোসা, তৈলাক্ত পিজ্জা বক্স কিংবা বাগানের ছাঁটাই করা ঘাসড় বর্জ্য হিসেবে অনেক শহরেই এগুলোর শেষ গন্তব্য হয় আবর্জনার স্তূপ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এগুলো এখন মূল্যবান *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ফ্যাশনের নতুন দুয়ার New York Fashion House, গ্রান্ড ওপেনিং ১৫ সেপ্টেম্বর

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার ফ্যাশন দুনিয়ায় নতুনত্ব-বৈচিত্র ও চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে New York Fashion House। যেখানে থ াকবে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ডালাসে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে দ্বন্দ্বে নির্মম হত্যার শিকার এক ভারতীয়

পরিচয় ডেস্ক : ডালাসে একটি মোটেলে ওয়াশিং মেশিনের দ্বন্দ্ব নিয়ে নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন এক ভারতীয়। তিনি মোটেলের ম্যানেজার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মেয়র নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কে নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করতে চান মামদানি!

পরিচয় ডেস্ক : নির্বাচিত হলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের ঘোষণা দিলেন নিউইয়র্কের ডেমোক্রেট মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি। ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই ঘোষণা দেন। মামদানি বলেন, "আমি যদি নিউইয়র্ক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়ার যুগান্তকারী ক্যানসার ভ্যাকসিন ট্রায়ালে সফল

পরিচয় ডেস্ক : ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের তৈরি ভ্যাকসিন ট্রায়ালে সফল হয়েছে। যা এখন সব রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

রাশিয়ার ফেডারেল মেডিকেল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সির (এফএমবিএ) প্রধান ভেরোনিকা স্কভোর্টসোভা ইস্টার্ন অর্থনৈতিক ফোরামে এ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালু

পরিচয় ডেস্ক :কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*